বেল্লিক রামায়ণ

Made with □ by টেলি বই □□

✓ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান □ এখানে।

😸 Generated from WikiSource

1. পাতার শিরোনাম
2. বেল্লিক রামায়ণ
3. গ্রন্থারম্ভ
4. বেল্লিকের অবতার গ্রহণ
5. বাল্যলীলা
6. অভারামের ব্যবসা
7. উপায় চিন্তা
8. অর্থ চুক্তিকরণ
9. আতরমণির মহিমা বর্ণন
10. আতর ও অভারাম
11. পাত্রান্বেষণ
12. সৌভাগ্য
13. টেকচাঁদ শেঠ
14. অভারাম ও টেকচাঁদ
15. নালিশী হাঙ্গামা (কলেজে নলেজ)
16. বেল্লিকের মাতার স্থানান্বেষণ
17. বেল্লিকের ভাইগুলির ছাপাখানায় কার্য্যগ্রহণ
18. লুকোনো প্রেম
19. পিরীতের জমাট হওন
20. দর্পনারায়ণ চরিত
21. দণ্ডবিধি কথন
22. দর্পের সুযুক্তি প্রদান
23. মনোমোহিনী হরণ
24. ধড়পাকড়, কিষ্কিন্ধ্যা গমন
25. রাজাবাবুর বিরহ বর্ণন
26. দর্পনারায়ণের অভিপ্রায়
27. গূঢ় রহস্য ভেদ
28. শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি
29. জেলে দর্প
30. দর্পের মাতৃভক্তির কথা
31. চূড়ান্ত চটক
32. বনেদী ও গরবনেদীর উপাখ্যান কথন
33. সম্পর্কে

1. বেল্লিক রামায়ণ
2. সম্পর্কে

বেল্লিক-রামায়ণ

বেল্লিক রামায়ণ।

যশোহর মল্লিকপুরনিবাসী

বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-

প্রণীত।

শ্রীশরৎচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

বাণীপ্রেস;
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৮ সাল।

ভূমিকা।

দর্পণে যেমন আত্মবিম্ব পড়ে, এই "বেল্লিক রামায়ণে" সেইরূপ অনেকে আপন আপন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন;—কেহ লজ্জিত হইবেন, কেহ ম্রিয়মাণ হইবেন, কেহ হাসিবেন, কাহাকেও বা অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, অনেক অনভিজ্ঞ মোহাভিভূত মানব ইহা পাঠে বহুবিধ সদুপদেশ লাভ করিয়া আপনার ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল সাধনে উন্মুখ ও যত্নবান্ হইবেন সন্দেহ নাই।

ফলতঃ উপদেশচ্ছলে—সামাজিক রহস্যচ্ছলে একটী প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইল। সপ্ত কাণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ; কাণ্ডে

কাণ্ডে মধুররসপূর্ণ উপদেশগর্ভ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণে ইহা পাঠে উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিলেই সফলপ্রযত্ন হইব, কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নস্য।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
গ্রন্থারম্ভ	১
প্রথম কাণ্ড—	
বেল্লিকের অবতার গ্রহণ	৫
বাল্যলীলা	১২
অভারামের ব্যবসা	১৯
উপায় চিন্তা	২৬
অর্থ চুক্তিকরণ	৩৩
দ্বিতীয় কাণ্ড—	
আতরমণির মহিমা বর্ণন	৩৮
আতর ও অভারাম	৪৩
পাত্রান্বেষণ	৪৫
সৌভাগ্য	৪৮
টেকচাঁদ শেঠ	৫৪
অভারাম ও টেকচাঁদ	৬০
তৃতীয় কাণ্ড—	
নালিশী হাঙ্গামা (কলেজে নলেজ)	৬৩
বেল্লিকের মাতার স্থানান্বেষণ	৭১

বেল্লিকের ভাইগুলির ছাপাখানায় কার্য্যগ্রহণ ৭৯

চতুর্থ কাণ্ড—

লুকোনো প্রেম ৮৫

পিরীতের জমাট হওন ৯২

দর্পনারায়ণ চরিত ৯৬

দণ্ডবিধি কথন ৯৮

দর্পের সুযুক্তি প্রদান ১১১

মনোমোহিনী হরণ ১১৩

পঞ্চম কাণ্ড—

ধড়পাকড়, কিষ্কিন্ধ্যা গমন ১১৮

রাজাবাবুর বিরহ বর্ণন ১২১

দর্পনারায়ণের অভিপ্রায় ১২৯

গূঢ় রহস্য ভেদ ১৩৪

ষষ্ঠ কাণ্ড—

শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি ১৪৬

জেলে দর্প ১৬৫

দর্পের মাতৃভক্তির কথা ১৭৭

সপ্তম কাণ্ড—

চূড়ান্ত চটক ১৮২

বনেদী ও গরবনেদীর উপাখ্যান কথন ১৮৬

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বেল্লিক রামায়ণ।

গ্রন্থারম্ভ।

কহিতে আশ্চর্য্য অতি আজব কথন।
বেল্লিক রামের জন্মে হয় যে ঘটন॥
হইয়ে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি এ কাল পর্য্যন্ত।
জন্মিল যতেক সাধু আর যে মহান্ত॥
ফকির, সন্ন্যাসী, ঋষি, মুনি, যোগী আর।
যতবিধ হতে পারে লোক সদাচার॥
শচীমার উপাসক সত্যধর্ম্মাশ্রিত।
পরমহংসের শিষ্য কিম্বা যে পণ্ডিত॥
ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান্ অথবা যে জন।
হতে পারে সকলেই খ্যাত মহাজন॥
কিন্তু এ বেল্লিক শ্রীরামের মত কেহ।
নাহিক দ্বিতীয় আর নিশ্চিত জানিহ॥
অতি সুচরিত ইনি অতি পুণ্যবান্।
কোথা পাবে সাধু আর ইঁহার সমান॥
চৌদ্দটী ভুবন ছাড়ি আরো উচ্চতরে।
উড়িছে ইঁহার যশোধ্বজা নিরন্তরে॥

ইঁহার চরিত্র পাঠ যে জন করয়।
সকায়ে স্বরগে গতি করে সে নিশ্চয়॥
যতেক বেল্লিক যেথা আছে অবস্থিত।
এই সে বেল্লিকে পাবে সবারি চরিত॥
এই রামায়ণ সর্ব্ব-রামায়ণ-সার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গাধার॥
পুণ্যের জাহাজ ইহা নাহিক সংশয়।
প্রতি লহমায় পুণ্য আম্‌দানী করয়॥
কোথা আফেরিকা কোথা আমেরিকাখণ্ড।
হতেছে আমদানী পুণ্য বেগেতে প্রচণ্ড॥
মুহূর্ত্ত হইয়ে স্থির যুড়ি দুই কর।
কর যদি এই পুঁথি শ্রবণগোচর॥
দেখিবে কি মজা ইথে,—হবে দেল খোশ্।—
খাইবে পোলাও যেন গরোস্ গরোস্॥
অথবা ব্রাণ্ডির সহ মটনের রোষ্ট্।

সঙ্গে সস, মাস্‌টার্ড, পাঁউরুটি-টোষ্ট॥
আহা মরি কারিকুরি বলি হারি যাই।
বেল্লিক রামের তুল্য ব্যক্তি আর নাই॥
অতি শুভক্ষণে জাত এই মহাত্মন্।
সদ্য স্বর্গে গতি এঁরে করিলে দর্শন॥
যেই দিন জন্ম ইনি নিলেন ভূতলে।
শত শত উল্কাপাত হয় এক কালে॥

গভীর নিনাদে যত সুকণ্ঠী গর্দ্দভ।
এককালে আনন্দেতে কৈল সবে রব॥
কি কব সে রব-কথা কহিতে লোমাঞ্চ।
কোটি বজ্রপাতধ্বনি নিন্দিত বরঞ্চ॥
শিশুর ক্রন্দন তারি সঙ্গেতে মিলিত।
সুধার সমুদ্র আহা যেন উথলিত॥
ট্যাঁ ট্যাঁ করি কাঁদে শিশু কাঁপে বসুন্ধরা।
থুড়ি!—আনন্দেতে নৃত্য করে তাহে ধরা॥
বলে পৃথ্বী,—"আহা মরি, কে ভক্ত জন্মিল।
নির্ব্বাণ-মুকতি বুঝি এতদিনে হ'ল॥
এখনি উদ্ধার আমি হইব নিশ্চয়।
পাতার পরম পদে হ'ব গিয়া লয়॥
দেহধারণের কষ্ট হবে না সহিতে।
হবে না আর ত কষ্ট কোনমতে পেতে।
জন্মিয়াছে শত্রু মোর যতেক যেথায়।
আর না পারিবে কেহ ঠেকাইতে দায়॥
হবে না কাহারে আর মুখ দেখিবারে।
কে আর পারিবে বল মোরে জ্বালাবারে?
দেহ থাকিলেই তাহে আছয়ে যন্ত্রণা।
দেহ গেলে কোন্ দায় আর বা বল না।
ভাগ্যেতে বেল্লিকে পেটে ধরিলাম আমি।
তেঁই এতদিনে মুখ চান্ অন্তর্যামী।"

যেমনি বেল্লিক রাম প্রসূত ভূমিতে।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অমনি শূন্যেতে॥
রাজারাজ্‌ড়ার কোন স্থানে গতিকালে।
যেমতি তোপের ধ্বনি হয় সেই স্থলে॥
তেমতি এ বজ্রপাত জানিহ নিশ্চয়।
মহাপুরুষের জন্মে এমনি যে হয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিলোক জানাতে।
ডাকিয়া উঠে এ বজ্র গভীর নাদেতে॥

জন্মিয়াই শিশু শূন্যপানে তাকাইল।
অমনি মুহূর্ত্তে দিগ্‌দাহ যে হইল॥
ভয়াকুল-নেত্রে যত পাষণ্ডেতে চায়।
ধর্ম্মিষ্ঠ যে জন সুখ সে ত তাহে পায়॥
বলে, "কে রে ভাগ্যবান্ জনম লইল।
অপরূপ অঘটন তেঁই দেখা গেল॥"
এইমত কত দিকে কত সংঘটন।
লিখিয়ে কত বা পারি করিতে বর্ণন॥
যে বলে বলুক যত নিন্দাকারী জনে।
বেল্লিক না গ্রাহ্য করি তোলে তাহা কাণে॥
'হরি' বল ভাই করি গ্রন্থ আরম্ভন।
অতীব অপূর্ব্ব এ বেল্লিক রামায়ণ॥
বন্ধ্যানারী পুত্র পায় এ পুঁথি শুনিলে।
মুখেতে ফুটয়ে বোল এর পাঠফলে॥

প্রথম কাণ্ড।

বেল্লিকের অবতার গ্রহণ।

আজব শহর এই কলিকাতাধামে।
কায়স্থ-সন্তান এক ছিল ‘অভা’ নামে॥
শুনা যায় বসু-বংশ-অবতংস সেই।
রূপে গুণে অভা সম আর বুঝি নেই॥
যেমন টিকল নাক টিয়াপাখী তুল।
মিশ্‌মিশে রঙটুকু ঠিক যেন ঝুল॥
ভাঁটার মতন চক্ষু কিবা নীল তারা
ষষ্ঠীর বাহন লজ্জা পেয়ে হয় সারা॥
তাহা ছাড়া বিশেষত্ব আরো যে দেখিবে।
এমন সুদৃষ্টি আর পাবে কি না পাবে॥
পাছে দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রে সবে, দৃষ্টি পড়ে।
শঙ্কায় রহে সে তাই কুলুঙ্গীতে চোড়ে॥
গভীর গহ্বরযুক্ত সে আঁখি-কুলুঙ্গী।
জ্ঞান হয় বহু তপস্যার ফলে সঙ্গী॥
ছিপ্‌ছিপে তনুখানি কিবে ঢেঙ্গা হয়।
মনুমেন্টের সে যেন তেউড় নিশ্চয়॥
কাঠের সিঁড়ি বা মই হ’লে আবশ্যক।
না হয় করিতে ব্যয় পয়সা নাহক্‌॥

দয়া করি দেহখানি তুলিলেই ব্যস্‌।
অমনি সমাধা কার্য্য হয় যে নির্যাস্‌॥
দুটি জোড়া গোঁফ, যেন বিড়ালের ল্যাজ্‌।
পান খেয়ে দাঁত রাঙ্গা যেন ছোট প্যাঁজ্‌॥
গন্ধেও পিঁয়াজ্‌ চন্দ্র সদা বিদ্যমান।
রসনা রসিলে তাহে কত খুসী প্রাণ॥
শত-ফাটা কাঁসী যেন হয় নিনাদিত।
যদি দয়াবশে তায় বাহিরায় গীত॥
মাণিকপীরের গান করয়ে যাহারা।
তাদের হাতের ঠিক চামরের পারা॥
দাড়ীগুলি বাবুজীর কিবা হেলে দোলে।
তালে তালে করে নৃত্য কথনের কালে॥
চলনে ফেরণে বাবু সদা খ্যাতি পায়।

যে দেখেছে সে সজেছে কি সংশয় তায়॥
এই সে বাবুর নাম বলিয়াছি, ‘অভা’।
বহুৎ আদরের নাম দেয় তার বাবা॥
বাপের একৈক পুত্র এই অভারাম।
রাখে সে বহুৎ মতে বাপের সুনাম॥
যদি বল কেমনে সে রাখে তাহা শুনি।
শুন তবে অতঃপর কহি সে কাহিনী॥
যখন ইহার বাপ্ যায় লোকান্তরে।
রেখে যায় বহু টাকা এ অভার তরে॥

বয়স তখন মাত্র বিশ কি বাইশ।
বাপের মরণে হায় কতই হরিষ॥
জুটিল ইয়ার্-বন্ধু যত জুটিবার।
নিত্য আসি করে সব বৈঠক গুল্জার॥
ভাঙ্গিলে কাঁঠাল যথা মাছির আম্দানী।
ইয়ারের দলবৃদ্ধি নিত্যই তেমনি॥
এ বলে ‘একটি ফোঁটা মোরে দয়া কর।’
ও বলে ‘আমারে দয়া কর বন্ধুবর!’
‘দাও দাও’ বোল খালি সকলেরি মুখে।
সাবাড়িল সব রস চুমুকে চুমুকে॥
দয়ার সাগর ‘অভা’ পড়ে পা(ও)য়া ধনে।
না জানে রাখিতে হয় কত সে যতনে॥
যে যা চায় তাই তারে দেয় অকাতরে।
নাহি বলে ‘নারি দিতে’ কখন ত কারে॥
তখন তাহার আর অভা নাম নাই।
‘অভয়চরণ বাবু’ কহে যে সবাই॥
প্রথম যেদিন বাপ মরিল তাহার।
সেই দিন হতে নাম ফিরিল ‘অভার’॥
বলে অভা মারে তার, “শোন মা জননি!
অভা নামে আর নাহি ডাকিও এমনি॥
দেখ আমি, কত বড় হইতে চলিনু।
তাহা ছাড়া বাবা মোর ছাড়িলেন তনু॥

উত্তরাধিকারী এবে হই আমি তাঁর।
রাখিতে হইবে এবে নাম ত তাঁহার॥
অতএব বলি তাই, ছাড়ি ‘অভা’ নাম।
অভয়চরণ বল, পূরে মনস্কাম॥”
পুত্রের সুখেই সুখ হয় ত মাতার।
পুত্রের রাখিতে মন হ’ল মন তার॥

অভয়চরণ বলি ডাকে অতঃপরে।
ভুলেও না ‘অভা’ আর বলেন তাহারে॥
অভয়চরণ নাম সেই হতে হ’ল।
বাবু কথাটীও ক্রমে তাহে যোগ দিল॥
যতেক বন্ধুতে তায় ‘বাবু বাবু’ করি।
‘অভয়চরণ বাবু’, করিল জাহিরি॥
রূপচাঁদ হতে না কি কিছু বড় নাই।
আছয়ে যতেক চাঁদ ইহ বিশ্বে ভাই॥
সবার মোহিনী হতে এ মোহিনী বেশী।
কে না জানে এর বলে কুরূপা রূপসী॥
খঞ্জের চরণ মেলে এই রূপচাঁদে।
অন্ধের নয়ন হয় এ চাঁদ থাকিলে॥
কোন্ ইষ্টসিদ্ধি করে গগনের চাঁদ।
কেবল গণি ত তারে রূপেরি সে ফাঁদ॥
ব্রজে কালাচাঁদ ছিল নদীয়ায় গোরা।
তাহাতে অধিক রূপচাঁদে চাঁদী যারা॥

রূপিয়ার সেরা বিশ্বে কিছু নাহি ঠিক্।
রূপিয়াবিহীন জনে ধিক্ ধিক্ ধিক্!
রূপিয়ারি বশে অভা অভয়চরণ।
রূপীর খাতিরে দশে করয়ে গণন॥
কে চিনিত বল তারে, কেবা সেই হয়।
কার মাথাব্যথা এত তত্ত্ব তার লয়॥
দেখিল দশেতে যেই আছে তার টাকা।
অমনি ঘেঁষিল কাছে মিটাইতে ধোঁকা॥
নেউয়া কাঁঠাল দিব্য পাকা যেন হায়।
দৃষ্টিমাত্রে সুখী সবে কাছে ঘেঁষে যায়॥
ভ্যান্ ভ্যান্—নিত্য রব, অর্থ—দাও দাও।
কেবলি লোলুপ আঁখি খুঁজে সদা দাঁও॥
এক এক ফোঁটা করি কিন্তু ক্রমে ক্রমে।
সমুদয় রস(ই) তারা নিল চুমে চুমে॥
হেন এক ফোঁটা আর নাহি রহে তায়।
একটী পিপীড়া মাত্র হয় সুখী যায়॥
তখন মাছির দল ক্রমে ফাঁক হ’ল।
কি দশা যে কাঁঠালের কেহ না দেখিল॥
হইয়ে ভুঁতুড়ি-সার তখন কাঁঠাল।
কাঁদিয়ে ভিজায় মাটী নিন্দয়ে কপাল॥
হেন ভাবে কিছুদিন কাটিয়ে ত চলে।
অন্ন বিনে ছন্ন ছাড়া ভাবে ভাল মলে॥

কিন্তু সে মরণ যদি অদৃষ্টে না রয়।
সহজে কাহার বল মরণই বা হয়?
বার বার তিনবার আত্মঘাতী হতে।
লাগায় গলেতে ফাঁসী দায়ে মুক্তি পেতে॥
কিন্তু কপালেতে কিছু আছে না কি আরো।
খুলিল আপনা হতে সে ফাঁসের গেরো॥
ছিঁড়ে পড়ে গলরজ্জু, দেখ কি ব্যাপার।
ঐশ্বরাদি কার্য্যে বল আছে হাত কার?
কাজেই মরিতে আর প্রবৃত্তি না হয়।
ধৈর্য্য ধরি কিছুকাল পুনশ্চ বাঁচয়॥
পতিপ্রাণা পত্নী তার আছিল একটী।
মেগে পেতে দিনান্তেতে আনিত সে দুটী॥
তাতেই অতীব ক্লেশে দিনপাত হয়।
তখন সে নারী তার গর্ভবতী রয়॥
গর্ভিণী দেখেই তারে বাবু কাঁপে ভয়ে।
মানুষ করিব শিশু কিবা খাওয়াইয়ে॥
নিজেদের ভাত নাই শিশু কি বা খাবে।
শরীর আরো যে শীর্ণ তাই ভেবে ভেবে॥
এক দুই করি ক্রমে দিন কেটে গেল।
দশ মাস দশ দিন উত্তীর্ণ হইল॥
ভূমিষ্ঠ হইল শিশু দিক্ আলো করি।
নাম সে ‘বেল্লিকরাম’ হয় ত ইহারি॥

জন্মকালে যে ঘটন লিখেছি তা আগে।
চিরকাল স্মৃতিপথে রহিবেক জেগে॥
এমন আশ্চর্য্য আর কে দেখেছে কোথা।
বোম্বাই আঁবের চাক্‌লা যেন রে এ কথা॥
ইচ্ছা নাহি হয় ছাড়ি কহি অবিরল।
এই সে শিশুর হতে পিতৃ-মুখোজ্জ্বল॥
ভাবে ‘অভা’—থুড়ি!—বাবু অভয়চরণ।
দুঃখের কাণ্ডারী হবে এ পুত্র-রতন॥
দয়া করি মুখ হরি চান্ এতদিনে।
তাই সে দিলেন তিনি এ পুত্র-রতনে॥
নিরখিয়ে চাঁদমুখ জুড়ায় হৃদয়।
যে সে চাঁদ নয় এ ত চাঁদ সুধাময়॥
কিন্তু পাঠকের দল বুঝ তোমরাই।
কিবা চমৎকার রূপ এচাঁদ রে ভাই॥
মূর্চ্ছা বুঝি যাই দেখে না পারি থাকিতে।
সার্থক সে এতদিনে জন্ম এ মহীতে॥

নমস্কার কোটি কোটি শ্রীচরণে এঁর।
অতঃপর বাল্যলীলা কহি বেল্লিকের॥

বাল্যলীলা।

একদিন দুই দিন এমতি করিয়ে।
ক্রমশই কাটে কাল বাধা না মানিয়ে॥
বাড়িতে লাগিল শিশু সুড্ সুড্ সুড়।
বাড়ে যথা ঝপাঝপ্ কলার তেউড়॥
অথবা বাঁশের কোঁড়া যেমতি বাড়ায়।
ঝাঁ ঝাঁ করি বাড়ে শিশু কি আনন্দময়॥
দুঃখিনী জননী ভিক্ষা করি সেই তার।
কোনরূপে খা(ও)য়া পরা চালায় সবার॥
অতি লক্ষী মেয়ে সেই, যে দেখে সে খুসী।
সকলেরি সাথে তার ভালবাসাবাসি॥
যে যা কিছু দেয় শুধু তাহারেই দেখে।
সকলেই দয়াপূর্ণ তাহার সে দুখে॥
সবারি বাসন, দুঃখ ঘুচাইতে তার।
কিসে এ দুর্দ্দিন শীঘ্র কাটয়ে তাহার॥
করি পরামর্শ দশে ডাকি অভারামে।
কহিল "যদ্যপি কোন চাক্‌রী কোনক্রমে॥
দিতে পারি জুটাইয়ে কর কি না কর।
বল দেখি মনোগত ভাব কিবা ধর॥"
কহিল বেল্লিক-পিতা অভারাম তবে।
"যদ্যপি তোমরা দয়া করি কার্য্য দিবে॥

কেন না করিব তাহা, অবশ্য করিব।
তবে কথা, জানি না, পারিব না পারিব॥
বিদ্যা ত অগাধ মোর সমুদ্র-বিশেষ।
ডুবুরী নামালে নাহি পায় ত উদ্দেশ॥
ক অক্ষর ভগবতী-মাংস সম, হায়!
এ বি সি ডি, সে ত বহুদূরে স্থান পায়॥
কালির অক্ষর আঁখি-বালি সম জ্ঞানে।
আছিল সে এতদিন কেবা নাহি জানে॥
অতএব সুধাই কেমনে কাজ করি।
করিতে ইচ্ছা ত বটে, কিসে কিন্তু পারি॥"
বলিল সকলে "ভাল, ভয় নাই ভাই।
এমন চাকরী দিব, বিদ্যা যাতে নাই॥
সাহেবের সাথে কথা না হবে কহিতে।
বাঙ্গালী-বাড়ীতে কাজ দিব সে গদীতে॥
গদীয়ান বাবু যত আছয় সহরে।

দিব সে চাকরী এক তাঁহাদের ধোরে॥
বাজার-সর্‌কারী কর্ম্ম হইবে করিতে।
বল দেখি এইবার কিবা মত ইথে॥”
“ভাত খাবি সেধো রে?—না, ধুয়ে আছি হাত!”
নতশিরে অভারাম, মানিল বরাত॥
বলিল, “এখনি আমি আছি ত প্রস্তুত।
নিয্যশ্‌ এ কাজে আমি করিব ত জুত্‌॥”

অতঃপর গদীর চাকরী এক পেয়ে।
আনে বেশ দশ টাকা অভা খুসী হয়ে॥
একটি দুইটি কোরে আরো ছেলেপুলে।
হইতে লাগিল অভারামের কপালে॥
পতিপ্রাণা অভাপত্নী গোছ্‌গাছ করি।
চালায় সংসার বেশ ভিতরে তাহারি॥
ছেলেতে মেয়েতে মোটেমাটে ছটি হলো।
বেল্লিক সবার বড় বয়েসেতে ষোলো॥
বাড়ীর নিকটে এক স্কুল ছিল সেথা।
পড়াশুনো করিছে বেল্লিকরাম তথা॥
বিনা বেতনেতে পড়ে নাহি কিছু ব্যয়।
কাগজ কলম বই দশে মিলে দেয়॥
সবে বলে পড়াশুনো করে না কি ভাল।
পাড়ার মধ্যেতে বড় সুখ্যাতি উঠিল॥
পুত্রের সুখ্যাতি শুনি মাতা খুসী মনে।
খুসীর বান সে যেন ডাকে পিতৃপ্রাণে॥
ভাবে অভা, যা কষ্ট পাবার, পাইয়াছি।
নিশ্চয় আর না কষ্ট পাব জানিতেছি॥
মুখ তুলে ভগবান্‌ চেয়েছে এবার।
দুঃখের সাগরে দেখি পাই কি না পার॥
শায় জগৎ চলে কেবা নাহি জানে।
দিন দিন বাড়ে আশা আভার পরাণে॥

ভাবে এইবার অভা যদি এই ছেলে।
দিতে পারে পাশ্‌ দুটী একটী কপালে॥
তা হলে আর কি থাকি কারু হয়ে দ্বারী।
যত শীঘ্র পারি, ছেড়ে দিই এ চাকরী॥
হইয়ে ধনীর পুত্র, থেকে আগে ধনী।
শেষে এত কষ্ট ভোগ কম কি জ্বলনি॥
সামান্য বাজার-সরকার হয়ে আছি।
এর চেয়ে মরিলেই যেন এবে বাঁচি॥

এ বলে, "হ্যাদে রে অভা, এটা এনে দে ত।"
ও বলে, "জল্‌দি গিয়ে বাজার কর্‌ ত॥
তীক্ষ্ণ বেল্‌কার যেন পরাণেতে বেঁধে।
অথবা সালের কাঁটা গাঁথে গিয়ে হৃদে॥
ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট, অন্তরে সদাই।
সদাই এ চিন্তা হৃদে কিসে ছাড়ান্‌ পাই॥
ছাড়িলে চাকরী, নাহি চলে উদরান্ন।
কাজেই উপায় আর নাহি ইহা ভিন্ন॥
ধন্য হয়ে আছি এই চাক্‌রীই নিয়ে।
কাটে দিনরাত শুধু পুত্র-মুখ চেয়ে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মোর অতি গুণধাম।
সবাই বলিছে ভাল, সবে গায় নাম॥
দেখি ফেরে কি না দিন পুনঃ এ কপালে।
দেখি সে সুদিন পুনঃ মেলে কি না মেলে॥

এইরূপ চিন্তা তার হৃদয়ে যখন।
চতুর্থ শ্রেণীতে রাম পড়িছে তখন॥
ইংরাজী স্কুলেতে পড়ে নহে সে বাঙ্গালা।
বাঙ্গালায় পাশ সেই দেছে ছোটবেলা॥
যখন বয়স তার হইবেক বারো।
বাঙ্গালা ছাত্তর-বৃত্তি পাশ সে করিল॥
পাড়াময় ঢিঢি পড়ে গেল সেই কালে।
অভাপুত্র পাশ দিল সকলেতে বলে॥
কিন্তু এক দোষ বল কিম্বা বল গুণ।
এই বয়সেই তাতে লাগে যেন ঘুণ॥
পরের দ্রব্যেতে তার হয় বড় লোভ।
না পাইলে মনে মনে জন্মে মহা ক্ষোভ॥
কারু গাছে আম লিচু কারু বা কাঁঠাল॥
কারু গাছে পিয়ারা সে কারু গাছে তাল॥
তেঁতুল আমড়া কুল, কলা আদি কোরে।
কিছু নাহি চক্ষে তার বাদ কভু পড়ে॥
পড়েছে চক্ষেতে কি তা, করেছে হরণ।
ঠিক যেন রাহুরূপী বেল্লিক তখন॥
বলে, "আহা ঐ গাছ কত কষ্ট পায়।
এত ফলভার ওতে সহে কি হে হায়!
দয়া কোরে আমি যদি না ঘুচাই দুখ।
কে আর তা হলে বলো চাহে ওর মুখ॥

ধন্য হে বেল্লিক রাম অতি সাধু তুমি।
কিবা শক্তি তব গুণ বর্ণিব বা আমি॥
এইরূপে বাল্যকাল করেন যাপন।
পর-উপকারে রত ধর্ম্মপথে মন॥
লুকায়ে লুকায়ে ক্রমে কারু কারু চালে।
দিয়া আসে অগ্নিযোগ করি নিশাকালে॥
পাবক অগ্নির নাম কহে অভিধান।
এরূপে পবিত্র তাই করে সেই স্থান॥
অধিক খোলার চালে রহে নীচ জন।
এক দণ্ড ধর্ম্মে তারা নাহি দেয় মন॥
বিশেষতঃ নোংরামিতে বড় তারা রত।
সদা বদ্‌গ্যাস তথা ওঠে অবিরত॥
তেঁই সে লাগায়ে অগ্নি আনে পবিত্রতা।
হেন উপকারী আর বল কেবা কোথা?
পথে যেতে যেতে যদি দেখে বেশ্যাবাড়ী।
ছোড়ে ইট চালে চালে কোরে তাড়াতাড়ি॥
হইলে ইষ্টকালয় বারান্দাতে তার।
ছোড়ে সেই ব্রহ্ম-অস্ত্র যত্নে অনিবার॥
গালি দেয় তারা বটে অকথ্যভাষায়।
কি করিবে, এ কাজেতে আছে হেন, হায়॥
নিতাই উদ্ধার হেতু জগাই মাধায়ে।
কি কষ্ট না পান, কলসীর কাণা খেয়ে॥

তথাপি আদরে তারে দেন কোলে স্থান।
কষ্টে কষ্ট জ্ঞান নাই, আনন্দিত প্রাণ॥
বলে মন্দ বলিবে, দুর্জ্জন যারা হয়।
দুর্জ্জনের কথা কেবা গ্রাহ্য বা করয়॥
পরহিতে ব্রতী হলে হয়ত সহিতে।
আছেই দুর্নাম ভোগ পরের কার্য্যেতে॥
কাজে কাজে প্রভু রাম, প্রতিজ্ঞা অটল।
দুর্জ্জন-দমনে তিনি রত অবিরল॥
চরিত্র তাঁহার হয় অতি অপরূপ।
পাঠমাত্রে উথলিত যাহে ভাবকূপ॥
বাল্যলীলা এইরূপে কতবিধ হয়।
কাহার শকতি তাহা বর্ণে সমুদয়॥
সকলি তাজ্জব এর আজব্ কার্খানা।
একমুখে কদাপি না হয় ত বর্ণনা॥
ষোল বৎসরের ক্রমে হলেন যখন।
আরো কত অপরূপ হয় সংঘটন॥

ক্রমশ প্রকাশ্য ভাই রহ ধৈর্য্য ধোরে।
কি জানি কি ঘটে বা, শুনিলে একেবারে॥
হয় ত অমনি জীবন্মুক্তি বা ঘটয়।
কে আর তা হলে ইহা শ্রবণ করয়॥

অভারামের ব্যবসা।

আশা-মরীচিকা লোক চিরদিন কয়।
আশাই বাঁচায় সবে আশাই মারয়॥
অতি আশা কিছু না, কথা ঠিক ঠিক্।
অতি-আশাকারী জনে ধিক্ শত ধিক্॥
ভাবিল বেল্লিক-পিতা, চাকরী ছাড়িব।
ঋণ কিছু নিয়ে, নয় ব্যবসা করিব॥
কিন্তু কে দিবে বা ঋণ তার মত জনে।
বিষম ভাবনা তার বাড়ে মনে মনে॥
এরে একবার ওরে একবার করি।
জিজ্ঞাসয় খালি খালি ব্যগ্রতা সে ভারি॥
"কে দিবে আমারে ঋণ, ওহে মহাশয়।
ব্যবসা করিতে মোর বড় ইচ্ছা হয়॥
করিয়ে ব্যবসা আমি যেবা লাভ পাব।
লাভের অর্দ্ধেক অংশ সুদ ধরে দিব॥"
কেহ ভাবে, দিই দিই, কেহ ভাবে, নয়।
কেহ ভাবে, ওরে দিলে কোন্ ফলোদয়॥
ও কি এ জীবনে ওর দিবে শোধ ঋণ।
কোন মতে কায়ক্লেশে চালাইবে দিন॥
কেবল পড়িব ফাঁকে মোরা মাঝে হতে।
মিছে সুদ আশে কেন পড়িব ফেরেতে॥

এইরূপে সকলেই হয় পাছুপদ।
সাধ করি কেবা বল বাড়ায় বিপদ॥
কেহ নাহি দেয় টাকা কোনমতে তায়।
ঠেকিল সে অভারাম মহা ভাবনায়॥
হয়েছে ব্যবসা সাধ এতটা সে বেশী।
কিছুতে ত না কোরে তা, নাহি হয় খুসী॥
একটি উপায় শেষ ভাবে অভারাম।
যাহাতে ক্রমেতে তার পূর্ণ মনস্কাম॥
'আতর' নামেতে এক বেশ্যা কোন ছিল।
বয়েসে অনেক টাকা কামাইয়া ছিল॥
রূপবতী বারাঙ্গনা সে আতরমণি।
ঠসকে ঠমকে ঠিক পরীকন্যা ধনী॥
মধুর-ভাষিণী বামা মধুর-গঠনা।
কতই খোল্‌তা গায়ে ওড়ালে ওড়না॥
সদা ভুর্‌ভুরে বাসে আতর-গোলাপে।

বিলাতী এসেন্স সে ত প্রতি বাসি ধোপে॥
গিলে-কোঁচা ব্যতিরেকে পরেনি কাপড়।
অষ্ট অলঙ্কারে বিভূষিত নিরন্তর॥
তবে, এবে, বয়েস হয়েচে না কি ঢের।
সহজে কেহ না আর ঘেঁসে কাছে এর॥
নামজাদা কোনএক থিয়েটারে ছিল।
সম্প্রতি ছেড়েছে কাজ, বুড়া যেই হ'ল॥

থিয়েটার নামে, তবে, আছে না কি রস।
তাতেই এখনো সবে গণে না বয়স॥
দেখিলেই তারে, তার সেই পূর্ব্ব ঢঙ।
মনে করি, ঘেঁসে লোক সেজে যেন সঙ॥
গোডিম্ ভেঙ্গেচে সবে, হেন পুঁটে ছেলে।
সেও এসে ধরে হাত, মেরিজান্ বোলে॥
কথাটা এই যে, তবু, ইয়ার-মণ্ডলী।
মানিয়া লইবে তারে সুরসিক বলি॥
থিয়েটারি বিবি বিনে বিবিই সে নয়।
সে বিবি রাখে যে তারে কে গণ্য করয়?
থিয়েটারি বিবি যদি অতি বুড়ী হবে।
এ কালের বাবু সব তারে পছন্দিবে॥
অথার উকিল এডিটার্ আদি করি।
লেখা-পড়া জানা যত করে লোচ্চাগিরি॥
সবাই যে এই সব স্থানে আসে যায়।
সভ্য বেশ্যারি কাছেতে সভ্য বাবু ধায়॥
কেন না ইদানী এই আজব সহরে।
সভ্যতা বলিলে যাহা বুঝে সর্ব্বনরে॥
তাহা শুধু থিয়েটার দেখা আর শুনা।
থিয়েটারী ঢঙে সর্ব্ব বিষয়ালোচনা॥
কহিবে যদ্যপি কথা বাপে ও বেটায়।
থিয়েটারী ঢঙ কিছু থাকিবেই তায়॥

না হলে অসভ্য সবে কবে তাহাদের।
সুরে লয়ে বিনে কথা অশ্রাব্য ভদ্রের॥
গৃহ-কোণে অবলার যত এক ঠাঁই।
থিয়েটারী ঢঙ চাহে তারাও সবাই॥
নূতন কাপড় যদি পান একখান।
থিয়েটারী ঢঙে তাহা পরেন,—পরান্॥
বলে, "ওলো ছোটদিদি এমন ত নয়।
দেখাইয়ে দিই দেখ্ আমি সে নিশ্চয়॥

অমুক্ নাটকে সেই অমুক্ যে সাজে।
আমি সে দেখাব দেখ্, কিরূপে সে সাজে॥
এই সে আঁচল থাকে এই দিক পানে।
বুকের কাছটা ঠিক্ এই মত টানে॥"
কেহ বলে, "এই যে দাঁড়ায়ে আছ তুমি।
এমন দাঁড়ান বদ্ দেখিনি ত আমি॥
তারা কি এমন কোরে বাঁকিয়া দাড়ায়।
কেমন বুকের ছাতি তাহারা ফুলায়॥"
কেহ বলে, "আচ্ছা দিদি, সেই যে ছুঁড়ীটে।
বল দেখি কেমন গলাটি তার মিঠে॥"
অমনি দ্বিতীয়া সেই অবলাটী হেসে।
বলিল, "আর কি নাই তেমন্ এ দেশে?
আমি যদি মনে করি ওর চেয়ে ভাল।
নিশ্চয় গা হতে পারি শুন লো শুন লো॥"

ব্যস্—এই বলিয়েই ধোরে দিল গান।
অবলা-কুলের বালা কিবে খোলা প্রাণ॥
ধন্য থিয়েটার তুমি স্থান চমৎকার।
তোমার মহিমা বর্ণি কি সাধ্য আমার॥
তোমাতে পেয়েছে যারা স্থান একরতি।
ঠিক যেন স্বর্গে তারা করয়ে বসতি॥
তোমারে ধরিয়ে যারা লেখয় কেতাব।
কতদিকে কত তারা পাইল খেতাব॥
কেহ সেক্ষপীর সেথা কেহ কালিদাস।
দিগ্ দিগন্তরে তার উড়ে যে সুবাস॥
তামুক নাটকে ইহা লেখে থিয়েটারে।
বলিলে সে শাস্ত্র বলি সকলে তা ধরে॥
এর চেয়ে শুভদৃষ্ট কিবা আর হয়।
ধন্য থিয়েটার তুমি বঙ্গেতে উদয়॥
তাই বলি থিয়েটার নামে না কি মধু।
তাই সে আতরমণি পায় আজো বঁধু॥
মনোমত হোক্ বা না হোক্ ক্ষতি কিবা।
তাতেই বা কেবা তারে না দিবে বাহবা॥
চল্লিশ বৎসরাবধি এরূপে কাটায়ে।
তাবশেষে আশাশূন্য ক্রমে কিন্তু হয়ে॥
হইল পঞ্চাশ পার ক্রমেতে যখন।
তেজারতি করিতে সে করিল মনন॥

নিতান্ত নাচার দেখি বেল্লিক-পিতায়।
সেই সে আতর টাকা দিল কিছু তায়॥
একটি হাজার টাকা নগদ সে দিল।
টাকা প্রতি আনা সুদ কবুল করা'ল॥
গরজ হইতে না কি বালাই সে নাই।
গরজে স্বীকার অভা করিল তাহাই॥
খুলিল অচিরে এক মুদীর দোকান।
ছাড়িয়ে চাকরী সেই মলি নাক-কাণ॥
ভাবয়ে নির্ব্বোধ শীঘ্র ছেলে বড় হবে।
কিসের ভাবনা আর তা হলে রহিবে॥
একান্তই যদি ডুবি করিয়ে ব্যবসা।
পুত্র সে মানুষ হয়ে করিবে খোলসা॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম মোর গুণের নিধান।
অবশ্যই হবে কালে মানুষ-প্রধান॥
হাকিম হেকিম কিম্বা জজ ম্যাজিষ্টর।
যা' হোক্ একটা সেই হবে অতঃপর॥
যদিই ফতুর আমি হই ব্যবসায়।
নিশ্চয় উদ্ধার সেই করিবে দেনায়॥
তাহা ছাড়া, আরো এক আশা অভারামে।
বিয়ে দিলে লভ্য কিছু আছে 'ছেলে' নামে॥
তাহার উপর, এ 'বেল্লিক' ভাল অতি।
চারিদিকে রাষ্ট্র আছে ইহার সুখ্যাতি॥

প্রতি এক্‌জামিনে হয় সবার প্রধান।
দুহাজার টাকা কোন্ না পাব নিদান॥
তা হলেই অনায়াসে পাব মুক্তি ঋণে।
কে আর আমারে ঋণী বলিবে সে দিনে॥
ভাবিয়ে নিশ্চিন্ত হেনমতে অভারাম।
খুলিল সত্বর সেই মুদীর দোকান॥
হায় রে বাঙালী জাতি গোবর গণেশ।
ব্যবসার ধার কিবা ধারে তব দেশ॥
বাবুগিরী মাত্র শুধু করিতে শিখেছ।
বাবুগিরী বিনে আর কিবা জানিয়াছ?
পরের চাকরী করি ফতোবাবু চাল।
ব্যবসার সাধে কেন বাড়াও জঞ্জাল॥
কি কঠিন কাজ ইহা নাহি না কি জানো।
তাই সে ব্যবসা করি, ওঠে সাধ হেন॥
ফর্‌সা কাপড়খানি ফর্‌সা চাদোর।
গিলেতে কোঁচান দেহ নদোর গদোর॥

ঢিলে আস্তিনের জামা ইস্‌তিরি সার্ট্‌।
সাহেব-বাড়ীর বিনে পসন্দ না ছাঁট॥
লিক্‌লিকে ছড়ি একগাছি চাই হাতে।
সিল্কের রুমাল এক রবে তার সাথে॥
গলায় জুঁয়ের গোড়ে বেলফুল চাই।
এ সব থাকিতে ব্যব্‌সা কর কিসে ভাই॥

বৎসরমধ্যেই টাকা উড়িল বেবাক।
দুঃখিনী অভার পত্নী দেখেই অবাক্‌॥
বলে, "ও মা এ কি সর্ব্বনাশ গো করিলে।"
এমন করিয়ে মাথা কি হেতু খাইলে?"

উপায় চিন্তা।

বিষম বিভ্রাট ক্রমে পড়িল যে, হায়।
ভাবনা সদাই, হায়, কি হয় উপায়॥
দুঃখিনী অভার পত্নী, কাঁদিয়ে আকুল।
ভাবনা-সাগরে নাহি পায় ত সে কূল॥
বলে, "হায় বিধি এ কি লিখিলে কপালে।
এ কোন্ মূর্খের হাতে আমারে ঠেকালে॥
কিছু বুদ্ধি নাহি ঘটে, কি কোরে কি হয়।
কোন্ দুঃখে কর্ম্মত্যাগ করে দুরাশয়॥
মাস গেলে বিশখানি চাক্‌তি রূপার।
অনা'সে আসিতেছিল, কি ছিল চিন্তার॥
কেন হেন আহাম্মকি ত্যজিল চাকরী।
এখন কি দেবে পেটে, কি আছে তাহারি॥
এতগুলি বাছ্ কাছ্ কি খাইয়ে বাঁচে।
এক কড়াকড়ি আর নাহিক যে কাছে।

বুড়ো হাতী, একটুকু লজ্জাও ত নাই।
কেবলি ছেলের বাপ্ তাতে কি কামাই?
ধরিয়ে দশের হাতে পায়ে কত কোরে।
দিয়েছিনু চাকুরী সে জুটায়ে তোমারে॥
কেবল আমারি দুঃখে দুঃখী না কি তারা
তাই সে তাদের তব তরে এত করা॥
তা না হলে কিসের বা গরজ তাদের।
তোমার তরেতে চেষ্টা করে এত ঢের॥
অতি হতভাগা না কি তুমি অভাজন।
তাই সে অবুঝপণা করহ এমন॥
ভাল, যা হইবার, হইয়ে গিয়েছে।
কিবা লাভ আর বা আমার বোকে মিছে॥
নাহি আর রহিব ত আমি তব কাছে।
করিব এবার ঠিক্ যাহা মনে আছে॥
যে দিকে দুচক্ষু যাবে যাব আমি চোলে।
মানুষ করহ তুমি তব ছেলেপুলে॥
দিয়েছে তোমার হাতে মা বাপ যখন।
অবশ্য সহিতে মোরে হবে ত এমন॥
পাপ সংসর্গের ফলে পাপ মহাত্মায়।
আমি যে দুঃখিনী তাহা তব ভাগ্যে হায়॥"

অভা বলে সবিনয়ে, "ক্ষম প্রাণপ্রিয়ে।
যা হবার হয়েছে তা, অদৃষ্টে পড়িয়ে॥

কি হবে বকিলে আর মিছে এতখানি।
কপাল ছাড়া ত পথ নাহি সুবদনি॥
কপালেতে লেখা না কি আছে এই দুঃখ।
তেঁই সে কিছুতে নাহি পাই মনে সুখ॥
তুমি চেষ্টা করিলে কি হইবে সুফল।
তুমি আমি নিমিত্তের ভাগী ত কেবল॥
এখন কিসে কি হয় এস তাই ভাবি।
খেটে যাতে ঘুচে দুঃখ, উঠে সুখরবি॥
যদিও ভাগ্যের ফল তবু চেষ্টা চাই।
চেষ্টায় কিছুও দেখি পাই কি না পাই॥"
তখন রমণী বলে, "কি চেষ্টা দেখিবে।
কোন্ পথ রাখিয়াছ, কোন্ দিকে যাবে॥
সকল পথেই কাঁটা দেছ নিজ হাতে।
সহজে চলিবে, বল, আর কোন্ পথে?
জ্বেলে দি আগুন তব বুদ্ধির কপালে।
না জ্বালাও আর, বুদ্ধি খাটাইব বোলে॥"
অভা বলে, "দিন কত থাক চুপ কোরে
দেখ না কি করি আমি, না ভাব অন্তরে॥
আছয়ে সুযুক্তি এর, এখনি করিব।
চেষ্টা সে যা হোক্, কেন অকারণ ভাব॥
করেছি যে ঋণ তাহা হবে পরিশোধ।
তা ছাড়া হাতেও রবে, মানহ প্রবোধ॥

পুত্র সে বেল্লিকরাম হয়েছে ডাগর।
বিবাহের চেষ্টা এক দেখি অতঃপর॥
যেমন তেমন কোরে দু তিন হাজার।
পাব ত নিশ্চয় কিবা অন্যথা তাহার॥
কুলীন আমরা, তায় পুত্রটি সে ভাল।
এমন সুছেলে কোথা পাবে লোক বল॥
দেখিতেও এমনি বা মন্দটি কি কও।
শীঘ্র দিন কাটিবে লো চিন্তিত না হও॥
আজিকালি মধ্যেতেই করিব যা হোক্।
মাথা খাও, নাহি রাগো, তেয়াগ লো শোক॥
ঘটক লাগাবো আজিকালি মধ্যেতেই।
সুখবর তোমারে লো দিতেছি সে এই॥"
দুঃখিনী রমণী তবে, করিল জিজ্ঞাসা।

“ভাল, তাই দিলে নয়, তায় বা কি আশা?
কত টাকা ছিল-তব, কোথা সে এখন।
তুমি কি হাতেতে টাকা রাখিবে কখন?
হাতেতে ওড়ন্চণ্ডী আছয়ে তোমার।
যা পাবে, সে সকলি ত দেবে ছারেখার॥
এমন বাওনডোলে কে দেখেছে কোথা?
আপনি যে খেতে চায় আপনার মাথা॥”
এইরূপে হয় নানা কথোপকথন।
অথবা বিতণ্ডা বল, যা বলিতে মন॥

হলে গত কিছুক্ষণ এ হেন রূপেতে।
আর এক ঘটনা সে, ঘটে এ স্থানেতে॥
সেই সে আতরমণি আসে মহারোষে।
বলে, “কি গো চুপ কোরে আছ যে হে বোসে॥
নিলে যে এতটা টাকা, কি তার কিনারা।
বল ত কেমন ধারা মানুষ তোমরা?
দিয়ে সর্ষের তেল নাসিকার দ্বারে।
ভাল ত ঘুমাও দেখি নিশ্চিন্ত অন্তরে॥
টাকায় যে আনা আনা, সুদ বলেছিলে।
এতটা দিনেতে তার কত বা সে দিলে॥
চুলোয় যাক্ সে টাকা সুদের বাবৎ।
আসল দিলেই বাঁচি দিই নাকে খৎ॥
কত সে কষ্টের টাকা আমাদের হায়।
এ টাকা যাইলে তা কি প্রাণে সহা যায়॥
নাহিক বয়স আর, করিব রোজগার।
বুড়া বয়েসেতে এ কি জ্বালা গো আমার॥
মাথা খুঁড়ে মরিব সে, পায়ে তব আজি।
আমার সহিত কর এত কার্সাজি॥
ডাকাতের ডাকাত যে তুমি হে নিশ্চয়।
এমনি কোরে কি লোক লোকেরে মারয়॥
অতি ভাল লোক তোমা জ্ঞেয়ান করিনু।
তেঁই ত এতটা টাকা ধরে তোমা দিনু॥

ভাল ফল হাতে হাতে দিলে তুমি বেশ।
অন্তরে তোমার নাহি দয়ার কি লেশ॥
এইরূপে টাকা-কড়ি যদি খোয়া যাবে।
এ বুড়া বয়েসে আর কিবা গতি হবে॥
আঁটিয়ে কাঁচুলি বুকে, বিননিয়া কেশ।
নিত্য রকমারি তথা পরিয়া সুবেশ॥

ঝম্ ঝমে ঝাঁঝমল পায়ে ঝমঝম্।
রঙাইয়ে গাল দুটি দিয়ে লাল রঙ॥
আর কি যৌবন ফিরে পা(ও)য়া যাবে, হায়।
যৌবন বিহনে ধন কে দিবে আমায়॥
যা কিছু সম্ভোগ সব যৌবন কারণ।
রমণীর যা কিছু সে কেবলি যৌবন॥
যৌবন সে বাপ খুড়ো, ভাই, মা, ভগিনী।
যৌবন সে স্বামী পুত্র বন্ধু ও সঙ্গিনী॥
যৌবন বিহনে গতি কিছু নাহি আর।
বল বুদ্ধি সকলি সে যৌবন যাহার॥
মহাবেগে কোপমতী নদী সে যেমন।
সেইরূপ সে রমণী যাহার যৌবন॥
যৌবনে আহার দেয় যৌবনে বিহার।
যৌবনেই বহে তত সুখ-সমাচার॥
নাহিক যৌবন যার, কি সুখ জীবনে।
তবে একমাত্র গতি, বাড়ে যদি ধনে॥

ধন যদি রহে তবু কিছু সুখ পায়।
একমাত্র ধনেতেই শেষ রক্ষা, হায়॥
ধন থাকিলেও তবু গণে দশে পাঁচে।
ধনশূন্য যেবা তার, কিবা সুখ বেঁচে॥
ধনেরি কারণে কার্য্য যত করিলাম।
বড় দুঃখ শেষে কিন্তু পেয়ে হারালাম॥
দাও মোর টাকা তুমি ফিরায়ে আমারে।
কাজ নেই সুদেতে আসল দাও ফিরে॥
যা হবার হয়ে গেছে, করেছি গুখুরি।
দাও বাবু টাকা ফিরে ব্যগ্রতা হে করি॥
কোরো না আমারে আর এ বয়েসে খুন।
বুড়ো বয়সেতে আর কেন এ আগুন॥
ভাল-মানুষের বুঝি কাল নাই আর।
তাই বুঝি কর তুমি এই ব্যবহার॥
বাজারের বেশ্যা আমি কিন্তু রেখো মনে।
সহজে না ছাড়িয়ে ত দিব কদাচনে॥
ভূত ভাগাইয়ে আমি দিব গালি দিয়ে।
রাস্তায় রাস্তায় কীর্ত্তি বেড়াব গাহিয়ে॥
বাছ্ কাছ্ নিয়ে তুমি করিতেছ ঘর।
কেন মোর শাপে বাবু হবে জরজর॥
এই বেলা সহমানে দাও মোর টাকা।
কেন অকারণ বল কর কথা বেঁকা॥

বেঁকালেই বেঁকাইতে হয় ত বচন।
কি দোষ আমার, বলিতেছি ত এখন॥
সময় থাকিতে কর বিহিত যা হয়।
নতুবা উচিত যাহা করিব নিশ্চয়॥”
ভাবে অভারাম বাবু “কি উপায় করি।
কেমনে ইহার হাতে আজি আমি তরি॥
যেই কথা বলিল এ, পারেও না কোন্।
কি আছে তাসাধ্য এর, বেশ্যা এ যখন॥”
বেল্লিকের রামায়ণ অতি সে সুন্দর।
একদণ্ড পাঠেতেই বনে ত বান্দর॥

অর্থ চুক্তিকরণ।

গলায় অঞ্চল বাঁধি, অভারাম কাঁদি কাঁদি,
করযোড়ে এই কথা বলে।
“শুন লো আতরমণি, তুমি মোর মহাজনী,
কে বা রাখে তুমি না রাখিলে॥
ত্যজ রোষ লো সুন্দরী, কে বলে তুমি সে বুড়ী,
রসের গুড়িকা সম গণি।
এতটা বয়েস তব, কিন্তু তবু কোথা পাব,
তোমার সমান হেন ধনী॥

আহা মরি কিবা দন্ত, যেন মৎস্য-কুল-অন্ত,
করিতে প্রকাশ মুখপুরে।
কিবে গাল টেঁপু টেঁপু, যেন সে কামের ভেঁপু,
ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো সদা বাদ্য করে॥
চরণ নহে ত অন্য, চরণ-তরণী যেন,
যাহে সে তরায় ভবনদী।
দুটি কর টাঁকশাল, কত টাকা সাল সাল,
জনম নিতেছে নিরবধি॥
আহা মরি মুখখানি, ক্ষীরের ডেলাটি জিনি,
ক্ষীরভ্রমে ইচ্ছি সেই খাই।
রূপার নির্ম্মিত চুল, যমেরো জন্মায় ভুল,
সেও ইচ্ছা দেখিতে সদাই॥
রাখিতে গেলাস্‌কেশে, ইচ্ছা বুঝি করয়ে সে,
সাধ সদা দেখে সাধ পূরে।
তোমা সম ভাগ্যবতী, কে আর কোথায় সতি,
পায়ে ধরি মেরো না আমারে॥
বেজায় বুদ্ধির দোষে, উদর-রাহুর গ্রাসে,
দিছি ফেলে বেবাক সে টাকা।
কোথা আর পাব এবে, তোমারে যে দেওয়া যাবে,
বনিয়ে গিয়েছি মহাবোকা॥
আছয় উপায় এক, শীঘ্রই ভরিবে ট্যাঁক,
দাঁও এক জল্‌দিই ঘটিবে।

পুত্র সে বেল্লিকরাম, শুনেছ অবশ্য নাম,
অচিরেই বিয়া তার হবে॥
কুলে সেরা মুখ্যি আমি, শীলে গেরোবাজ তুমি,
কিবা নাহি জান সে বিষয়।
লেখাপড়া করা ছেলে, কে না তারে পাবে বলে,

সদা মনে কামনা করয়॥
তাই বলি রূপসী হে, দিন কত রহ সহে,
কি ভাবনা দিব টাকা ফিরে।
সুদ পাবে, প্রত্যাশায়, দেছ যে টাকা আমায়,
অবশ্য তা দিব হে তোমারে॥"
কহিল, অতিরমণি, "বটে, যা বলিলে তুমি,—
হতে পারে প্রকৃত সে কথা।
কিন্তু কি নিশ্চয় তার, হবেই যে বিয়ে তার,
দু চার হাজার পাবে সেথা॥
আরো এক কথা হয়, মরণের কি নিশ্চয়,
মরে যদি যাও ইতিমধ্যে।
কেবা দেয় বিয়ে তার, কে শোধে ঋণ তোমার,
মরিব যে আমি মহাবন্ধে॥"
অভা কয়, "কর ক্ষমা, বলো না ও কথা বামা,
তব ঋণ না শুধিয়ে ম'লে।
কি দুর্গতি হবে মোর, দুঃখের না রবে ওর,
কাঁদায়ে না আর দীন বোলে॥

হাসিয়ে আতর কয়, "এত যদি মৃত্যুভয়,
ঋণ তবে কর কি কারণ।
যে সে ঋণ নয় আবার, ঋণ সে আছে বেশ্যার,
কাক-মাংস করহ ভক্ষণ॥
সব মাংস খা(ও)য়া যায়,কাকে কিন্তু খা(ও)য়া দায়,
উগারিতে হবে সে তখনি।
বমন হইয়ে যাবে, কিছু না পেটেতে রবে,
কিম্বা প্রাণ নিয়ে টানাটানি॥
আর এক কথা এই, মন্ত্র ত এমন নেই,
যাতে তোমা বাঁচাইতে পারি।
যে দিন মরার কথা, কভু না হবে অন্যথা,
সেথা নাহি চলে জারিজুরি॥
এক পরামর্শ আছে, সত্য যদি কর কাছে,
তবে তাহা বলি হে তোমায়।
যত দিন বিবাহের, হয় ধার্য্য পুত্রের,
তত দিন নাহি কিছু দায়॥"
অভয়চরণ বাণী, কহে তবে যোড়পাণি,
"ভাল, বল, কিবা আজ্ঞা শুনি।
পালিবার যদি হয়, পালিব সে সুনিশ্চয়,
কিবা ভয়, অয়ি সুযৌবনি॥"

আতর কহিছে তবে, “শুন সার বাণী এবে,
যাহাতে সুরাহা কিছু হবে।
কোন ক্লেশ নাহি ইথে, অনাসে পার করিতে,
বল করিবে কি না করিবে॥
যতদিন টাকা দিতে, না পারিবে কোন মতে,
রবে সে চাকর হয়ে মোর।
যখনি সুধাব যাহা, অমনি পালিবে তাহা,
মনে কিছু না হয়ে কাতর॥”
অভার শরীরে তবে, ঘাম দিয়ে জ্বর যাবে,
এমনি লক্ষণ যেন দেখি।
হাসিয়ে সে অভা বলে, “এতে মন খুব চলে,
আছি রাজী শুন লো সুমুখী॥
তোমার চাকর হ’ব, তোমারে মুনিব ক’ব,
ইহা হতে কিবা ভাগ্যজোর।
আমি ত কি তুচ্ছ, হায়, কত মহারাজচয়,
সেবেছে লো ঐ পদ তোর॥”
এইমত যুক্তি হয়ে, যায় কলহ মিটিয়ে,
ঋণদায়ে অভা বেশ্যাদাস।
বেল্লিকের রামায়ণ, অতি অদ্ভুত কথন,
পাঠমাত্রে যাহে স্বর্গে বাস॥

দ্বিতীয় কাণ্ড।

(লীলাখেলা—বাবুর ম্যারেজ।)

আতরমণির মহিমা বর্ণন।

ধন্য ধন্য ধন্য বাবু অভয়চরণ।
কায়স্থ-কুলেতে তুমি একটি রতন॥
তব সম পুণ্যবান্ নাহিক নিরখি।
আদর্শ মহাত্মা তুমি,—যাবে নাম রাখি॥
হইলে যে বেশ্যাদাস তুমি ঋণদায়ে।
কার সাধ্য বলে কিন্তু তোমারে তা গিয়ে॥
সরস্বতী-বরপুত্র তুমি সে সাক্ষাৎ।
একদণ্ডে বুঝাইয়ে, করিবে তফাৎ॥
অবাক্ মানিবে সবে কথাতে তোমার।
কথাতে তোমার কাছে কেবা পাবে পার॥
এমনি বুঝাবে তারে করে দিবে জল।
জগতেতে বুদ্ধি যার তারি ত সে বল॥
পাঠক-পাঠিকাগণ শুন দিয়া মন।
অতঃপর ঘটিল যা অপূর্ব্ব ঘটন॥
অভারাম বেশ্যাদাস যে দিন হইল।
সেইদিন(ই) কেহ তারে জিজ্ঞাসা করিল॥

"হাঁ হে বাবু এ কি দেখি, তুমি বেশ্যাদাস?
কেন হেন সংঘটন কর ত প্রকাশ॥
বড় লজ্জাকর এ যে অতি ঘৃণ্যকাজ।
কি এতে বল ত তোমা কহিবে সমাজ॥
এমন নীচের কর্ম্ম কিছু ত সে নাই।
কি হেতু এ কর্ম্মে বল, তুমি এলে ভাই॥
তোমার না হয় লজ্জা করিতে এ কাজ।
মোরা কিন্তু বড় ব্যথা পাই মনোমাঝ॥
কায়স্থ-কুলেতে তুমি নিয়েছ জনম।
এই কি হে তব যোগ্য হয় সে করম॥
যদ্যপি পেটের জ্বালা এতই তোমার।
ভিক্ষা কেন নাহি কর ফিরি দ্বার দ্বার॥
তা হলেও এতটা ত নীচতা না হয়।
এর চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয় সুনিশ্চয়॥

মোরা শতবর্ষ যদি নাহি পাই খেতে।
তথাপি প্রবৃত্তি নাহি হয় এ কার্য্যেতে॥
ছেড়ে দাও হেন কার্য্য ধরি ভাই পায়।
আর যে কিছুতে মোরা বাঁচি না ঘৃণায়॥
বড় ঘৃণা হইতেছে অন্তরে মোদের।
আর যেন দেখিতে এ নাহি হয় ফের॥''
এত যদি সেই ব্যক্তি বচন হে দিল।
হাসিয়ে তবে ত অভারাম সে কহিল॥

''এত যদি লজ্জা ভাই হয় তোমাদের।
ভুলেও এ পথে নাহি এসো আর ফের॥
এলেই এ পথে ইহা হবেই দেখিতে।
কিছুতে আমি ত ইহা নারিব ছাড়িতে॥
আর এক যুক্তি ভাই অতি চমৎকার।
এতই অসহ্য যদি হয় হে তোমার॥
থালায় রাখিয়া জল মর গিয়া ডুবে।
কোন জ্বালা আর মনে পাইতে না হবে॥
তোমরা কোমলপ্রাণ সবে বা কেমন।
মঙ্গল নিশ্চয় যদি হয় হে মরণ॥
'লজ্জা' যে বলিছ, কেন কিসের বা লজ্জা!
তুমি যে দেখি হে বড় করিতেছ মজা॥
বেশ্যাদাস হইয়াছি এই ত হে দোষ।
ইহার কারণে কেন কর এত রোষ॥
বেশ্যাদাস কলিকালে কোন্ বেটা নয়।
বেশ্যার গোলামী কে না পছন্দ করয়?
কেহ বা লুকায়ে করে কেহ বা দেখায়ে।
সবাই ত বেশ্যাদাস জগৎ ব্যাপিয়ে॥
ঘর থেকে টাকা এনে ঢালে বেশ্যা-পায়।
নিজ প্রাণ বলি কেহ দেয় বেশ্যা দায়॥
থাকিতে ঘরেতে নারী পরেতে যে রত।
কেন বল দেখি হেন ঘটে অবিরত॥

বেশ্যার গোলামী শুধু বাসনা সে মনে।
যা কিছু করয় তারা গোলামী-কারণে॥
চরণ সেবিছে কেহ মন পাবে বোলে।
মন পেতে কেহ বা গুয়ের সরা ফেলে॥
খাওয়ায়ে দেয় অন্ন সে ত থোড়া কাজ।
আরো হেন সাধ যাহা কহিতেও লাজ॥
আমি ত বাজার করি খাতা রাখি আর।

বিছানাটা কোরে নয় দিই একবার॥
তামাক নিজেও খাই, তারেও খাওয়াই।
এতে লজ্জা কিবা, কিবা ভার বোঝা ছাই॥
জঘন্য ইতরপণা কাজ যে সকল।
তাহা ত না করি আমি, করি এই কেবল॥
অধিকন্তু টাকা এতে নাহি হয় দিতে।
বিনা খরচায় বাস বেশ্যা-আলয়েতে॥
সাক্ষাৎ স্বর্গের দ্বার ভাবে লোক যায়।
কতই খরচা করে যাইয়ে সেথায়॥
হেন বেশ্যালয়ে আমি বিনা অর্থব্যয়ে।
দেখ না কেমন থাকি মজাটী করিয়ে॥
হেন থাকা অপছন্দ কি হেতু তোমার।
কাজ ত কিছুই আমি না করি নিন্দার॥
সার্থক জনম যেই লইয়াছি আমি।
তেঁই ত এ হেন স্থানে হের মোরে তুমি॥

আরো এক কথা শুন, অতি চমৎকার।
শুনিলে সে কথা হবে লোমাঞ্চ তোমার॥
স্বপ্নে জ্ঞাত হইয়াছি এক নিশিযোগে।
সাক্ষাৎ শ্রীঅন্নপূর্ণা ইনি কলিযুগে॥
শাপেতে এ বেশ্যারূপে মর্ত্যে অধিষ্ঠান।
এরে সেবি অন্তে আমি যাব মোক্ষধাম॥
থাকে তব ভাগ্যে সেবা তুমিও করিবে।
এমন সুযোগ নাহি কদাচ ছাড়িবে॥
মহামায়া পূজি যদি থাকে কিছু ফল।
আতরমণিরে তবে পূজ অবিরল॥
ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে ত তা হলে।
কি হেতু এ দিন বল কাটাও বিফলে॥
দেখ দিন বয়ে যায়, ধরম-করম।
কবে আর করিবে বা গেলে এ জনম॥”
অবাক্ সে জন শুনি অভার এ বাণী।
ভাবিল বুঝি বা সত্য হবে এ কাহিনী॥
মনেতে তখন তারো উঠে এ চিন্তন।
“আমি বা ফাঁকেতে সত্য পড়ি কি কারণ॥”
অতঃপর সেইজন হয় বেশ্যাদাস।
বেল্লিকের রামায়ণ অদ্ভুত প্রকাশ॥

আতর ও অভারাম।

অতঃপর অভারাম এ দিকেতে তবে।
যায় সে আতর-পাশে মগ্ন মহাভাবে॥
কহে যত বিবরণ নিকটে তাহার।
শুনিয়ে আতর-মনে আনন্দ অপার॥
বলে, "ভাল, ভালবাস তুমি সে আমারে।
তাই সে বাড়াও তুমি মোরে এত কোরে॥
আমিও করিব তব কাজ সে কিঞ্চিৎ।
যাহে মম কৃপায় সে না হও বঞ্চিত॥
মরি যদি আমি, তুমি জীবিত থাকিতে।
করিব উইল আমি তোমার নামেতে॥
যতেক বিষয় এই আছয় আমার।
সকলি করিব আমি নামেতে তোমার॥
থাক তুমি মোর কাছে যেও না কোথাও।
দেখ সুখভোগ কিছু পাও কি না পাও॥
এত করি মোরে তুমি বাড়ালে যখন।
নিশ্চয় করিব কিছু মনের মতন॥
দুধে আঁচাইবে তুমি, ঘোলে শৌচ হবে।
দেখে সুখ, লোকে দম ফাটিয়ে মরিবে॥"
অভা বলে, "দয়াবতী বটে সে এমনি।
তুমি লো সুন্দরী নারীকুল-শিরোমণি॥"

বলেছ যে মুখে এই, মানি ভাগ্য বলে।
এ হতে বা সুখ মম কি হবে কপালে॥
আমি সে অধম অতি, পুরুষ-কুলেতে।
মম সম জনে কৃপা কে করে জগতে॥"
কহিল আতরমণি, তবে এই বাণী।
"কে বলে অধম তোমা তুমি অতি জ্ঞানী॥
রেখেছ আমার মান তুমি সে যখন।
আমিও তোমার মান করিব রক্ষণ॥
ভালবাসিলেই তারে ভাল লোকে বাসে।
ঘৃণাকারী জনেই উড়ায় উপহাসে॥"
এইরূপে পরস্পর বাক্যালাপ হয়।
বেল্লিকের রামায়ণ অতি রসময়॥
মাস দুই চারি পরে এই ঘটনারি।
হইল ম্যারেজ ধার্য্য বেল্লিক রামেরি॥
উলো বোলে আছে এক গ্রাম বাঙ্গালায়।

বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ এক আছয় সেথায়॥
নাম তার বৃহচ্চক্ষু রুদ্র না কি হয়।
তারি কন্যা ‘অভাগিনী’ নামটি ধরয়॥
সেই অভাগিনী সঙ্গে বেল্লিকরামের।
হইল বিবাহ, মধ্যে অত্যল্প কালের॥
হায় অভাগিনী তব কি জোর কপাল।
তেঁই সে নাগর আজি পেলে এ গোপাল॥

রূপে গুণে একাধারে যোগ্য এ যেমন।
কে কোথায় কবে কার পেয়েছে এমন॥
কতই না সুখী তুমি হবে অতঃপর।
তোমার সমান সুখী কোন্ নারী নর?
না হিংসিলে বাঁচি কেহ তোমার সে সুখ।
ফাটিবে হয় ত কত রমণীর বুক॥
না জানি বসিয়ে কোন্ পাঁশ-বনে হায়।
করিলে তপস্যা তুমি পাইতে ইহাঁয়॥
গোবরের নৈবিদ্য দিয়েছিলে নিশ্চিত।
গোবরগণেশ পতি তেঁই নির্দ্ধারিত॥
অতঃপর শুন ভাই কহি বিবরণ।
পিতা এর বৃহচ্চক্ষু মানুষ কেমন॥

কন্যার নিমিত্ত বৃহচ্চক্ষু রুদ্রের
পাত্র অন্বেষণ।

বৃহচ্চক্ষু রুদ্র নাম, উলো গ্রামে হয় ধাম,
আছয়ে কিঞ্চিৎ জমিদারী।
না হলেও প্রকাণ্ড সে, গণে বটে তবু দশে
দেশে খ্যাতি বিস্তর তাঁহারি॥
মহাশয় বলি তাঁরে, সবে সমাদর করে,
লেখা-পড়া-জানা বিচক্ষণ।

নাহি স্বভাবের দোষ, নাহি রিপু হিংসা রোষ,
ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজন॥
একমাত্র কন্যা তাঁর, নাহি অন্য পুত্র আর,
সেই কন্যা পাত্রস্থ হইবে।
সুতরাং দেখে শুনে, বহুতর অন্বেষণে,
সেই পাত্র আনিতে ত হবে॥
এ গ্রাম সে গ্রাম করি, কত পাত্র চক্ষে হেরি,
পছন্দ কোনটি কিন্তু নয়।
অবশেষে অন্বেষিতে, আসেন এ সহরেতে,
ফিরিলেন কলিকাতাময়॥
ঘটক ঘটকী যত, দেখাইল পাত্র কত,
বড় বড় ঘরোয়ানা ঘরে।
হলো না কারেও মন, অবশেষে যা লিখন—
পছন্দ করেন বেল্লিকেরে॥
সকলে বারণ তাঁরে, করিল দিতে এ ঘরে,
বলিল, "হাবাতে এরা অতি।
দিও না এ ঘরে মেয়ে, মরিবে না খেতে পেয়ে,
বাপ হয়ে করো না এ মতি॥
বাড়ী ঘর সব গেছে, গাছতলাতে যে আছে,
ভাড়াবাড়ী গাছতলা সে ত।
এমন স্থানেতে মেয়ে, দিতে চাও কি বুঝিয়ে,
দেখে শুনে মোরা মর্ম্মাহত॥"

বৃহচ্চক্ষু মহাশয়, তদুত্তরে এই কয়,
"বটে গাছতলে বাস করে।
কিন্তু কালে এই ছেলে, এই সে গাছেরি তলে,
বানাইবে অট্টালিকা পরে॥
দেখিতেছ আর যত, অট্টালিকা-অবস্থিত,
ভাঙ্গি অট্টালিকা বুদ্ধিদোষে।

গাছের তলেতে বাস, করিবেক বার মাস,
বড় ঘরে ছেলে সর্ব্বনেশে॥
অতএব মিছে কহে, না জ্বালাও তোমরা হে,
যা বুঝেছি কোরেছি তা আমি।”
সুতরাং তারাও সে, কোন কথা নাহি ভাষে,
যা করে করুক অন্তর্যামী॥
“কপালে লিখন যাহা, কে করে খণ্ডন তাহা,”
এই হেতু কহে তা সবাই।
বেল্লিকের বিয়ে হল, বল ভাই হরি বল,
এমন কাহিনী আর নাই॥
চারিটি হাজার টাকা, গহনা ও রোক টাকা,
পায় অভারাম এ বিবাহে।
অব্যাহতি ঋণদায়, কিছু কাল সুখে যায়,
তার না আপদ কিছু রহে॥

সৌভাগ্য।

দিন কত খুব মজা পুন অভারামে।
আবার কাটায় দিন মহা খোশ্ নামে॥
সবে বলে ভাগ্যবান্ অভারাম অতি।
কেমন গুছায়ে পুন নিল সে ঝটিতি॥
ভিতরের কথা কিছু নাহি যারা জানে।
তারা ভাবে এত টাকা, কত মজা প্রাণে॥
কিন্তু ঋণদায়ে তার যায় যে সকল।
কেহ নাহি জানে, জানে সেই সে কেবল॥
পেয়েছিল চারিটি হাজার টাকা বটে।
মগদে অর্দ্ধেক কিন্তু পেয়েছিল মোটে॥
অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অলঙ্কার পায়।
দুহাজার টাকা কিন্তু ঋণদায়ে যায়॥
সুদ তবু না মিটিল এক কড়াকড়ি।
সুদের বদলে দাস আজো বেশ্যাবাড়ী॥
অন্য অন্য খরচ যা হয়েছে বিবাহে।
তাতেও দু তিন শত টাকা ঋণ রহে॥
এ সব টাকাও সে আতরমণি দিল।
তাতেও অভার ভাগ্যে গোল না মিটিল॥
সুদের টাকাতে যোগ এই টাকা করি।
বেবাকে পাঁচটি শত রহে ঋণ ফিরি॥

কহিল আতর, "থাক্ এইগুলি বাকী।
এ কারণ নাহি আর হবে বকাবকি॥
অপিচ দশটি করি টাকা মাসে পাবে।
এই সে গোলামী হেতু মাহিনা হিসাবে॥
এমন গোলাম আর কোথা আমি পাব।
কিছুতে তোমারে আমি নাহি ত ছাড়িব॥
করিবেক কাজ যদি যোগাইয়ে মন।
অবশ্য শেষেতে কিছু হবে বিবেচন॥
বলেছি উইল আমি করিব বিষয়।
তোমার নামেতে শেষে জানিহ নিশ্চয়॥
তবে যদি বল কেন লই ঋণ শোধ।
সে কেবল আপেক্ষিক মনের প্রবোধ॥
তাহা ছাড়া এই জ্ঞান দানিতে তোমায়।
কখন মমতাশূন্য না হবে টাকায়॥
যতক্ষণ রবে প্রাণ ততক্ষণ টান।

কিছুতেই নাহি যেন হয় সমাধান॥
যখন জানিবে আর নিশ্চয় বাঁচি না।
তখন করিবে যাহা হয় বিবেচনা॥
জানি বটে তোমারেই দিয়ে ইহা যাব।
তবু হাতছাড়া কেন আগে হতে করিব॥
যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণ আশ।
হাত ছাড়ালেই তাহে করে ত নিরাশ॥”

এইরূপ বুঝাইয়ে রাখে অভারামে।
অভারাম(ও) দাঁও নাহি ছাড়ে কোনক্রমে॥
‘যা হবার হইয়াছে রটেছে ত নাম।
তবে আর লক্ষ্মী কেন ছাড়ে অভারাম॥
হেলায় হাতের লক্ষ্মী খোয়ায় যে জন।
নিশ্চয় বিপদাপন্ন হয় সেই জন॥
বার বার কত বার গিয়াছি ঠকিয়ে।
আর কেন ঠকি ছেড়ে দিয়ে হাতে পেয়ে॥
এবে দশ দশ টাকা প্রতি মাসে মাস।
অর্শিলে উইল সে ত আছে বারমাস॥
এইরূপ চিন্তা অভা করি মনে মনে।
বাহাল রহিল সেই কাজে সেইখানে॥
কিন্তু খেতে পাঁচ সাতজন সে সংসারে।
কেমনে সংসার সেই চলে সুশৃঙ্খলে॥
এক একখান করি যত অলঙ্কার।
তাহাও পড়িল বাঁধা সে বধূমাতার॥
লোকমুখে শুনে বার্ত্তা বধূর সে পিতা॥
লইয়ে গেলেন কন্যা নিজালয়ে সেথা॥
সকল গহনা গেছে সকল বসন।
গেল কন্যা কাছে তার প্রায় বিবসন॥
নাহি পেয়ে যথারীতি করিতে আহার।
শরীরে হয়েছে শীর্ণ অতি কদাকার॥

দেখিয়ে সে বৃহচ্চক্ষু কন্যার দুর্গতি।
ভাবে মনে অতঃপর হয় কি যুকতি॥
যা হবার হইয়াছে, তার জন্যে কিবা।
এখন জামাই কিসে বাঁচে চাহি ভাবা॥
চতুর্থ ক্লাসেতে মোটে পড়ে ত বালক।
কেমনে উন্নতি তার হয়,—কে চালক॥
অবস্থা পিতার তার এরূপ যখন।
নিশ্চয় সাহায্য কিছু হয় প্রয়োজন॥

ভাবি এইরূপ ক্রমে পিতায় তাহার।
লিখিলেন পত্র এক করিয়ে বিস্তার॥
প্রতিমাসে পনেরো কি কুড়ি টাকা করি।
দিবেন জামাই তরে অঙ্গীকার করি॥
বলিয়া পাঠান এক রাখিতে শিক্ষক।
যাহাতে অচিরে কিছু শিখে সে বালক॥
পেয়ে সেই পত্র অভা অতি হৃষ্টমন।
ভাবে সেই টাকা হেথা আসে কতক্ষণ॥
বলা সে বাহুল্য টাকা আসিলও ক্রমে।
অতুল আনন্দ প্রাণে হয় অভারামে॥
সৌভাগ্য-সঞ্চার হেন হয় সে অভার।
ধরায় পড়ে না আর পদ ত তাহার॥
শিক্ষক রাখিল নাম মাত্র একজন।
তিনটি করিয়ে টাকা দানিয়ে বেতন॥

অবশিষ্ট যাহা, যায় পেটের গর্ত্তেতে।
সঙ্কুলান তবু কিন্তু নাহি কোন মতে॥
নিত্য নাই নাই রব, নিত্য পুন ঋণ।
কিছুতে আবার তার নাহি চলে দিন॥
এদিকে ওদিকে ঋণ হয় পুনর্ব্বার।
আতর আর ত টাকা নাহি দেয় ধার॥
কে জানে কি মনোভাব আতরের এবে।
আজকাল অভারে সে শত্রু যেন ভাবে॥
বলে "যাহা পাই আমি কাছেতে তোমার।
না দাও না দিবে তুমি, চাই না আবার॥
কিন্তু না রাখিব আর তোমারে ত বাড়ী।
আজি হতে খসাইয়ে নিলাম চাকরী॥
চাকরের প্রয়োজন না আছে আমার।
নাহিক এ বাড়ী তুমি মাড়াইবে আর॥
যদি ভুলিয়েও আর প্রবেশ হেথায়।
নিশ্চয় পুলিসে আমি দিব ত তোমায়॥"
শুনি বাণী বজ্রাঘাত সম অকস্মাৎ।
ঘরে গিয়ে অভারাম হয় চিৎপাত॥
বলে, "হায় হায় মোর এ কি সর্ব্বনাশ।
তাড়ায় আতরমণি করিয়ে নিরাশ॥"
কত আশা আগেতে সে দিল যে আমারে।
এই কি সে পরিণাম, ফেলে দুঃখনীরে॥

কায়স্থ-সন্তান হয়ে বেশ্যার গোলাম।
ভাল নাম রাখিলাম, ভাল করিলাম॥
তাহাও আবার গেল—কাজ সে গোলামী
দিল তাড়াইয়ে দিয়ে আক্কেল-সেলামী॥
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ জীবনে আমার।
বাঁচিয়ে কি সুখ মোর আছে বল আর॥
এমন বাঁচার চেয়ে মঙ্গল মরণে।
রাখিব এ প্রাণ আর কোন্ প্রয়োজনে॥"
এরূপে বিলাপ দুঃখ করি বহুতর।
অভারাম হইল যে অতীব কাতর॥
বেল্লিকের রামায়ণ মিষ্টরসে গোলা॥
যে শুনে কর্ণেতে তার মধু যেন ঢালা॥
শতবার বিলাত-গমন ফল পাঠে।
বিলাতী আনন্দ তার হয় একচেটে॥
রহস্য-পূরিত প্রাণ আরো সে রহস্যে।
হইবে পূরিত, দিন যাবে মহা হাস্যে॥
এই বেলা মন স্থির করি কর পাঠ
বেল্লিকগিরীর জ্ঞাত হবে আট-ঘাট॥
পারিবে বনিতে এক চূড়ান্ত বেল্লিক।
এমন সুযোগ যেই ছাড়ে তারে ধিক্॥

টেকচাঁদ শেঠ।

মধ্যেতে আশ্চর্য্য এক আছয়ে কাহিনী।
কহিতে হইবে মোরে সেটী যে এখনি॥
এই সহরেতে টেকচাঁদ শেঠ নামে।
বসতি করয়ে এক তাঁতি কোন স্থানে॥
ধনীর সন্তান সেই টেকচাঁদ হয়।
পিতৃ-বিয়োগেতে বহুধন প্রাপ্ত হয়॥
কিন্তু বহু বিপরীত দান ধ্যান কোরে।
একবারে ফোঁপরা সে হয় ত ভিতরে॥
কড়ার সম্বল আর নাহিক রহিল।
কেমনে চলিবে দিন ভাবনা পড়িল॥
বাহিরে প্রকাশ কিন্তু না করে কাহারে।
ঋণ করিয়েও মান রাখে ত বাহিরে॥
কিন্তু ক্রমে ক্রমে হেন হলো আওহাল।
পেটভরে খেতো দুটো সকাল বিকাল॥—
তাও নাহি পায় আর সদা ক্ষুধানলে।
ভিতরে ভিতরে বাবু মরে জ্বলে জ্বলে॥
দূরসম্পর্কীয় কোন ভাই এক ছিল।
দয়া করি সেই কিছু সাহায্য করিল॥
রোক চারি শত টাকা ব্যবসা করিতে।
দিল সেই ভাই ঐ টেকচাঁদ-হাতে॥

মণিহারী দোকান খুলিতে একখানি।
অনুমতি দেয় সেই ভাইটী তখনি॥
ভায়ের কথায় টেক শীঘ্র তাহা করে।
কিঞ্চিৎ লাভও দেখা গেল অতঃপরে॥
বড় ইচ্ছা তার পুনঃ করয় কাপ্তিনী।
সময়ের বন্ধু এক আইল অমনি॥
গলা ধরি তার কান্দে সেই টেকচাঁদ।
"কেমনেতে বল ভাই পূরে মনসাধ॥"
সে তারে কহিল এই—দানিল যুকতি।
"উপায় তোমারে এক বলি হে সম্প্রতি॥
তিন চারি পাঁচ করি প্রত্যহ এমন।
আনিব মানুষ হেথা নিত্য সে নূতন॥
বহুৎ সুহৃদ্ মম আছয়ে সহরে।
আনিব সে পালামত আমি সবাকারে॥
রবিবারে রবিবারে গাহনা-বাজনা।

অন্য অন্য দিনে মাত্র শুধু আনাগোনা॥
বসিয়ে খানিক ক্ষণ যাইবে চলিয়া।
‘খুব খাওয়া হয়েছে, আঃ!’ কথাটি বলিয়া॥
এক পয়সারো খাদ্য না হবে খা(ও)য়াতে।
অথচ প্রত্যহ যেন খায় সকলেতে॥
এমনি রকমখানা বাহিরে প্রকাশ।
রীতিমত ইজ্জত যে রবে সর্ব্বপাশ॥

প্রতিবেশী সবাই ভাবিবে এই কথা।
অবশ্য ভিতরে লক্ষ্মী আছে আজো গাঁথা॥
নতুবা কাপ্তেনি হেন কেমনে করিবে।
নিত্য দশে পাড়ে পাত, কোথা অর্থ পাবে॥
তবে যে পাড়ার লোকে, ডাকে না কারুরে।
তার অর্থ নিশ্চয় অবজ্ঞা এ সবারে॥
না হয় বলিবে হদ্দমুদ্দ অহঙ্করে।
কিবা ক্ষতিবৃদ্ধি তায়, বল না আমারে॥
গরীব পায় না খেতে, এ ত বলিবে না।
তবে আর তার জন্যে আছে কি ভাবনা॥”
বলে টেকচাঁদ তবে, “তাহা ত হইবে।
কিন্তু এরা আসিবে যে, কি স্বার্থে আসিবে॥
বিনা স্বার্থে কে কাহার দ্বারে বল যায়?
বল দেখি তাহার কি আছয় উপায়?
বিনা স্বার্থে আসিবে যে কেহ কার বাড়ী।
কোথায় আছয় হেন সাধু নর নারী?
কেমন আশ্চর্য্য কথা কহ তুমি ভাই।
স্বপ্নেও ত হেন বাণী কভু শুনি নাই॥”
কহে বন্ধুবর তবে “কর অবধান।
শুনিলে সকল ভ্রান্তি হবে সমাধান॥
দুই পয়সা মাত্র সেই প্রতি জনে জনে।
হবে দিতে ছিটে ছাটা সেবন কারণে॥

কালাচাঁদ সেবক যেথায় আছে যত।
ছিটে ছাটা পেলেই সে মহা আনন্দিত॥
তা হলেই করিবেক জয় জয়কার।
তুমি অনায়াসে কার্য্য সাধিবে তোমার॥
বাটীর বাহির তারা হইবে যখনি।
খোশ নামি তোমার সে করিবে তখনি॥
বলিবে দশের কাছে কোরে গলাবাজি।
হয় না কোথাও হেন, খেয়েছি যা আজি॥

দেখিয়ে শুনিয়ে সবে লেগে যাবে তাক্।
একেবারে রবে যেন হইয়ে অবাক॥"
বলিল সে টেকচাঁদ এই ত তখন।
"শুনিনু ত যাহা তুমি করিলে বর্ণন॥
কিন্তু এক কথা হয়, মধ্যেতে ইহার।
প্রত্যহ যে হয় ভোজ এত জনাকার॥
কোথা কিন্তু নিদর্শন তাহার সে মিলে।
ভাঁড় খুরি গেলাসাদি দুয়ারের কোলে?
মাছের আঁইস, পাতা, চাই ত পতিত।
নতুবা কেমনে ইহা হইবে প্রতীত?
একখানি লুচি-ছেঁড়া কিম্বা তরকারী।
নাহি দেখা যায় পোড়ে আছে দ্বারে যারি॥
সে যে প্রতি রাত্রে ভোজ দেয় দশজনে।
কে করে বিশ্বাস বল, এরূপ বর্ণনে?

কোনরূপে কায়ক্লেশে চলে নিজ দিন।
কেমনে ম্যানেজ্ ইহা করি একদিন॥
অধিক দিনের কথা সে ত জুঁদা বাত।
এক দিনেতেই মোরে করিবে যে কাৎ॥
বাহিরে নমুনা যদি প্রত্যক্ষেতে দেখে।
তবে ত বিশ্বাস সবে করিবে আমাকে॥
নতুবা বলিবে, "একদম্ ফকিকারি।
কেবলি ভড়ং চাকচিক্য সে উপরি"॥
বলে সেই বন্ধু তবে "শুন মতিমান্।
আছয় উপায় এক মিলিত প্রমাণ॥
চুপি চুপি ডাকি এক ঝাড়ু-বর্দারে।
বন্দোবস্ত সঙ্গে তার রাখ কিছু কোরে॥
প্রতি রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে।
যেথা যত কর্ম্মবাড়ী আছে সহরেতে॥
সকল বাড়ীর দ্বার হইতে তুলিয়া।
আনিবে সে নিদর্শন তোমার লাগিয়া॥
তোমার বাড়ীর দ্বারে করি জমেয়াত।
রাখিবে তাবৎ, নহে যাবৎ প্রভাত॥
প্রভাত হলেই যত লোক সে জাগিবে।
তোমার বাড়ীর দ্বারে ঐ সব দেখিবে॥
দেখিয়াই মনে মনে করিবেক স্থির।
নিশ্চয় হয়েছে ভোজ মধ্যেতে রাত্রির॥

নতুবা এ সব কেন রহিবে পড়িয়া।
ভাঁড় খুরি গেলাসাদি ব্যঞ্জন করিয়া॥
সপ্তাহে পয়সা দুই হইবে ত দিতে।
এর জন্যে চিন্তা আর বল কিবা চিতে॥।
অল্পে খোশ্‌নামি হবে, পাবে বহু মান।
কেহ নাহি জানিবে ত ভিতর সন্ধান॥
খাও বা না খাও কিছু নাহি পাও খেতে।
যা কেন হোক্‌ না তব অবস্থা ঘরেতে॥
না চাবে জানিতে কেহ সে সব সন্ধান।
বাহ্যিক দেখিয়ে শুধু লইবে প্রমাণ॥
কাপ্তেন সে বড়গোছ্‌ সবাই ভাবিবে।
দাও বা না দাও কিছু তবু যশ গাবে॥
ভয়েতে সহজে কেহ না ঘেঁষিবে কাছে।
অথচ ভিতরে দেখ সকলি সে মিছে॥”
“ভেল মোর ভাই” বলি তবে টেকচাঁদ।
বেষ্টন করিল বাহু বেড়ি তার কাঁধ॥
বলিল বিপুল খুসি হইয়া তখন।
“বলেছ যা তুমি মিথ্যে নহে কদাচন॥
সপ্তাহেতে আনা চারি একটাকা মাসে।
খরচ করিলে যশ হতে পারে দেশে॥
এতু অল্পে এত মান কেবা আর পাবে।
কাহার ঘটেতে বল এ বুদ্ধি যোগাবে?

তুমি যাই ছিলে ভাই, করিলে উপায়।
বেল্লিকের রামায়ণ কত গুড় হায়!

অভারাম ও টেকচাঁদ সংবাদ।

অতঃপর শুন ভাই যাহা সে ঘটিল।
টেকচাঁদে অভারামে পথে দেখা হৈল॥
আতরমণির বাড়ী গোলামী কারণে।
কত কথা যে জন শুনায় অভারামে॥
সেই জন হয় এই টেকচাঁদ শেঠ।
নানা বুদ্ধিবলে যেই মোটা করি পেট॥
অভারাম-মুখে শুনি আতর-মহিমা।
গুণের তাহার নাহি পায় ত সে সীমা॥
যায় লুকাইয়ে ক্রমে নিকটে তাহার।
চেষ্টা করি মজাইল মন সে বামার॥
পড়িল অভার তবে বাড়াভাতে ছাই।
আতরের মন আর তাহাতে ত নাই॥
কাছে যদি যায় অভা তাহার এক্ষণে।
তাড়ায় গলায় হাত দিয়ে দরোয়ানে॥
তুই খেতে না দিলে কি খেতে নাহি পাবো।
ঈশ্বরের রাজ্য আমি কি হেতু ভাবিব॥

পড়িল অভার তবে বাড়া ভাতে ছাই।
আতরের মন আর তাহাতে ত নাই॥
কাছে যদি যায় অভা তাহার এক্ষণে।
তাড়ায় গলায় হাত দিয়ে দরোয়ানে॥
“হায় হায় কি হইল, এ কি সর্ব্বনাশ।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দারুণ হুতাশ॥
কে আছ গো দয়াবান্ পর-উপকারী।
মিলায়ে আতর মোরে দেহ ত্বরা করি॥
নতুবা এ পাপপ্রাণ রাখিব না ঠিক।
এ ছার জীবনে মোর ধিক্ শত ধিক্॥”
এইরূপ বহুতর করিছে বিলাপ।
তাভারাম মনে তার পেয়ে বহু তাপ॥
এ দিকে ঘটনা এক হইল আবার।
নালিশ করিল নামে যত পা(ও)নাদার॥
সব দিকে বজ্রাঘাত হলো একেবারে।
ভাবিয়া না পায় অভা কি তখন করে॥
বিপদ একক নাহি আসে কদাচন।
চারিধার হতে তার হয় ত বেষ্টন॥
সুখ আসে সত্য বটে অতি ধীরে ধীরে।

দুঃখ কিন্তু চেপে এসে পড়ে একেবারে॥
আটে পিঠে বাঁধন তাহার সদা পড়ে।
সে জ্বালা ভুঞ্জিতে সবে হবে হাড়ে হাড়ে॥

কি করি, উপায় নাহি পায় ত ভাবিয়ে।
কাঁদে অভা, ভাবে আর গালে হাত দিয়ে॥
বেল্লিকের রামায়ণ অপূর্ব্ব যে অতি।
যে পড়ে সকায়ে তার হয় স্বর্গে গতি॥

তৃতীয় কাণ্ড।

নালিশী হাঙ্গামা—কলেজে নলেজ।

না দেয় আতর টাকা আর ত এখন।
এখন দিতেছে ঋণ অন্য কোন জন॥
টেকচাঁদ শেঠের সে হয় ত বান্ধব।
টেকচাঁদ ব্যাপার যা বলিয়াছে সব॥
তাহাতেই বুঝেছে সে, অভারাম তারে।
কিছুতে টাকা ত নাহি দিবে পুনঃ ফিরে॥
সুতরাং নালিশ সে করে নামে তার।
ঋণদায়ে অভা তবে যায় কারাগার॥
সেথায় থাকিয়ে অভা মরে যে জেলেতে।
দুঃখিনী অভার পত্নী ভাসে অকূলেতে॥
সংবাদ পৌঁছিল গিয়ে বৈবাহিক স্থানে।
"বৈবাহিক বন্দোবস্ত করুন্ এক্ষণে॥
নিতান্ত অভদ্র নহে সেই বৈবাহিক।
ত্বরায় উপায় তিনি করিলেন ঠিক॥
যাহা কিছু সাংসারিক খরচ তাঁদের।
সকলি দিবেন তিনি সহ আনন্দের॥

অধিকন্তু দিতেছেন তিনি বরাবর।
অবগত সকলি সে হবে অতঃপর॥
বেল্লিক এন্ট্রান্স পাশ দিল এইবার।
শ্বশুরের মনে জন্মে আনন্দ অপার॥
মনের আনন্দে তিনি পাঠান যে টাকা।
কিছুতে মনেতে তার নাহি জন্মে ধোঁকা॥
আশাই এ দুনিয়ার একমাত্র বল।
আশাতেই বাঁচে যত মানুষ সকল॥
আশাতেই বৃহচ্চক্ষু দেয় যত টাকা।
আশাতেই তাহারে বানাইল বোকা॥
কলেজে নলেজ্ ক্রমে পায় সে জামাতা।
দ্বিগুণ উৎসাহে টাকা পাঠান্ ত হেথা॥
কপালে আগুন কিন্তু লাগিল যে তার।
শুকাতে আরম্ভে তার তরু যে আশার॥
দিন দিন বেল্লিকের হয় নীচ মতি
লুকায়ে লুকায়ে বেশ্যালয়ে করে গতি॥

মায়েরে পীড়ন করি টাকা কাড়ি লয়।
মা যদি বলেন কিছু প্রহার করয়॥
জননীরে কহে "আরে, পাপিষ্ঠা জননী।
নাহি জান কার টাকা খাইতেছ তুমি॥
এই যে পাঠায় টাকা শ্বশুর আমার।
বল দেখি পাঠান্ এ নিমিত্তে কাহার?

তোমাদের শোর-পেটে খাবার যোগাতে।
নিশ্চিত দেন না তিনি জানিহ মনেতে॥
আমারে রাখিতে সুখে বাসনা সদাই।
পাঠাইয়ে টাকা মোরে দেন তিনি তাই॥
আমার টাকায় আমি করিব যা খুসী।
কি সাধ্য বকিস মোরে তুই বেটী দাসী॥
লজ্জা নাহি হয় মনে একটুও তোর।
হেন ভাবে ফাঁকি দিয়ে খেতে টাকা মোর॥
মোর বিদ্যে শিখিবার খরচ যা আসে।
সেই টাকা তুই কি না দিস্ নিজ গ্রাসে॥
আগুন লাগে না তোর অমন পেটে কি।
গলাতে লাগাতে ফাঁসি দড়ি জোটে না কি॥
না হয় দিতেছি আমি কিনিয়ে আপনি।
মর গিয়ে গলে দড়ি দিইয়ে এখনি॥
সকল আপদ শান্তি হইবে আমার।
তোমারো ঘুচিবে জ্বালা দুঃখে পাবে পার॥
বড়ই পাপিনী তুমি জানিয়াছি আমি।
এত কষ্ট কেনই বা নাহি পাবে তুমি॥
তোমারে বিবাহ করি বাবা সর্ব্বস্বান্ত।
অবশেষে জেলে গিয়ে হয়েন প্রাণান্ত॥
চার পাঁচ ছেলে আরো রয়েছে ত তোর।
তাহাদের নে না টাকা কেন নিস্ মোর॥

যদি এ বলিস, টাকা কোথা তারা পাবে।
দে না কেন তাহাদের বিয়ে, টাকা হবে॥
সাফ্ কথা বলিতেছি তোমারে গো আমি।
আজ হতে নিজ পন্থা দেখ গিয়া তুমি॥
আমার ও টাকা হতে যদি তুমি খাবে।
নিশ্চিত একটি চড়ে প্রাণ তব যাকে॥
বেঘোরে যদ্যপি প্রাণ না হারাতে চাও।
এই বেলা যে যাহার পথ দেখে নাও॥
নতুবা বাধাব আমি কাণ্ড সে তুমুল।

কেন বল কেলেঙ্কারি হবে হুলস্থূল॥”
শুনিয়ে পুত্রের বাণী জননী অবাক্।
ভ্যাবাচ্যাকা লাগে যেন হয়ে যায় তাক্॥
বলে “হ্যাঁরে হতভাগা সন্তান আমার।
এই কি উচিত কথা হইল তোমার॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার জীবনে।
নতুবা এমন পুত্র হবে কি কারণে॥
পুত্র কয় জননীরে হেন কুবচন।
মোর চেয়ে হতভাগী আছে কোন্ জন॥
ভাল, আর না খাইব টাকাতে তোমার।
ভাল শুধিলি রে ধার অভাগী মাতার॥
আমি যে পাপিষ্ঠা তার কিছু ভুল নাই।
নতুবা কি, হেতু বল্ এত কষ্ট পাই॥

অবধি কষ্টের নাহি রহিল আমার।
সমুদ্রপ্রমাণ কষ্ট চৌদিকে বিস্তার॥
নাহি জানি কেমনেতে পার পাব ইথে।
নাহি জানি কত আরো আছে কপালেতে॥
হয় ত তুই রে ক্রমে এত বদ্ হবি।
জুতায় ছিঁড়িয়ে মুখ তুই মোর দিবি॥
তা হলেই চূড়ান্ত সে হইবে দুঃখের।
অথবা তাতেও শেষ না হবে ক্লেশের॥
পথে পথে গালি খেয়ে বেড়াইতে হবে।
যাহার যা খুসীমোরে তাই বোলে যাবে॥
তুই সে পেটের ছেলে এমন যখন।
অন্য পরে বলিবে কি আশ্চর্য্য এমন॥
সকলি সম্ভবপর এ মোর কপালে।
যা আছে নিশ্চয় তাই হবে পোড়া ভালে॥
দশমাস দশদিন ধরিনু জঠরে।
এত কষ্ট সহি, হায় আমি যে তোমারে॥
কিবা ফল পাইলাম তাহার বা আমি।
এরূপেতে জ্বালা যদি নাহি দাও তুমি॥
সার্থক তোমারে বাবা ধরিয়াছি পেটে।
তেঁই সে শুনাও তুমি হেন মিঠে মিঠে॥
শীতল হইল অঙ্গ বাছা রে আমার।
পুত্র বিনা কে শুনায় এত সাধ্য কার॥

ভাল, যাহা ইচ্ছা তুমি কর বাছাধন।
নিশ্চিত অন্যত্র আমি করিব গমন॥

ভিক্ষা করি তোমার পিতায় খা(ও)য়ায়েছি।
ভিক্ষাধনে তোমাদের মানুষ করেছি॥
এবে বড় হইয়াছ তুমি রে বাছনি।
অবশ্য করিয়ে ভিক্ষা খাইবে জননী॥
কিবা মান অপমান আমার আছয়।
যার মান সে রাখে নি, তবে কিসে ভয়॥
এখন তোদের মানে আমি সে মানিনী
তোরা যদি না মানিস্ কি তাহে কাঁদুনি॥
স্বচ্ছন্দে করিয়ে ভিক্ষা উদর পূরণ।
পারিব করিতে আমি চিন্তা কি এমন॥
থাক তুমি টাকা লয়ে, লইয়ে শ্বশুর।
তুমি রে পাপিষ্ঠ পুত্র, পুত্র না শত্তুর॥
এই চলিলাম আমি লয়ে এ সকলে।
যে দিবে আশ্রয় আমি যাব তারি স্থলে॥
এত বড় দুনিয়ার সব গরু নয়।
মানুষ কেহ না কেহ আছয়ে নিশ্চয়॥
তুই খেতে নাহি দিস, খেতে কি না পাব।
ঈশ্বরের রাজ্যে আমি কি হেতু ভাবিব॥
সুখে কেটে যাবে দিন তুই রে দেখিবি।
দেখিয়ে অবাক্ হয়ে গালে হাত দিবি॥

মনে যা ভাবিস্ তুই, নিশ্চয় তা নয়।
সবাকার অন্নদাতা সেই জন হয়॥
সে বিনে কেহই কারে না দেয় খাইতে।
মানুষ মাত্রেই খায় তাঁহার কৃপাতে॥
ছোট ছোট ভাইগুলি নাহি চাস্ মুখ।
তুই রে পাষণ্ড তাই দিতে চাস্ দুঃখ॥
লাগে না কিঞ্চিৎ ব্যথা ও কঠিন প্রাণে।
তুই কি ছিলি না হন বালক-জীবনে॥
কত কষ্টে করিয়াছি তোরেও মানুষ
পড়ে না মনে কি এবে, হয় না কি হুঁস॥
সামান্য কুকুর শ্যালে যাহা নাহি করে।
তুই রে করিস্ তাহা-নরদেহ ধোরে॥
কেমনে দেখাবি মুখ তুই অতঃপর।
ভাবিস্ এমনি কি রে যাবে বরাবর॥
যমদণ্ড কিছুতে ত নারিবি এড়াতে।
কি জবাব দিবি বল্ শেষের দিনেতে॥
ধরিবে শমন এসে কেশেতে যখন।
বল্ দেখি কি উপায় করিবি তখন॥

নাহি ভাব চিরদিন কাটিবে এমনি।
আমি অভাগিনী সত্য, তবু ত জননী॥
আমারে কাঁদালে হবে ভাল কি তোমার।
এখনো মনেতে তুমি কর রে বিচার॥”

এইরূপ বলি তিনি হয়েন নীরব।
ভাবেন “এক্ষণে পুত্র বুঝিয়াছে সব॥
নিশ্চয় তেমন আর দিবে না’ক ব্যথা।
শুনাতে হবে না আর কোন কড়া-কথা॥
না পেরে বুঝিতে বলিয়াছে একবার।
নিশ্চিত এরূপ নাহি বলিবে ত আর॥”
কিন্তু এ বেল্লিক রাম নহে সোজা ছেলে।
ঠাস করি এক চড় দিল মার গালে॥
ঘুরিয়ে পড়িল মাতা ভূতলে তখন।
দেখিয়ে কাঁদয় তার অন্য শিশুগণ॥
এক শিশু তাহাদের মধ্যে বড় কিছু।
রাগেতে বেল্লিকে সে শুনায় কথা উঁচু॥—
বলে, “কি বলিব তুমি হইয়াছ দাদা।
নতুবা এখনি কোরে দিতাম যে কাদা॥
তুমি ধর্ম্ম খেলে বোলে আমি ত খাব না।
নতুবা শিখতে পারি তাহা কি বোঝ না॥
যত দূর করিবার তুমি তা করিলে।
কহিনু মরিবে কিন্তু আর কাছে এলে॥”
এত বলি জননীরে লয়ে অন্য স্থানে।
শীঘ্র চলি যায় তারা ছাড়ি সে ভবনে॥

বেল্লিকের মাতার স্থান-অন্বেষণ।

কত দয়াবান্ রয় এই সহরেতে।
‘কি ভয়’ বেল্লিক-মাতা চিন্তিয়ে মনেতে॥
যায় ধীরে ধীরে তবে ছাড়ি সে ভবন।
দেখে কোথা পায় এক আশ্রয় তেমন॥
শুনিল যে পথিমধ্যে গিয়ে এক ঠাঁই।
যোগেন্দ্রমোহন রাজা সম দাতা নাই॥
সহরমধ্যেতে আছে যত দয়াবান্।
যোগেন্দ্রমোহন তার মধ্যেতে প্রধান॥
দেখেনি ত হেন দাতা কেহ কোন স্থানে
দ্বিতীয় সে বলিরাজা হন তিনি দানে॥
নাহি পাত্রাপাত্র তাঁর ছোট বড় জ্ঞান।
সকলেই সমভাবে তিনি দয়াবান্॥
যার যা কামনা, তাহা হলে সাধ্যমত।
অবশ্য তখনি তাহা করেন পূর্ণিত॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতে জ্ঞান যে তাঁহার।
সাধ্যমতে না রাখেন কষ্ট ত কাহার॥
যেরূপ পারেন দুঃখ দেন মুছাইয়ে।
রাখেন অন্যের প্রাণ নিজ অন্ন দিয়ে॥

হয় ত ভরসা সেই অন্ন তাঁর মোটে।
অথচ পরের দুঃখে প্রাণ বড় ফাটে॥
শুনি লোকমুখে এই দানের কাহিনী।
ছুটে ছুটে যায় তথা বেল্লিক-জননী॥
চারিটি সন্তান সঙ্গে দুঃখিনী রমণী।
চলে রাজ দরশনে হয়ে ব্যাকুলিনী॥
বলে, “কোথা মহারাজ, দেখ একবার।
ভদ্রকুলে জন্ম নিয়ে কি গতি আমার॥
সাধ্বী নারী, নাহি জানি কোন পাপ-কাজ।
অথচ দেখহ মনে পাই কত লাজ॥
সামান্য কুক্কুরী সম ফিরি পথে পথে।
না পাই খাইতে দুটি অন্ন দিনান্তেতে॥
গেছে পতি, কেবা আর খা(ও)য়াবে আমায়।
সন্তানের বড় যেটি সে না মুখ চায়॥
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সেই কুসন্তান।

তুমি যদি কর দয়া তবে বাঁচে প্রাণ॥
প্রশংসা তোমারে করে সবে হে রাজন্।
করহ কিঞ্চিৎ দয়া মোরে বিতরণ॥”
বলিতে বলিতে এই বাণী বদনেতে।
উপস্থিত হয় গিয়া রাজার পাশেতে॥
দেখে দূরে হতে রাজা বসিয়া চেয়ারে।
পারিষদগণে ঘিরে রহে চারিধারে॥

কতমত কথা হয় কত রসালাপ।
ঠিক যেন গরীবের হয়েন মা বাপ্॥
মুখে খালি বুলি এই, “এই সংসারেতে।
একমাত্র দয়া শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছি চিতে॥
‘দয়া হতে ধর্ম্ম নাই’ বলে সাধুজন।
সত্য সত্য কথা এটি, মিথ্যা না কখন॥
যখনি কাহারো প্রতি করি দয়া আমি।
মনে মনে কত সুখ জনমে তখনি॥
মর্ত্ত্যে বসি স্বর্গসুখ উপলব্ধি হয়।
হেন শান্তি বোধ প্রাণে কিছুতে ত নয়॥”
একবাক্যে পারিষদ সবে তবে বলে।
“অতি সত্য কথা, মিথ্যা নহে কোন কালে॥
বলেছেন মহারাজ যে কথা আপনি।
বেদবাক্য সুনিশ্চয় সে সব ত গণি॥
অসঙ্গত বলি কাল যাহা ভাবিয়াছি।
অতীব সঙ্গত পুন আজ দেখিতেছি॥
তোমার সমান জ্ঞানী কেহ বিশ্বে নাই।
জ্ঞানের সমুদ্র সম তুমি ত সদাই॥
সার্থক তুমি সে রাজা হয়েছ টাকায়।
পাথরে বাঁধায়ে ঘাট বসেছ তাহায়॥
আসন তোমার এই ঘাটে সদাকাল।
আছ বসি আলো করি সকাল-বিকাল॥

আমরাও ভাগ্যবান্ হই জনে জনে।
তেঁই সে পেয়েছি স্থান তব সন্নিধানে॥
দয়া যে একটা ধর্ম্ম এত বড় হয়।
কিঞ্চিৎ জ্ঞেয়ান নাহি ছিল সে বিষয়॥
ভাগ্যে বুঝাইয়া প্রভু দিলে সবাকারে।
তেঁই সে মিলিল জ্ঞান এত খপ্ কোরে॥
আরো এক অনুজ্ঞান অতি চমৎকার।
নূতন আসিলে কেহ নিকটে তোমার॥

কেমন চরিত্র তার, কিবা মনোভাবে।
দর্শন মাত্রেতে তুমি বুঝিতে পারিবে॥
অই যে রমণী এক আসে গুটি গুটি।
অবশ্যই মনোভাব আছয়ে একটি॥
আমরা অবশ্য তাহা জানিতে পারি না।
তুমি কিন্তু জান ইহা স্থির বিবেচনা॥
দয়া করি সপ্রমাণ করুন ইহার।
শুনিয়ে শ্রীমুখে বাণী হোক্ চমৎকার॥
পেরেছ বুঝিতে ঠিক তুমি মহাশয়।
দয়া করি মিটান্ যদ্যপি হে সংশয়॥
বড়ই আনন্দ মোরা পাই মনে মনে।
অতএব নিবেদন করি শ্রীচরণে॥
ঘুচাও মনের ভ্রান্তি ওহে দয়াময়।
সার্থক জীবন তবে চরিতার্থ হয়।”

শুনিয়ে এত্যেক বাণী সেই মহারাজ।
বলিতে লাগেন, “শুন ভক্তের সমাজ॥
ঐ নারী হয় নারী-কুলে অভাগিনী।
নাহিক পুরুষ ওর হন্ রাঁড়ী উনি॥
নাহি পান খেতে উনি দুটি দিনান্তেতে।
ভিক্ষা হেতু আসিছেন তাই এ স্থানেতে॥
সঙ্গেতে বালক কটি সন্তান নিশ্চয়।
জেনে দেখ মিথ্যে এর এক বিন্দু নয়॥
হয় বা না হয় ওরে করহ জিজ্ঞাসা।
এখনি ঘুচিবে ভ্রম দেখিবে তামাসা॥”
“বটে বটে, ভাল, তবে” বলিয়া সকলে।
জিজ্ঞাসা করিতে তারে চলে দলে দলে॥
করয়ে জিজ্ঞাসা, “কি গো, বল দেখি শুনি।
সত্য কি না সত্য যাহা বলিলেন উনি॥
ভিক্ষা নিতে এসেছ কি আছে অন্য আশ।
মনোভাব কিবা, বাছা, করহ প্রকাশ॥
সত্য কি বিধবা তুমি, নাহি তব স্বামী।
সঙ্গে কেবা এইগুলি হয় অনুগামী॥”
বেল্লিক-জননী কহে তখন কাতরে।
“সত্য সব ওরে বাছা, মিথ্যা কিছু না রে॥
আমি অভাগিনী অতি, নাহি স্বামী মম।
আছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এক সেও রে নির্ম্মম॥

এগুলিও ছেলে মোর অতি সত্য বাণী।
অন্ন বিনে ছন্নছাড়া ফিরি কাঙ্গালিনী॥
উপায় যা হোক্ প্রভু করহ তোমরা।
দেখ এতগুলি প্রাণ মারা যাই মোরা॥"
শুনিয়ে তখন রাজা যোগেন্দ্রমোহন।
বলে, "শুন বিবরণ, কহে কি কথন॥
দেখ অনুজ্ঞান মোর কিবা চমৎকার।
হয় কি না হয় সত্য বচন আমার॥"
পারিষদগণ সবে বলে সকলেতে।
"ঐক্যমত আমরাও তব এ কথাতে॥
চমৎকার তোমার যে হয় অনুজ্ঞান।
মিথ্যা এর নাহি এক কণা পরিমাণ॥
চিরদিন ধারণা এ আছে অন্তরেতে।
ভব সম অনুজ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে॥"
এইরূপ বলি তারা করে জয়ধ্বনি।
সকলে মিলিয়া উচ্চ কণ্ঠেতে অমনি॥—
"জয় জয় জয় রাজা যোগেন্দ্র-মোহন।
কলিকালে বলি সম দানে মহাজন॥
জ্ঞান-বুদ্ধি-বলে হেন কেহ নাহি বলী।
সাক্ষাৎ সে ভূতনাথ শূলহারী শূলী॥
শত বর্ষ পরমায়ু হোক্ আপনার।
হইল আশ্রয়স্থান যত অভাগার।"

এইরূপ সকলেতে বলাবলি করে।
দুঃখিনীরে কেহ কিন্তু নাহি আর হেরে॥
দাঁড়ায়ে দুয়ারে সেই হইয়ে অবাক্।
বলে না কেহই কিছু "যা, কিম্বা থাক॥"
বড়ই কাতর হয়ে পুনশ্চ দুঃখিনী।
নিবেদিল রাজপদে যুড়ি দুই পাণি॥
"কিবা আজ্ঞা মহারাজ করেন দীনায়।
কেমনে মানুষ করি এ কটী বাছায়॥
দয়ার সাগর তুমি মোর জানা আছে।
আপনারে ছাড়ি আর যাব কার কাছে॥
পতিতপাবন যেই তাহারি কাছেতে।
যায় ত পতিত যত সাগ্রহ চিত্তেতে॥
অচিরে দিউন কোরে কিঞ্চিৎ কিনারা।
ভয়ে ভাবনায় নহে হই বড় সারা॥
প্রতিবেশীমধ্যে যারা ভাল জন ছিল।
কালবশে একে একে সকলেই গেল॥

দুই চারিজন যারা এখনো সে আছে।
প্রত্যাশী না হতে পারি তাহাদের কাছে॥
পতির ব্যভারদোষে সবে রুষ্ট তারা।
মনেতে পড়িলে সব, চক্ষে বহে ধারা॥
কাজ নাই কথাতে সে আর ত এক্ষণে।
বড়ই যন্ত্রণা তাহে পাই ক্ষুদ্র প্রাণে॥

এসেছি আপন পদে রাখুন আপনি।
পেলে আপন দয়া মরে এ দুঃখিনী॥"
কহে তবে মৃদু হেসে সে মহারাজন্।
"অবশ্যই দয়া আমি—শুন বিবরণ॥—
পারিতাম করিবারে, এ কি বড় কথা।
কিন্তু যে রহিছে মধ্যে একটি বারতা॥
বিশ্বে কেহ যারে দয়া না করিতে চায়।
কেমনে আমি বা দয়া করিব তাহায়॥
অবশ্যই মন্দ হয় সেই অভাগিনী।
পুত্রে যারে নাহি মানে বলিয়ে জননী॥
অতএব এখানে ত স্থান তব নাই
পারহ করিতে চেষ্টা অন্যত্রেতে যাই॥
আমার দয়ার পাত্র হইবে যাহারা।
শুনহ কেমন হয় মানুষ তাহারা॥
আছে যার তিন কুলে সব বর্ত্তমান।
কিবা স্বামী কি শ্বশুর আর সে সন্তান॥
খাওয়াইতে পরাইতে চাহে সকলেই।
তেজ করি নাহি খায় পরে নিজে সেই॥
এইরূপ যেই জন হয় এ বাজারে।
তারেই ত দিই আমি সবার ভিতরে॥
ঈশ্বরো রহেন রাজী এইরূপ হলে।
দীনতায় পড়ে সেও, দীনে দান দিলে॥

গরীবে রাখিলে পদে বিপদ তাহার।
অতএব তাহে শক্তি নাহি ত আমার॥
মার্জ্জনা করহ তুমি আমারে হে ধনী।"
বিমুখ হয়েন এত বলি নরমণি॥
সঙ্গে পাত্র মিত্র সবে লইয়া তখন।
দ্রুতবেগে স্থানান্তরে করেন গমন॥
তারা বলে "মহারাজ বলেছেন ঠিক।
গরিবেরে দান করা বড়ই অঠিক্॥
নিজ অমঙ্গল তাহে হয় ত বাড়ানো।

তার চেয়ে সুমঙ্গল ফেলিয়ে পালানো॥”
এত বলি মুহূর্ত্তেকে সবে অন্তর্দ্ধান।
বেল্লিকের রামায়ণ রামের প্রধান॥

বেল্লিকের কনিষ্ঠ ভাইগুলির ছাপাখানায় প্রবেশ ও কার্য্যগ্রহণ।

এদিকে দুঃখিনী পুত্রগণেরে লইয়ে।
যায় একদিকে চলে, অতি ক্ষুণ্ন হয়ে॥
কি করিবে, কোথা যাবে, নাহি ভেবে পায়।
কেবলি কাঁদিছে আর করে হায় হায়॥
কেমনে উদর-অন্ন হইবে সংস্থান।
সেই চিন্তা শুধু সনে যতেক সন্তান॥

কিছুদূর যায় দেখে এক ছাপাখানা।
মনে ভাবে হেথা কিছু লভ্য হয় কি না॥
যদি এই শিশুগুলি কাজ কিছু করে।
দেয় কি না দেয় খেতে এরা এ সবারে॥
দাসী হয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে।
করিব চাকুরী আমি মাথা নোয়াইয়ে॥
দুইটা পেটের ভাত, তাও কি দিবে না।
কোনমতে উদরান্ন করিব ক'জনা॥
ভাবি এইরূপ সেই ছাপাখানা-দ্বারে।
অতি সকাতরভাবে যায় ধীরে ধীরে॥
সম্মুখে বসিয়া তথা ছিল একজন।
সে ছাপাখানার কর্ত্তা সেই ব্যক্তি হন॥
জিজ্ঞাসেন তিনি "কিবা হয় অভিপ্রায়?
কে তুমি কাহার নারী এসেছ হেথায়॥"
কহিল দুঃখিনী তবে সকলি স্বরূপ।
বেল্লিকের রামায়ণ অতি অপরূপ॥
ছাপাখানা-অধিকারী সকল শুনিয়া।
দিলেন কিঞ্চিৎ স্থান সদয় হইয়া॥
নিকটেই বাড়ী তাঁর সেই সে বাড়ীতে।
দিলেন তাঁহারে পুত্র সনেতে থাকিতে॥
ভাড়া না প্রত্যাশা করি শুধু দয়াবশে।
দিলেন থাকিতে সবে সেই সে প্রদেশে॥

শিশুগণে ছপাখানা-করম শিখাতে।
দু দু-টাকা মাহিনায় নিলেন কাজেতে॥
কেহ কালি দেয় কেহ তুলে সে কাগজ।
কেহ করে আর কিছু, কেহ বা কম্পোজ॥
দুঃখিনীর উদরান্ন দেয় দশে মিলে।

কোনমতে গোছেগাছে দিন যায় চলে॥
হতভাগা বেল্লিকের তাহে কিবা ব্যথা।
শ্বশুরের দত্ত ধনে রাজ্য করে সেথা॥
তোফা মজা মারে মিলে পাঁচটী ইয়ার।
যে যা বলে বলুক গে ডু নট্ কেয়ার॥
শ্বশুর তাঁহার কিছু জানিতে না পারে।
জামাতা তাঁহার হেথা কত বুদ্ধি ধরে॥
তাড়ায়েছে জননীরে আর ভ্রাতাগণে।
এক বর্ণ তার নাহি পশে তাঁর কাণে॥
এলে পাশ ক্রমে সেই বেল্লিক যে দিল।
শ্বশুরো তাহার কিছু খরচ বাড়াইল॥
নগদ পঞ্চাশ টাকা করেন প্রেরণ।
উড়ায় বেল্লিক মজা কত সে এখন॥
এক কথা বলে যে এমন কেহ নাই।
যাহা ইচ্ছা মনে, করে বেল্লিক সদাই॥
আরো ক্রমে এক পাশ দিল অতঃপর।
বিদ্যায় নহেক মন্দ বেল্লিকপ্রবর॥

ধন্য কলিকাল, হেন বিদ্বান্ যে জন।
সে কি না মায়েরে দয়া না করে কখন॥
লেখাপড়াতেই হয় আত্মার উন্নতি।
তা না হয়ে হয় কি না আরো অবনতি॥
হায় বিদ্যা, তবে তব কিসের সম্মান।
কে তবে তোমারে হৃদে দিবে যত্নে স্থান॥
কিসের গুমর তব কিসের বা জারি।
তোমায় যে দেবী বলে কি ফল তাহারি॥
দেবী অধিষ্ঠান করে হৃদয়ে যাহার।
রহে কি চিত্তের কালি কখন তাহার॥
আরো বলি তোমারে হে দয়া নাম যার।
না জানি প্রকৃত স্থান কোথায় তোমার॥
দয়া যে পরম ধর্ম্ম, সকলেই কয়।
কিন্তু কেবা সে দয়ায় পূর্ণ বল হয়॥
কেবল মুখেই দয়া নামের প্রকাশ।
কাজে কিন্তু একটুও নাহিক বিকাশ॥
দাতা নামে হ'তে খ্যাত বাসনা সবারি।
সারাটি বিশ্বেতে দাতা কোথা কিন্তু হেরি?
মুখেতেই দাতা সব, কাজে দাতা নয়।
কেবল বচনে পটু সকলে নিশ্চয়॥

ধিক্ রে বাঙ্গালী তব বুদ্ধিজ্ঞান আর।
প্রকৃত মানুষ গণ্য কোথায় তোমার॥

বেল্লিকের রামায়ণ অতি সে অদ্ভুত।
চিত্রিতে বাঙ্গালী চিত্র বড়ই মজ্‌বুৎ॥
বেল্লিকজননী এইরূপে কিছু কাল।
রহেন তথায় লয়ে কয়টি ছাওয়াল॥
ছাপাখানা-অধিকারী বড় ভদ্র সেই।
মানুষ তেমন বিশ্বে বুঝি আর নেই॥
আপন মায়ের মত নিরখে তাঁহায়।
আপদ সে কোনরূপ নাহি তথা যায়॥
দেখিতে দেখিতে তথা দুইটি বৎসর।
হেনভাবে মনোমুখে কাটে অতঃপর॥
কোনই অভাব আর, নাহি কোন দুঃখ।
সদাই মনেতে পায়, দিব্য মনসুখ॥
কিন্তু যার কপালেতে দুঃখের লিখন।
কেমনেতে বেশী সুখ ভুঞ্জে সেই জন॥
আবার অদৃষ্টচক্র ফিরিয়া যে গেল।
আবার যে দুঃখহস্তে নিপতিত হ'ল॥
ছাপাখানা-অধিকারী সেই মহাজন।
শীঘ্রই রোগেতে পড়ি হারায় জীবন॥
তাঁহার মরণ যদি হইল এক্ষণে।
কে আর প্রস্তুত হবে তাঁদের রক্ষণে॥
সেই সে আশ্রয় শীঘ্র গেল যে ঘুচিয়া।
পুনঃ স্থানান্তরে তাই যাইল চলিয়া॥

শিখেছে কিঞ্চিৎ কাজ কয়টি সন্তানে।
পাইল অচিরে কোন কাজ দেখে শুনে॥
এখানেও একাক্রমে কাটে ছ-বৎসর।
বেল্লিক-জননী ক্রমে যায় লোকান্তর॥
সন্তান সকলে তবে হয়ে মাতৃহারা।
দিবানিশি মনখেদে কেঁদে হয় সারা॥
বেল্লিক এদিকে কিন্তু বেশ সুখে রয়।
অতঃপর লিখি কিছু তাহার বিষয়॥
বেল্লিকের নাম-গানে কত সুখ প্রাণে।
সার্থক বেল্লিক জন্ম নিল এ ভুবনে॥
হয়েছে বি-এল, পাশ এক্ষণে বেল্লিক।
যে না জানে এ কাহিনী ধিক তারে ধিক্॥

চতুর্থ কাণ্ড।

লুকোনো প্রেম—মনোমোহিনী-হরণ।

যতেক ব্যাপার হেথা করয়ে জামাতা।
শ্বশুর না জানে বিন্দু-বিসর্গ সে কথা॥
উৎসাহে উৎসাহে টাকা প্রতি মাসে মাসে।
করেন প্রেরণ তিনি মনের হরিষে॥
শিখি লেখাপড় পরে সেই সে জামাই।
কন্যারে তাঁহার সুখে রাখিবে সদাই॥
হইবে উকীল এক কিম্বা মুনসেফ্।
ব্যারিষ্টার ম্যাজিষ্টর অভাবে নায়েব॥
যা হোক হবেই এক পদস্থ সুজন।
দশেতে সুখ্যাতি যার করিবে ঘোষণ॥
আশায় আশ্বস্ত হয়ে ঢালে টাকা খালি।
জানে না কিন্তু যে শুধু বাড়ে প্রাণে কালী॥—
করিয়ে যতন নিজ বৈরী করে কোলে।
দুগ্ধ কলা দিয়ে কালসর্পে যেন পালে॥
দিন পেয়ে সেই সর্প দংশিবে যে হায়।
এ ত নাহি ছিল জানা কখন তাহায়॥
তাড়ায়েছে মা ভায়েরে হইতে ভবন।
এত না জেনেছে এত দিন সেইজন॥

নামেতেই বৃহচ্চক্ষু ছিল, সে অজ্ঞান।
কার্য্যক্ষেত্রে অন্য কিছু নাহি ছিল জ্ঞান॥
নহে এ দূষমণে কেন দিয়ে অন্নজল।
পালি ভূতগত কার্য্য করিবে কেবল॥
অতঃপর হয় যাহা শুন বিবরণ।
বেল্লিকের রামায়ণ অপূর্ব্ব কথন॥
বেদবিধি কিছুতে না পাবে এর তত্ত্ব।
অথচ পঠন মাত্র হতে হবে মত্ত॥
একটি লুকোন প্রেমে এই কাণ্ড ভরা
পাঠমাত্রে তুমিও যে প্রেমে হবে মরা॥
সৃষ্টিছাড়া প্রেম ইহা নাহি এর যোড়া।
যথা এ প্রেমের গতি ফেটে যায় পাড়া॥
যথা আর্থকোয়েকেতে চিরাপুঞ্জি হিল।
ফেটে ভূমিসাৎ, নাহি রহে এক তিল॥

দর্ম্মাহাটা সুন্দরী নামেতে এক বিবি।
রূপে ঠিক রঙ দিয়ে আঁকা যেন ছবি॥
দর্ম্মাহাটা রাস্তার ধারেতে তার ঘর।
সদাই দেখিতে পাবে বারান্দা-উপর॥
বসি এক চেয়ারেতে দিব্য সাজগোজে।
সাক্ষাৎ সে পরীজাদী যেন ধরামাঝে॥
আবির্ভূত মর্ত্ত্যধামে তারিতে জগৎ।
অথবা করিতে কোন কার্য্য সে মহৎ॥

আড়ে আড়ে চায় বালা রাস্তার দিকেতে।
মূর্চ্ছা খেয়ে যত লোক পড়ে সে পথেতে॥
বুলি মুখে, 'কি দেখিনু কি দেখিনু, হায়।
এমন সুন্দর মূর্ত্তি আছিল কোথায়॥
কেমনেতে জাতিকুল থাকয় আমার।
এ যে দেখি ভাবনা সে হইল অপার॥
এমন যে শান্ত ছেলে আমি এ সহরে।
পাগল করিল এ যে মুহূর্ত্তে আমারে॥
না জানি আর সে যত গরীব বেচারা।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণে যত গোবেচারা॥
মরিবে হয়ত একেবারে তারা প্রাণে।
কার সাধ্য পায় পার ও কটাক্ষবাণে॥'
এইরূপ সবাকারি আক্ষেপবচন।
যায় পথে, দেখে চেয়ে, বলে আর এমন॥
বলে না কেহই, আমি জ্ঞানে বলে কম।
হায় রে অবোধ বঙ্গজাতির নিয়ম॥
নাহিক কড়ার বল শরীরমধ্যেতে।
অথব বলিছে, বলী সবার চাইতে॥
সবারি মুখেতে বুলি, রমণী জাতিতে।
ভাবে ভাবে বাঁধা আমি নহি ত কিছুতে॥
আপন মুখের বলে সদা বলী সবে।
মনের বলেতে বলী কয় জন ভবে॥

মোদের বেল্লিকরাম এতটা যে বীর।
তারেও এ রমণীতে করিল অধীর॥
প্রত্যহ কলেজে তিনি যে সময়ে যান।
বারান্দায় বোসে বামা দেখিবারে পান॥
বয়েসের মহিমারে দুশত বাহবা।
লেখা-পড়া শিখেও মানুষ হয় হাবা॥
তাড়ায় বেল্লিক তার মাতারে যখন।

তারি কিছুদিন পূর্ব্বে হয় এ ঘটন॥
টাকা হেতু কলহ যে হয় মায়ে পুতে।
তাহার কারণ, দর্ম্মাহাটা সুন্দরীতে॥
এই যে সুন্দরী তার নয়নে পড়িল।
তাতেই অনর্থ যত সংঘটিত হ'ল॥
টাকা বিনে হয় না ত এ সুন্দরী লাভ।
টাকার জন্যে ত তারা করে ভাব-সাব॥
টাকা না পারিলে দিতে দেবে না ত যেতে।
পীড়ন মাতার প্রতি সেই সে জন্যেতে॥
সে পীড়নফলে ঘটেছিল যে সকল।
ইতিপূর্ব্বেতেই বর্ণিয়াছি অবিকল॥
তখন আসিত টাকা মাসে ত্রিশ মোটে।
চলিত সংসার তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে॥
তাড়াইতে না পারিলে মা ও ভাইগণে।
দর্ম্মাহাটা সুন্দরীরে পায় সে কেমনে॥

ক্রমে তাড়াইয়ে তেঁই একা একেশ্বর।
রাখিলেন বাবুজীটি আলো করি ঘর॥
"বদ্‌লালে ঠিকানা সে কি জানি কি হবে।"—
রহেন সেই সে স্থানে মাত্র এই ভেবে॥
প্রতিমাসে চৌঠা কিম্বা পাঁচুই মধ্যেতে।
যেমন আসিত টাকা, লাগিল আসিতে॥
বহু দূরে হয় বাড়ী শ্বশুরের তাঁর।
আসিতে নারেন তাই গৃহে জামাতার॥
কন্যারেও না পাঠান তাহার নিকটে।
লেখাপড়া শিখিবার বিঘ্ন পাছে ঘটে॥
হায় রে অবোধ অন্ধ বৃহচ্চক্ষু বাবু।
এই বুদ্ধিবলেতেই হলে তুমি বাবু॥
রাখিয়া গৃহেতে ফেলি যুবতী কন্যায়।
আপনি বাড়ালে তুমি আপনার দায়॥
মনে কর এক, কিন্তু ঘটে অন্যরূপ।
জান না তোমরা কলিকালের স্বরূপ॥
এ কি সেই সত্য ত্রেতা অথবা দ্বাপর।
যাহে নিজ হিতাহিত বুঝিবেক নর॥
এক ফোঁটা পুঁটে ছেলে এই কলিকালে।
স্তনদুগ্ধ বাহিরায় গলাটা টিপিলে॥
সেও যায় বেশ্যাবাড়ী, মদভাঙ খায়।
পথে পথে শিষ দিয়ে রসগান গায়॥

মুখেতে আলেয়া জলে নাম বার্ডসাই।
কেহ বা কোকেন খায় নেশার সাফাই॥
হেন কলিকালে কভু কন্যা জামাতায়।
জ্ঞানীতে না রাখিবেক ভিন্ন জায়গায়॥
উভয় দিকেই পারে ঘটিতে অনর্থ।
অতএব দেখা চাই কোনটি যথার্থ॥
কিসে যে বজায় থাকে বৃত্তি সমুদয়।
অন্যায় গমনে নাহি হয় অপচয়॥
অবশ্যই দৃষ্টি চাই সেই সে দিকেতে।
বিপদ নতুবা ঠিক আছেই শেষেতে॥
মাসে মাসে বৃহচ্চক্ষু টাকা যে পাঠায়।
ইচ্ছা এই জামাইটি ভাল শিক্ষা পায়॥
খরচ অভাবে বিদ্যা যদি না শিখিবে।
সে দুঃখ রাখিতে শেষে স্থান নাহি রবে॥
সবাই বলিবে বেটা এমনি কৃপণ।
জামাইটে বয়ে যায় না করে দর্শন॥
থাকিতে ক্ষমতা, বেটা, অবহেলা করি।
করিল জামাই নাশ;—সে লাঞ্ছনা ভারি॥
তাহা ছাড়া কন্যাটীও ভবিষ্যৎ কালে।
উদরান্ন তরে ভাসিবেক অশ্রুজলে॥
শিখে যদি লেখাপড়া উত্তমরূপেতে।
তা হলে পারিবে ঠিক দুমুঠা যোগাতে॥

প্রতি মাসে মুঠ। মুঠা খরচ যে করে।
এই এক আশামাত্র রাখিয়ে অন্তরে॥
তবে কথা, ভাগ্যে যার নাহি সুখ লেখা।
কেমনে সুখের মুখ দেখিবে সে বোকা॥
ঢালিল যে কত টাকা কেবলি সে জলে।
কন্যাটি লাভের মধ্যে ভাসিল অকূলে॥
পঞ্চাশ করিয়া টাকা পাঠান এক্ষণে।
হতেছে দেখিয়ে পাশ উৎসাহিত মনে॥
পাশ মাত্র লাভ কিন্তু সেই পাশেতে যে।
না ভাবেন একবার তাহা হৃদিমাঝে॥
হায় রে কর্ত্তব্য, তার এই কি গেয়ান্।
চক্ষে না দেখেন, শুধু ব্যয় করি যান॥
সাপ ব্যাঙ কি যে হয় তাহা না দেখিব।
কেবল কতকগুলা খরচ করিব॥
তারে কি কখন বলে কর্ত্তব্যপালন।
সে ত মন্দ করা শুধু হয়ে আত্মজন॥

বাপ হও খুড়া হও শ্বশুর কি ভাই।
কেবলি টাকায় কিছু কাজ ত না পাই॥
টাকাখরচের সঙ্গে চাই দেখা শুনা।
নহে সে খরচে মাত্র আনে বিড়ম্বনা॥
বেল্লিকের রামায়ণ যা বলে তা ঠিক।
আজব এ দুনিয়ার সকলি বেল্লিক॥

অথ পিরীতির জমাট হওন।

একদিন দুই দিন এমনি করিয়ে।
বেল্লিক করয়ে যাতায়াত প্রীত হয়ে॥
কত মজা পায় মনে লিখনে কি যায়।
বেল্লিকে বেল্লিক প্রেম-জমাটি বাধায়॥
প্রত্যহ সন্ধ্যার কালে যাইত যে আগে।
সকল সময় এবে পূর্ণ অনুরাগে॥
দিন নাই রাত নাই সদা আনাগোনা।
খাওয়া দাওয়া আদি হয় সব খানা॥
কায়েতের ছেলে হয়ে রাঁড়ের বাড়ীতে।
কাড়িল গে হাঁড়ি মহা আনন্দিত-চিতে॥
মনে করে ইহা হতে কিবা ভাগ্য আর।
একমাত্র সার এই মধ্যে দুনিয়ার॥
যাবত জীবন রবে রবো এই স্থানে।
এমন সুখের স্থান আছে কি ভুবনে॥
হায় রে কলির লেখা-পড়া শিক্ষা-ফল।
পরিণামে ভস্ম মাত্র লাভ যে কেবল॥
আগে আগে মূর্খেতেই করিত এ কাজ।
তাহাদেরি এ কার্য্যেতে নাহি হতো লাজ॥
লেখাপড়া-শিখা লোক এ কার্য্য কি করে।
এখন সকলি উল্টা বেল্লিকবাজারে॥

উচ্ছিষ্ট অবধি সেই বেশ্যার মুখের।
ভক্ষণ করয়ে মহা আনন্দে মনের॥
পাইখানা যাবে যদি সেই সে রমণী।
সঙ্গে তার গাড়ু নিয়ে যাইবে অমনি॥
করাইয়ে জলশৌচ আপনি সে গিয়ে।
হাত ধরি আনিবেক গাটি মুছাইয়ে॥
এমনি সে ভালবাসা বেঁধেছে জমাট।
খুলেছে মনের দ্বার না লাগে কপাট॥
ক্রমাগত এইরূপে বৎসর কাটিল।
কত দিকে কতবিধ সুখাবেশ হ'ল॥
বি-এল, পরীক্ষা দিয়ে এই সময়েতে।
হইল উকীল এক জজ্ কাছারীতে॥
লোকমুখে শুনি বার্ত্তা শ্বশুর মশাই।
লইয়ে গেলেন কাছে সেই সে জামাই॥
কন্যার বয়স হবে আঠারো তখন।

পরিপূর্ণ সব অঙ্গ উঠন্তি যৌবন॥
বাসনা সে এইবারে পাঠান কন্যারে।
জামাতার সঙ্গেতেই বিলম্ব না করে॥
করিলেন প্রস্তাব তাই জামাতার কাছে।
জামাতার মাথে কিন্তু আকাশ ভেঙ্গেছে॥
কে আছে সেথায় তারে করিতে রক্ষণ।
আবার এদিকে এক বিষম চিন্তন॥

এই নারী সঙ্গে যদি লইয়া যাইব।
দর্ম্মাহাটা সুন্দরীরে কেমনে দেখিব॥
ফেলিয়া এরেও কোথা নারিব ত যেতে।
অথচ না গেলেও নয়, সে সুখস্থানেতে॥
দেহ জাতি প্রাণ মান সব তাঁর পায়।
কেমমে বাঁচিব প্রাণে না দেখিলে তায়॥
আবার এরেও যদি নাহি লয়ে যাই।
কেমনেতে মাস মাস টাকাগুলো পাই॥
হয়েছি উকীল বটে আমি ত এক্ষণে।
পসার কোথায় কিন্তু কেবা মোরে গণে॥
যতদিন পসার না হয় ত কিঞ্চিৎ।
কেমনে বাঁচিব হলে এ অর্থে বঞ্চিত॥
হায় স্বার্থ তোরে ওরে যাই বলি হারি।
লোকের খাতির নয় খাতির টাকারি॥
টাকারি কারণে ওরে চাও লয়ে যেতে।
একটুকু বদ্ধ কিন্তু নহ নেমকেতে॥
এই যে এতটা কাল পালিল তোমায়।
সে কারণ ভয়ভক্তি না কর তাঁহায়॥
ভয় শুধু পাছে আর না পাঠায় টাকা।
তাতেই রহিলে সেজে ঠিক যেন ন্যাকা॥
জিজ্ঞাসেন শ্বশুর, "কি বল হে জামাই।"
জামাই কহিল "যাহা ভাল বুঝ তাই॥

আরো কিছুদিন হেথা রহিলে হইত
আমার অর্জ্জিত ধন খাইতে পারিত॥
এই মাত্র সঙ্কোচ সে মনেতে আমার।
সুখের বিষয়, নহে কিবা তাহে আর॥
অন্ততঃ দুইটি মাস থাকুন এখানে।
পাঠায়েছি জননীরে বারাণসীধামে॥
আনাই তাঁহারে পুন গৃহে একবার।
তত্ত্ব-অবধান নৈলে কে করে উঁহার॥

সুখেতে মানুষ চিরদিন হয়েছেন।
দুখের আঁচটি কভু নাহি পেয়েছেন॥
হঠাৎ এভাবে যদি নিয়ে যাই সেথা।
বড়ই কষ্টেতে পড়ি হবেন ব্যথিতা॥"
শ্বশুর শুনিয়া মনে হন চমৎকার।
"কাশীতে পাঠায় মাকে অজ্ঞাতে আমার?
একবার জিজ্ঞাসা না করিল আমারে।
পাঠাব কি না পাঠাব কাশীতে মাতারে॥"
জিজ্ঞাসেন পরে, "ভাল, কোথা ভাই কটি।"
উত্তরে বেল্লিক কহে, "মরেছে সে কটি॥
হয়েছিল ওলাউঠা মরেছে তাতেই।
একমাত্র মাতা বই কেহ আর নেই॥"
শুনিয়ে শ্বশুর চিন্তান্বিত মনে মনে।
"তবে আর কন্যারে পাঠাই কেমনে॥"

ভাবি এইরূপ তবে দুই মাস পরে।
পাঠানই সিদ্ধান্ত যে করিলা অন্তরে॥
বেল্লিক বাঁচিল হাঁফ্ ছেড়ে কিছুক্ষণ।
অতঃপর কি করিবে সেই সে চিন্তন|॥
বেল্লিকের রামায়ণ অতীব আশ্চর্য্য।
বেল্লিকপনার পুণ্য আছে যায় ধার্য্য |॥

অথ দর্পনারায়ণ-চরিত।

দর্পনারায়ণ নামে এক মহাজন।
কলিকাতা সহরেতে আছিল তখন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম সে লইয়েছিল।
বেল্লিকরামের সাথে বন্ধুত্ব আছিল॥
বড় বুদ্ধিমান্ বলি গণে তারে দশে।
বেল্লিক যুক্তির হেতু যায় তার পাশে॥
জিজ্ঞাসে বেল্লিক তারে "বল দেখি ভাই।
ঠেকেছি যে দায়ে তার কি উপায় নাই॥
কোথা যে গিয়েছে মাতা নাহি আমি জানি।
মরেছে কি আছে প্রাণে সেই সে জননী॥
কাশীধামে গিয়াছেন বলেছি শ্বশুরে।
কহিয়াছি গিয়ে তাঁরে আনিব অচিরে॥

তার পর আনিব গে তাঁর দুহিতায়।
বল দেখি এক্ষণেতে হয় কি উপায়॥"
শ্রীদর্প বলিল, "তার জন্যে কি ভাবনা।
এখনি উপায় হবে,—পূরিবে কামনা॥
সহজ উপায় এর পড়িয়া ত রয়।
এর জন্যে ভাবনা কি কহি সমুদয়॥
পাঠাও লিখিয়া কল্য এই সে তাঁহারে।
হয়েছেন কাশীপ্রাপ্ত মাতা এইবারে॥
ঠিক করি দিন এক লিখিয়া পাঠাও।
এর জন্য মিছা কেন চিন্তি ভয় পাও॥
বেল্লিক শুনিয়ে সুখী বন্ধুর এ বাণী।
পুলকেতে করে কর স্পর্শেন অমনি॥
বলেন "সাবাস ভাই তব বুদ্ধিবল।
একেবারে চিন্তা যেন কোরে দিলে জল॥
অকূল সাগরে ভেলা তুমি যে আমার।
তুমি বিনে এ বিপদে পাই কিসে পার॥
জাহাজ বিশেষ তুমি বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে।
না জানি কতই বুদ্ধি আছে ও পেটেতে॥"
বাস্তবিক বেল্লিক যা বলে তাহা ঠিক।
এক বিন্দু মাত্র কভু নহে ত বেঠিক॥
বিশেষ প্রমাণ কিছু দিই এইখানে।
সার অংশ যেটুকু বেল্লিক রামায়ণে॥

অথ দণ্ডবিধি কথন।

অতি মাতৃভক্ত হয় শ্রীদর্পনারাণ।
বিশ্বাস জন্মাতে শুন তাহার প্রমাণ॥
একদিন পত্নী তার চুলোমুখী নামে।
কোন্দল করিল তার জননীর সনে॥
শুনায় বহুৎ কথা কোন্দলের মুখে।
জননী তাহার তাই কান্দে মনোদুঃখে॥
অভিমানভরে রহে শুয়ে বিছানায়।
হেনকালে দর্পবাবু আগত তথায়॥
দেখেন জননী তাঁর আছেন শুইয়া।
ফুলিয়াছে চক্ষু তাঁর কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
জিজ্ঞাসা করেন মায়ে, "কহ গো জননি।
কি হেতু সহসা আজি হেরি গো এমনি॥
আনত-আননে শুয়ে মেঝের উপর।
ঝরিছে নয়নে জল লুটে কলেবর॥
সঘনে নিশ্বাস টান-ঝড় যেন বয়।
কি মনোদুঃখেতে মা গো হেনখানা হয়॥
কিছু ত বুঝিতে নারি কি হলো ব্যাপার।
কি হেন যন্ত্রণা উঠে হৃদয়ে তোমার॥
অপার যন্ত্রণা এ যে কি তাহে সংশয়।
সামান্য আঘাতে কভু গিরি কি কাঁপয়॥

বল গো মা শীঘ্র বল কি হলো কি হলো।
দেখিয়ে দুর্গতি তব প্রাণ যে ফাটিল॥
স্বর্গ হতে গরীয়সী তুমি মা আমার।
আমি কি দেখিতে পারি দুর্গতি তোমার॥
প্রাণ যদি যায় মম তব দুঃখনাশে।
অবশ্য করিব তাহা কহি তব পাশে॥
সাধিতে তোমার কাজ প্রস্তুত সতত।
আছি আমি সুনিশ্চয় জানিও গো মাত॥
বল কে করিল ও মা এ দুর্গতি তব।
এখনি উচিত শিক্ষা তাহারে যে দিব॥
হলেও জগৎছাড়া সেই জন গো মা।
কিছুতে না ছাড়ি তারে—করি কিম্বা ক্ষমা॥
ছলে বলে কৌশলে যেমনে তায় পারি।
অবশ্য বধিব তারে যেহেতু সে অরি॥
প্রাণ হতে প্রিয় যেই তব বধূমাতা।

সেও যদি হয় তবু তাহে না মমতা॥
মস্তক ছেদন তার করিব এখনি।
কি ঘটনা ঘটিয়াছে বল মাতা শুনি॥”
শুনি মাথাকাটা কথা জননী তখন।
চমকিত হয়ে কহে যত বিবরণ॥
এতক্ষণ অভিমানে ছিলেন মানিনী।
বাহির করেননিক একটিও বাণী॥

বধূর উপরে চটি সুতেও বিমুখ।
তেঁই সে খেদেতে নাহি তুলিলেন মুখ॥
যখন সন্তান কিন্তু বলেন এমন।
“কাটিব মস্তক, হেন করেছে যে জন॥
হোক্ না সে পত্নী মম, তারে ও না গণি।
স্বহস্তে মস্তক তার কাটিব এখনি॥”
তখন না কহি বাণী নারেন থাকিতে।
ধীরে ধীরে তেঁই এবে লাগেন কহিতে॥
“ওরে বাবা এ কি কথা কহিলি রে তুই।
তোর কথা শুনে আরো দুঃখিতা যে মুই॥
মুখে কি শাসন নাই, না কাটিয়ে মাথা।
শুনিনি ত কভু হেন সৃষ্টিছাড়া কথা॥
করিয়াছে অপরাধ বধূ বটে সেই।
রাগ যে করেছি আমি, তার উপরেই॥
হেন হতচ্ছাড়ী ছুঁড়ী দেখিনিক আর।
শাশুড়ীর ঝগড়া তবু সহিত আমার॥
কুঁদুলে যে হয় তার না যায় স্বভাব।
সদাই কোন্দল চেষ্টা নাহি অন্য ভাব॥
কিসে সুখী হবে সেই আমার ভাবনা।
সে কি না সতত করে আমারে তাড়না॥
এ বুড়া বয়সে আর কত বল সয়।
বাঁচি রে এক্ষণে যদি মৃত্যু মম হয়॥

না মরিলে সুনিশ্চয় নাহিক নিস্তার।
করিবেক অপমান কবে বা আবার॥
যায় প্রাণ যাক তাহে ক্ষতি নাহি গণি।
বউ করে অপমান না যায় সহনি॥
স্বামী গেছে যেই দিন নিয়াছি ত বুঝে।
এখন কেবলি অপমান বিশ্বমাঝে॥
তুমি পুত্র বটে ভাল, থাক বেঁচে বাপ।
কিন্তু তুমি ঘুচাইবে কিসে মনস্তাপ॥

হয়েছে যে বউ তব সাক্ষাৎ ডাকিনী।
খেয়ে না ফেলিলে হয় তোরে যাদুমণি॥
রেখেছে ময়না বুড়ী নাম সে আমার।
ঘৃণায় যে মরি এ কি দুর্গতি অপার॥
থাক বাছা সুখে সবে করি আশীর্ব্বাদ।
কি কাজ এ বৃদ্ধকালে বাড়ায়ে বিষাদ॥
দুটি ছেলে আছ বাপ্ তোমরা এক্ষণে।
পাঠাও আমায় কাশী, কিম্বা বৃন্দাবনে॥
সংসার বন্ধন আর কেন এতখানি।
ছেড়ে দিয়ে বাঁচাও রে মোরে যাদুমণি॥”
এইরূপ বলি কত কাঁদে সেই বুড়ী।
ক্রোধে দর্পবাবু তবে ফাটান্ সে বাড়ী॥
বলে “কি আস্পর্দ্ধা এতখানি হয় তার।
অপমান করে সেই মাতার আমার॥

আমার যে গুরুজন তারে অপমান।
কেমনে আমার কাছে বাঁচায় সে প্রাণ॥
উচিত প্রাণেতে মারা এখনি তাহারে।
নারীহত্যা পাপ তেঁই নাহি ফেলি মেরে॥
হাতেও প্রহার করা নহে ত উচিত।
ছোটলোকি ধরণে সে অতীব কুচ্ছিৎ॥
অতএব তাহাও না করিব ত আমি।
করিব যা এখনি তা দেখিবে গো তুমি॥
হাতে না মারিয়ে আমি মারিব ত ভাতে।
হেন শাস্তিদান আর নাহিক ভারতে॥
ক্ষুধায় আকুল হয়ে কাঁদিতে থাকিবে।
কত ধানে কত চাল তখন বুঝিবে॥
জানে না যে মাতৃভক্ত কতটা সে আমি।
উত্তম মধ্যম শাস্তি দিব ত এখনি॥
তুমি মোর জননী গো তোমার সাক্ষাতে।
বলিনু এ সার কথা, কিছু নহে মিথ্যে॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই রহিল অটল
শ্রবণ মাত্রেতে দেহ করি দিবে জল॥
যতক্ষণ আজিকার এ দিন রহিবে।
ততক্ষণ ভাত নাহি খাইতে পাইবে॥
নামটি ভির্কুটবীচি—হয় এ ভাতের।
ভক্ষণ মাত্রেতে বাড়ে ভির্কুটি নরের॥

অতএব ভাত আজ না দিব ত খেতে।
ভির্কুটির কমি নাহি হবে ত কিছুতে॥
হাতে না মারিয়ে ভাতে মারিতে যে চাই।
সুন্দর উপায় হেন দ্বিতীয় ত নাই॥
আদেশ রহিল মম এই ত এক্ষণে।
বড়ই ব্যথিত আমি তব অপমানে॥
তোমার সুখেই সুখ জানি ত আমার।
তোমার কষ্টেতে কষ্ট বাড়য় অপার॥
অতএব উচিত ত হয় প্রতীকারে।
নতুবা বড়ই বাড় উঠিবেক বেড়ে॥"
শুনিয়ে জননী তার গণয়ে প্রমাদ।
বলে, "এ যে আরো তুই বাড়ালি বিষাদ॥
ভাত না খাইতে দিবি, এ কেমন কথা।
বাঁচিবে কেমনে তবে, শুনে পাই ব্যথা॥
মুখেতে বকিলে কি রে হয় না'ক ঢের।
এ কি বিধি বিপরীত, ছাড়া জগতের॥"
বলে দর্প, "নহে দর্প ঘুচিবেক কিসে।
ভাতেতে বড়ই রস জানে সব দেশে॥
না মারিলে ভাতে রস যাবে না ত কমে।
অধিকন্তু এই ভাব বাড়িবেক ক্রমে॥
মুখেতে শুনায়ে দেছে আজিকে কেবল।
কালিকে প্রহার পারে হতে অবিরল॥

অতএব এই বেলা চেক্ করা চাই।
নতুবা দারুণ বৃদ্ধি হবে,—ভুল নাই॥"
বলে বুড়ী, "কিছুতে করিবি না'ক ক্ষমা?"
দর্প কহে, "ক্ষমা কথা বলো না বলো না॥"
অতঃপর ক্রোধভরে যায় দর্প চলে।
দুঃখেতে দুঃখিনী বুড়ী ভাসে আঁখিজলে॥
বলে, "হায় হায় এ কি হ'ল সর্ব্বনাশ।
সারাটি দিনটে বৌউ রবে উপবাস॥
আমি বা কেমনে তবে দিব অন্ন মুখে।
উপবাস আমার যে হইল আজিকে॥
দশমীর তিথি আজি কালি একাদশী।
সমগ্র কালিকে দিন রব উপবাসী॥
তার সঙ্গে আজি দিন মিলিত হইবে।
দুইটি দিবস উপবাসেতে যাইবে॥
কি করিব উপায় ত নাহিক ইহার।
এ দুঃখের কিছুতে ত নাহি প্রতীকার॥"

ভাবয়ে তখন বুড়ী, "কেন বা মরিতে।
বলিয়া দিলাম আমি ইহারি মধ্যেতে॥
আহারের পর সব বলিলেই হত।
তা হলে এতটা নাহি কিছুতে ঘটিত॥
বড়ই মুস্কিলে দেখি পড়িনু এখন।
কেমনে বা মুস্কিলের হয় নিবারণ॥"

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে।
সমগ্র দিনটে কেটে গেল কোনমতে॥
ক্রমে সন্ধ্যাকাল এসে হলো উপস্থিত।
শুইয়া পড়িল বুড়ী হইয়া ব্যথিত॥
ক্রমে আরো দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা যায়।
গৃহে দর্পবাবু উপস্থিত পুনরায়॥
দেখে উঁকি ঝুঁকি মেরে কোথায় জননী।
ঘুমায়ে বা আছে জেগে দেখে তা তখনি॥
দেখিল ভূমেতে পড়ি রয়েছে ঘুমায়ে।
তখন সে চুপি চুপি বাজারেতে গিয়ে॥
একটি টাকার নানাবিধ যে খাবার।
কিনিয়া আনিল শীঘ্র নিমিত্তে ভার্য্যার॥
উত্তম আলুরদম লুচি তর্‌কারী।
পানতুয়া মতিচুর জিলিপি কচুরি॥
সন্দেশ মোহনভোগ পেরাকী ও বুঁদে।
আনিল বৃহৎ এক রুমালেতে বেঁধে॥
চুপিচুপি নিজ গৃহদ্বারেতে আঘাত।
করয় সে ব্যস্ত হয়ে লাগাইয়ে হাত॥
মানিনী রমণী তার উঠে মানভরে।
খুলিয়া দিল যে দ্বার অতীব সত্বরে॥
পরে পুনরপি গিয়ে করয় শয়ন।
মহামানভরে মহা ক্রোধেতে তখন॥

দেখিয়ে বাবুর বড় করুণা সঞ্চার।
করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করয় তাহার॥
বলে, "উঠ উঠ প্রিয়ে করো না'ক রাগ।
লইয়ে খাবার এই দেখাও অনুরাগ॥
সারাদিন খাওনিক কিছুই আজিকে।
নাহি জানি কত ব্যথা লাগিয়াছে বুকে॥
শীঘ্র উঠে খাও কিছু কর জলযোগ।
অকারণ কেন মিছে কর ক্লেশভোগ॥"
কহিছে মানিনী তবে, "কেন রস আর।

বোঝা গেছে ভালবাসা যতেক তোমার॥
ভাতেতে মারিবে মোরে বলিয়াছ তুমি।
কি সুখে জীবন আর ধরি তবে আমি॥
যেমনেতে পারি প্রাণ করিব ত বার।
অটল জানিও এই প্রতিজ্ঞা আমার॥
মানা করি তোমারে আর না বুঝাইবে।
কেন মিছে দশকথা এখনি শুনিবে॥
মারিবার সাধ যদি ফেল না মারিয়ে।
কি সুখ বা মোর তব হাতেতে পড়িয়ে॥
বিলক্ষণ পেনু সুখ পড়ি তব হাতে।
কি ভয় দেখাও আর বলিয়ে মরিতে॥
হবে না অধিক আর বলিতে তোমায়।
আপনি মরিব আমি জানিও ত্বরায়॥

বিষ খেয়ে, অথবা গলায় দিয়ে দড়ী।
অথবা জ্বলন্ত আগুনের মাঝে পড়ি॥
যেরূপেতে পারি প্রাণ বাহিরিব আমি।
মরিতে বিশেষ ভয় কি দেখাও তুমি॥”
কহে দর্পনারাণ তবে ত এই বাণী।
নিজ গুণে অপরাধ ক্ষম মোরে ধনি॥
কি করিব বল, আমি লোকরঞ্জনেতে।
অগত্যা কহেছি হেন, নাহি মিথ্যা ইথে॥
না কিছু করিলে লোকে কি মোরে বলিত।
অবোধ নহে ত তুমি কিছু বুদ্ধিযুত॥
আর এক কথা দেখ মারিব ভাতেতে।
এইমাত্র বলেছি ত নহে খাবারেতে॥
বাজারের খাদ্য দ্রব্য কেন না খাইবে।
ইহাতে ত সত্য মোর লঙঘন না হবে॥”
বুঝে দেখ পাঠক হে, কত বিবেচক।
এই দর্পনারাণটি জগতে একক॥
বিবেচনা-শক্তিতে এমন কেবা আর।
ত্রিভুবনে দ্বিতীয়টি নাহিক ইহার॥
বেল্লিকে যে ধরে ইনি বুদ্ধিদান দিতে।
অসঙ্গত নহে ইহা, পারেন ধরিতে॥
কেন না বুদ্ধিতে ইনি জাহাজ বিশেষ।
ইহাঁর বুদ্ধির নাহি আছয় ত শেষ॥

অতঃপর এ গল্পের বাকী যে রয়েছে।
এইস্থলে সংক্ষেপেতে বলা তা যেতেছে॥

তারপর বেল্লিকের পুনশ্চ কাহিনী।
করিব আরম্ভ, ধৈর্য্য ধর ওহে জ্ঞানী॥
দর্পের কনিষ্ঠ এক ছিল সহোদর।
বিশেষ বাহ্যিক দৃষ্টি মাতার উপর॥
ছিল না তাহার; কিন্তু অন্তরে অন্তরে।
বাসিত বিশেষ ভাল তাহার মাতারে॥
বলিত সকলে তায় অতীব বওয়াটে।
দর্পেরেই মাতৃভক্ত বলি, দশে রটে॥
সে এইদিনেতে ছিল বাড়ীতেই বসে।
মায়েরে খাবার তরে বুঝায় কত সে॥
মা কিন্তু শুনে না কথা কিছুতেই তার।
জানিয়ে নিশ্চিত ভালে নাহিক আহার॥
বলিল জননী তারে, "ওরে হাবা ছেলে।
কেমনেতে ভাত আজি আমি দিব গালে॥
খায়নিক বউ আজি ভাত সারাদিনে।
কেমনেতে দিব ভাত আমি ছার্-বদনে॥
কি বলিবে লোকে মোরে, দিবে না কি ঘৃণা।
তা ছাড়া প্রাণেতে মোর ব্যথা কি বাজে না॥
আমার ছেলের বউ, অন্য পর নয়।
সে রয়েছে উপবাসী, এ কি সহ্য হয়॥

না হোক্ পেটের মেয়ে, তবু মেয়ে সম।
আমি কি হইতে পারি, এতটা নির্ম্মম॥
হায় রে অবোধ ছেলে দর্প রে আমার।
ঘটেতে কিছুই বুদ্ধি নাহি কি তোমার॥
আহা সে পরের বাছা কত কষ্ট পায়।
কেমনে আমার প্রাণে সহনে তা যায়॥"
তখন কনিষ্ঠ সেই তনয় তাহার।
বলে "মাতা, শুন তুমি বচন আমার॥
এখনি উঠিয়ে তুমি দাও কিছু পেটে।
কেন মিছে উপবাস সমস্ত দিনটে॥
তুমিই না খেয়ে শুধু মরিবে মা প্রাণে।
ব্যাঘাত না হবে কিছু বৌয়ের ভোজনে॥
সকালে উঠেই বাল্যভোগ ত করেছে।
দিনের উপসে কষ্ট কি তার হয়েছে॥
সন্ধ্যা হলে দাদা তারে খাওয়াবে এখন।
লাভে হতে তোমারি মা হবে না ভোজন॥
যত মাতৃভক্ত বলি ভাব মা দাদায়।
নিশ্চয় ততটা ভক্ত নন তিনি হায়॥

কেবল মুখেই ভক্তি, অন্তরেতে নয়।
নিশ্চয় জানিও মাতা, নিশ্চয় নিশ্চয়॥"
জননী কহেন তারে করি তিরস্কার।
"কহিতেছ তুমি, মন যেমন তোমার॥

জানি না কি তারে আমি, ধরেছি ত পেটে।
এতটা বয়স তারে আসিতেছি ঘেঁটে॥
তাহার চরিত্র মোর কি অজানা আছে।
অকারণ কেন মোরে বকাস্ রে মিছে॥"
সে তখন কহে, "ভাল, থাক তবে তুমি।
যার যা বুদ্ধির ফল কি করিব আমি॥
ভগবান্ করুন, দেখায়ে দিতে পারি।
তবেই মা ভেঙ্গে যায়, যার যত জারি॥"
এই বলি তথা হতে চলিয়ে সে যায়।
দাদার ঘরের পাশে ঘরেতে লুকায়॥
আসিল যখন দাদা, লইয়ে খাবার।
প্রবেশিল চুপি চুপি ঘরে আপনার॥
মিনতি করিয়ে স্ত্রীরে বলিতে লাগিল।
তখন মাতার কাছে কনিষ্ঠ যাইল॥
বলে "মাতা, শীঘ্র উঠ, নাহি করে দেরি।
বিপদ এদিকে দেখি হইল ত ভারি॥
বৌয়েরে বুঝিবা খুন করিলেক দাদা।
কি জানি কি হয় সেথা, লাগে বড় ধাঁদা॥
বুকেতে বসিয়া তার দাদাটী আমার।
টান দিয়ে জিহ্বা তার করিয়াছে বার॥"
মাতা কয়, "বলিস কি ওরে অলপ্পেয়ে।
কি সংবাদ দিলি তুই মোর মাথা খেয়ে॥

চল্ চল্ দেখি গিয়ে, কি হ'ল কি হ'ল।
পুত্র কয়, "চল মাতা, শীঘ্র চ'লে চল॥
এতক্ষণে প্রাণে বেঁচে বুঝি আর নাই।
নিশ্চয় বধূরে খুন করিয়াছে ভাই॥"
এই বলি, দাদার ঘরের পাশে গিয়ে।
চুপি চুপি দেখায় জানালা ফাঁক্ দিয়ে॥
বলে "মাতা, কি দেখিছ, করেনিক খুন।
বুঝে দেখদিকি, এইবার ওঁর গুণ॥"
অবাক হইয়ে মাতা গালে দেয় হাত।
কলির ছেলের সব(ই) আজবকা বাত॥

বেল্লিককে দর্পবাবুর সুযুক্তি প্রদান।

বলেন বেল্লিক প্রতি দর্পবাবু তবে।
“শুন ভাই কহি যাহে ভাবনা ঘুচিবে॥
আছে এক বুড়ী বাড়ী মোদের পাড়াতে।
চৌকষী তাহার মত নাহি বাঙ্গালাতে॥
যেমনটি কয়ে দিবে, করিবে তেমন।
অপরূপ বহুরূপী সে ত সর্ব্বক্ষণ॥
ঠিক তব মাসী সম রহিবে সাজিয়া।
তেমনি করিবে ঠিক যা দিবে কহিয়া॥

আসিবে যখন তব শ্বশুর এখানে।
মোহিত করিয়ে তারে দিবে ত যতনে॥
না পাবেন টের তিনি কিছু ও ব্যাপার।
ঠিক যেন কাছেতেই আছ তুমি তাঁর॥
একা আছ এ সহরে যদ্যপি শুনেন।
মনে মনে সন্দ কিছু করিতে পারেন॥
কেন না বয়স কাল এখন তোমার।
হতে পারে একদণ্ডে চিত্তের বিকার॥
হয় ত খারাপ তুমি হয়েছ ভিতরে।
সন্দেহ উদয় হতে পারে যে অন্তরে॥
কিন্তু আছে মাসী তব অধীনে তাঁহার।
আছ তুমি, শুনিলে এ কথা একবার॥—
না রবে সন্দেহ আর কিছুই নিশ্চয়।
অচিরে সকল দিকে হইবেক জয়॥
‘মরেছেন মাতা, স্ত্রীর থাকা এইবার।
নিত্য কাছে কাছে হয় খুব দর্‌কার॥
আবার একাকী সেই থাকিবে কেমনে।’
ভেবে চিন্তে দাসী যদি দিবে তার সনে॥
তা হলেই সর্ব্বদিকে হবে গোলযোগ।
হবে না নিশ্চিন্তে আর কোন সুখভোগ॥
কিন্তু এ যে কল আমি দিতেছি বলিয়ে।
সকল সন্দেহ এতে দিবেক ভাসায়ে॥”

বলিল বেল্লিক তবে, “সেই যুক্তি কর।
বাঁচাও আমারে মোর বাক্য শীঘ্র ধর॥”
অতঃপর সেই মত কার্য্য সবে করে।
এ দিকেতে পত্র এক লিখেন শ্বশুরে॥

কন্যারে পাঠান পত্র পেয়ে পিতা তার।
খরচের বৃদ্ধি সেই সঙ্গেতে এবার॥
বরাদ্দ ষাট টাকা এখন মাসে মাসে।
পাঠাইয়ে দেন তিনি মনের হরিষে॥
একমাস দুইমাস এমন করিয়ে।
একটী বৎসর ক্রমে চলিল কাটিয়ে॥
দ্বিতীয় বৎসরে যাহা ঘটে অতঃপর।
একে এক শুন তাহা শ্রুতিসুখকর॥
বেল্লিকের রামায়ণ অতি সুমধুর।
একদণ্ডে যত ভ্রান্তি করি দেয় দূর॥

মনোমোহিনী হরণ।

দ্বিতীয় বৎসর ক্রমে পড়িল যখন।
ঘটিল যে আর এক অপূর্ব্ব ঘটন॥
নামটী মোহিনী এক দ্বাদশ-বর্ষীয়া।
বেশ্যা-কন্যা ছিল রূপে পৃথ্বী উজলিয়া॥
দৈবাৎ পড়িল সেই বেল্লিক-নয়নে।
মোহিত বেল্লিক হয় দেখি সেইক্ষণে॥

সেই সে বালিকা এক রাজার রক্ষিত।
মাস গেলে মাসোহরা দেয় একশত॥
তাহা ছাড়া একখানি বাড়ী দেছে করি।
সোণার গহনা গায়ে দেড়শত ভরি॥
দুশুট্ গহনা চুড়্-বাউটি সে আর।
হীরকের আংটী শত উপরে তাহার॥
কিছুর অভাব কোন দিকে নাহি আছে।
দোরে দরোয়ান এক খাড়া রহিয়াছে॥
এ হেন রমণী প্রতি বেল্লিকের মন।
নাহি জানে কেমনেতে ঘটিবে মিলন॥
উপলক্ষ্য মাত্র দর্প বাবু মধ্যস্থলে।
তাঁহার কৃপায় যদি এই ধন মিলে॥
যে রাজা রেখেছে এই বেশ্যা-দুহিতায়।
দর্পের জনেক বন্ধু সেই জন হায়॥
বুদ্ধিতে দর্পের তুল্য অল্প লোক আছে।
পরামর্শ মাগিলেন দর্পেরি সে কাছে॥
দর্প বলে, "কুচ্ পরোয়াটী নাই ভাই।
আমি তব কার্য্যে রত আছি ত সদাই॥
তবে এক কার্য্য কিন্তু হবে হে করিতে।
লুকাইয়ে নিয়ে এরে পার কি পলাতে?
যদি পার সংযোগ সে দিব কোরে আমি।
কেবল লইয়ে সঙ্গে করি যাবে তুমি।"

বেল্লিক বলিল, "আমি পারিব তা খুব।
এককালে নিয়ে এরে মারিব যে ডুব॥
ত্রিভুবনে কেহ আর নাহি পাবে খুঁজে।
পলাইব একেবারে কিষ্কিন্ধ্যার মাঝে॥
বড় ভজকট সেই কিষ্কিন্ধ্যা সহর।
সহজে না পারে তথা যেতে কোন নর॥
তথা গিয়ে লুকাইয়ে রহিব হে আমি।

কেবল মিলায়ে যদি দিতে পার তুমি॥”
শ্রীদর্প বলিল, “তার ভাবনা কি আছে।
নিশ্চয় জুটায়ে তারে দিব তব কাছে॥
তার পর যাহা পার কর গিয়া তুমি।
সে বিষয়ে নহি দায়ী কিছুতেই আমি॥
তবে এক কথা আছে ইহার ভিতরে।
অর্থ যাহা পাবে তাহা দিবে অর্দ্ধ মোরে॥”
কহিল বেল্লিক, “তার কি ভাবনা আর।
অর্থ যাহা সকলি সে জানিও তোমার॥
নহিক এমন আমি নেমকহারাম।
নাহি দিব পুরস্কার, পূরলে মনস্কাম॥”
দর্পের খুসীর আর নাহি রয় সীমা।
দেখাইল বুদ্ধি যার নাহিক উপমা॥
মাসেকের মধ্যে এক দিন স্থির হ’ল।
সেই দিন পলাবার পক্ষে খুব ভাল॥

আশ্বিনের সেই দিন পূজার সময়।
রাজার বাড়ীতে মহাধূমে পূজা হয়॥
নিজ বাড়ী নয়, এই বেশ্যার বাড়ীতে।
হয় পূজা, সুধীজন, জানিও গো চিতে॥
কত লোক আসে যায় এই পূজাকালে।
অবারিত দ্বার এবে কি সন্ধ্যা সকালে॥
কত নাচ-গান হয় পূজার সময়।
আমাদের স্রোত যেন চারিধারে বয়॥
এই সে সময়ে মহা অষ্টমীর দিনে।
মাতাল সকলে অতি মদ্য আদি পানে॥
নিমন্ত্রণে কত লোক আসিল নিশায়।
তার মধ্যে দর্পবাবুটীও স্থান পায়॥
মোহিনীর সঙ্গে তার আছিল সম্প্রীত।
দুঁহু প্রাণে ভালবাসা ছিল যথোচিত॥
রাজার ভয়েতে কিন্তু না করে প্রকাশ।
ভবিষ্যে নির্ভর মাত্র করি রাখে আশ॥
যদি ভবিষ্যতে ঘটে কোন সদুপায়।
দোঁহে দুঁহু প্রাপ্তে সুখ দিবে দুজনায়॥
বিবাহিত রাজার সে নাহি ছিল বটে।
তথাপিও রোকশোধ সহজে না ঘটে॥
দশ বৎসরের ‘বন্দোবস্ত’ করা ছিল।
কড়ারে করিয়ে বদ্ধ রাজা রেখেছিল॥

এই দশ বর্ষমধ্যে কেহ কারু সনে।
পারিবে না মিলিবারে প্রণয় কারণে॥
যদ্যপি তা মিলে দিতে হবে গুণাগার।
বুঝিয়ে বেবাক টাকা ফিরে পুনর্ব্বার॥
সুতরাং লুকায়ে পলায়ন ছাড়া অন্য।
ছিল উপায় তাহাদের আর কোন॥
আজি সে পালান তারা সাব্যস্ত করিল।
আরতির পরেতেই দোঁহে বাহিরিল॥
বেল্লিকের রামায়ণ শুনিতে অদ্ভুত।
একদণ্ডে নরদেহ পায় যত ভূত॥

পঞ্চম কাণ্ড।

ধরপাকড়্—কিষ্কিন্ধ্যাগমন।

দরোয়ান যারা যারা দ্বারদেশে ছিল।
সকলেই সেই দিন মাতাল আছিল॥
কেহ না রুকিল গতি,—দেখিল না চেয়ে।
সটান দুজনে দ্বার গেল পার হয়ে॥
টাকা-কড়ি গহনাদি যাহা যাহা ছিল।
সমস্তই গাঁট বাঁধি সঙ্গেতে লইল॥
কেবল বাড়ীটী মাত্র রহিল সেথায়।
আর সে পালকমাতা একাকিনী, হায়॥
"যা করে করুক সেই, মোর কিবা ডর।
আমি ত পলায়ে বাঁচি, মোতে কি নির্ভর॥"
এইরূপ চিন্তি মনে পলায় বালিকা।
পালক-মাতাটী মাত্র রহে সেথা একা॥
কিছু দূর গিয়ে দর্প বেল্লিকের সনে।
তাহার বাড়ীতে দেখা করিল গোপনে॥
বেল্লিক অমনি সেজে গুজে বাহিরিল।
সেই দণ্ডেতেই কিষ্কিন্ধ্যাতে পলাইল॥

যাবার কালেতে মোহিনীর কাণে কাণে।
গুটীকত কথা কি কহিয়ে সঙ্গোপনে॥
বিদায় মাগিল রূপসীর স্থানে সেই।
কিছুদিন যাবৎ দেখাটি আর নেই॥
ট্রেণে চড়ি বেল্লিক কিষ্কিন্ধ্যা চলি যায়।
কত মজা কিছুদিন লুটিল সেথায়॥
এদিকেতে অভাগিনী একাকিনী সেথা।
নাহি জানে এদিকের কিছুই বারতা॥
যাবার কালেতে শুধু এই বোলে যায়।
বিশেষ কার্য্যেতে কোন চলি কিষ্কিন্ধ্যায়॥
জিজ্ঞাসা যদ্যপি কেহ করয় তোমারে।
স্বরূপ কাহিনী কিছু না বলিও তারে॥
বলিও, "সঠিক আমি কিছু নাহি জানি।
মুখেতে তাহার কোন কথা ত শুনিনি॥
তবে শীঘ্র আসিবেন আছে ইহা জানা।
পত্র আদি এ অবধি কিছু লিখেন না॥"

পত্নী অভাগিনী তাই মাত্র শুনিয়াছে।
অন্য কথা কিছু নাহি জানা তার আছে॥
ভাবে শুধু, "এ কি হলো, গেল চলে কোথা।
ভাঙ্গিয়ে কি হেতু নাহি কহে কোন কথা॥
গোপন করার কিবা আছয়ে কারণ।
আমি পত্নী আমারে বা কিসের গোপন॥

হেন কথা কিবা তার জগতে বা আছে।
ভেঙ্গে যা বলিতে নাহি পারে মোর কাছে॥
আমা হতে প্রিয়বস্তু কিবা আছে তার।
হেন দ্রুত পলায় সে নিমিত্তে যাহার॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার কপালে।
আমারে আমার স্বামী সত্য নাহি বলে॥
টাকা দিয়ে পিতা মোর পালিল তাহায়।
তোর কি না অবিশ্বাস এতটা আমায়॥"
অতঃপর পিতারে সে পত্র এক লিখে।
যাহা যাহা স্বামী তার বলেছে তাহাকে॥
পত্র পেয়ে পিতা মহা চিন্তিত হইল।
"কি করিলে ভাল হয়," ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিতে ভাবিতে এই সিদ্ধান্ত সে করে।
"দেখিতে অবশ্য হবে মাসেকের তরে॥
তার পর যাহা করিবার করা যাবে।
আগে থেকে বৃথা কেন মরি আমি ভেবে॥"
পরে সেইমত পত্র লিখেন কন্যারে।
"চুপ কোরে, দিন কত থাক ধৈর্য্য ধোরে॥
লেখা-পড়া শিখিয়াছে মূর্খ সেই নয়।
প্রয়োজন কিছু তার পড়েছে নিশ্চয়॥
নতুবা এমন ভাবে কেন সেই যাবে।
লেখা-পড়া-ফল তার কি ধরিল তবে॥

চুপ কোরে কিছুদিন থাক তুমি সেথা।
করিব ব্যবস্থা সব থাকি আমি হেথা॥
ধন যার বল তার আছয় নিশ্চিত।
কেন মাতঃ চিন্তা তুমি কর বিপরীত॥
যত শীঘ্র পার তার ঠিকানা জানিবে।
দিন কত দেখে এক পত্র লেখা যাবে॥
সেই পত্র পেলে সে করিবে বিবেচনা।
মন তার তখন যাইবে ভাল জানা॥
একমাত্র কন্যা তুমি হও তো আমার।

কিসের ভাবনা বল, আছয় তোমার॥”
পত্র পেয়ে অভাগিনী—রহে ধৈর্য্য ধোরে।
এ দিকেতে শুন যাহা ঘটে অতঃপরে॥
বেল্লিকের রামায়ণ অতীব রসাল।
পাঠ মাত্রে রস মুখে হয় এক গাল॥

রাজাবাবুর বিরহ-বর্ণনা।

এদিকেতে রাজাবাবু নেশা ছুটে গেলে।
ঘর শূন্য দেখিয়ে যে হাত দেয় গালে॥
বুঝিতে না পারে কিছু কি যে সংঘটিল।
পাঁতি পাঁতি করি বাড়ী খুঁজিতে লাগিল॥
কোথা কিন্তু পাবে তারে খুঁজিয়ে বা আর।
একেবারে হইয়াছে সে পগার পার॥

কিষ্কিন্ধ্যানগরে গিয়ে হৈল উপনীত।
কে আর সম্মুখে তারে করে উপস্থিত॥
ঘরেতে পালকমাতা যে নারী আছিল।
দ্রুতপদে গিয়ে রাজা তারে সুধাইল॥
বলে, "কোথা কন্যা তব বল শীঘ্র করি।
নতুবা বিরহে তার আমি যে রে মরি॥
সামান্য বিরহ এ তো নহেক কখন।
সাক্ষাৎ ইন্দ্রের বজ্র বক্ষেতে পতন॥
সামান্য ত ভালবাসা নহেক আমার।
ঠিক যেন চাক্ষুষ্ সে ফল্‌স নায়েগ্রার॥
প্রাণের মধ্যেতে তার হয় ত উচ্ছ্বাস।
বাহিরে নিশ্বাসে কিন্তু দেখ তা প্রকাশ॥
শব্দেতে বধির কর্ণ যে জন নিকটে।
নিশীথে নিদ্রা সে তার ঘটে কি না ঘটে॥
ভাবিয়ে আকুল সেও কি হয় কি হয়।
আমার ত বাহ্যজ্ঞান গেছেই নিশ্চয়॥
বাঁচিয়েও মৃতকল্প হয়েছি যে আমি।
কোথা "মৃত সঞ্জীবনী" দাও শীঘ্র তুমি॥
তোমারি কন্যা সে 'মৃতসঞ্জীবনী' মম।
দাও শীঘ্র আনি তারে, হয়ো না নির্ম্মম॥
তুমি যদি মমতায় না হও গলিত।
নাহি আনি দাও তারে হয়ে ত্বরান্বিত॥

কি হয় উপায় মোর কেমনেতে বাঁচি।
আছি যে এখনো, শুদ্ধ তারি আশে আছি॥
সে যদি না কাছে মোর এখনি আসিবে।
দেখিবে এখনি প্রাণ বাহিরিয়ে যাবে॥
গেলে এ পরাণ আর কে খেলে এ খেলা।
কে আর বসায় হেথা এ রসের মেলা॥
ঘর বড়ী আত্মজন ত্যজেছি সকলি।

তোমারি কন্যারে সার করিয়াছি খালি॥
বেচিয়ে আপন বাড়ী আপন বাগান।
তার এ বাগান-বাড়ী করেছি নির্ম্মাণ॥
মা-মাসী আত্মীয়জন যে যথায় ছিল।
তারে দিতে গহনা সবার সোণা গেল॥
দেহ মান জাতি প্রাণ সকল সঁপিয়ে।
একান্তে তাহারি ধ্যানে আছি ত ধরিয়ে॥
এতটা যে ভালবাসা এতটা যে টান।
তাহারি কি হয় হায় এই প্রতিদান।॥
ভাসায়ে অকূলে হেন যায় পলাইয়ে।
কেমনে বল না আমি থাকিব বাঁচিয়ে॥
ওগো ও পালকমাতা ধরি তব পায়।
বল না কেমনে আমি পাব পুনঃ তায়॥
পাই যদ্যপি তারে, বলো খুলেখালে।
প্রাণ দিব এখনি গো তব পদতলে॥

তুমিই জুটায়ে তারে দিলে মোর সনে।
তুমিই বলিলে ভালবাসে সে অধীনে॥
না পেলে আমারে সেই না রাখিবে প্রাণ।
তুমিই এ কথা মোরে বলেছ প্রমাণ॥
এখন এমন ধারা কেন তবে হয়।
বল দেখি খুলে মোরে করিয়ে নিশ্চয়॥”
এই বলি কাঁদে রাজা হইয়ে আকুল।
অকূল চিন্তায় তার নাহি মিলে কূল॥
বুড়ীটী পালকমাতা বলে হেসে হেসে।
“কোথা পেলে এত রস এ অল্প বয়সে॥
লুকায়ে কন্যারে মোর আপনা হইতে।
আপনি পুনশ্চ তারে এসেছ খুঁজিতে॥
মরি মরি সোণার চাঁদ রে যাদুমণি।
বটে সত্য তুমি ঠিক লোকটী এমনি॥
ভাজা মাছ উল্টায়ে না জান তুমি খেতে।
ভাল ন্যাকা সাজিয়াছ তুমি ন্যাকামিতে॥
আমিও তোমারে সোজা দিতেছি বুঝায়ে।
অচিরে তাহারে তুমি দাও ত মিলায়ে॥
নতুবা সহজে নাহি ছাড়িব তোমায়।
দেখাব কত সে মজা হয় কতটায়॥
একমাত্র কন্যা মোর বার্দ্ধক্য সম্বল।
আছি যে বাঁচিয়ে তারি ভর্সায় কেবল॥

রোজ্‌গার করিবার শক্তি এবে আর।
একটুও এ নিশ্চয় নাহিক আমার॥
তারি রোজগারে প্রাণ ধরি হে এখন।
সে আশার বৃক্ষ তুমি করিলে ছেদন॥
কি নিষ্ঠুর বল দেখি তুমি এ ভুবনে।
ফাঁকি দিতে চাও মোরে এ কন্যা রতনে॥
খুন করিতে যে তুমি পারহ নিশ্চয়।
তোমার মতন খুনে ভুবনে কে হয়॥
এ বুড়ো বয়সে মোরে কর অসহায়।
বল দেখি আর মম আছে কি উপায়॥''
এত বলি পুলিশে সে চায় ছুটে যেতে।
নিষেধ করেন রাজা হস্ত-সঙ্কেতেতে॥
বলে ''বুড়ী কি অনর্থ বাধাও এমনে।
মিছামিছি তোমা আমা বিসম্বাদ কেনে॥
একান্ত যদ্যপি তুমি নাহি কিছু জান।
ভাল এক যুক্তি মম তবে তুমি শুন॥
নিশ্চয় রাত্রিতে কোন চোর এসেছিল।
সেই সে কন্যারে তব নিয়া পলাইল॥''
বুড়ী বলে, ''দুয়ারেতে রয় দরোয়ান।
কেমনেতে চোর সেই করিল পয়াণ॥
অবশ্য তোমার কোন লোক না হইলে।
কেমনে সহজে সেই যেতে পারে চলে॥

তোমারি ইয়ার-বন্ধু-ভিতরে এ কাজ।
অপরের সাধ্য কিবা পশে এর মাঝ॥''
রাজারো অন্তরে সন্দ হয় সমুদিত।
''অবশ্য এ কার্য্য কোন ইয়ারের কৃত॥
কিন্তু কেবা সে পাষণ্ড করিল এমন।
কে আছে এমন শত্রু করিবে এমন॥
জ্ঞানে ত অনিষ্ট কারু আমি করি নাই।
কি পাপে ভাগ্যেতে মোর ঘটে এ বালাই॥
ভাল ভেবে চিন্তে খোঁজ নিয়ে অতঃপর।
অবশ্য বাহির করিব সে কোন্ নর?
আমার চক্ষেতে ধূলা দেবে সাধ্য কার।
অচিরেই প্রতিশোধ নিব ত ইহার॥
নিযুক্ত করিব চর চারিদিকে আমি।
তুমিও সতর্ক হয়ে থাক দিনমণি॥
শীঘ্রই ধরিব চোর কি ভাবনা ইথে।
কেমনেতে ধূলা সেই দিবেক চক্ষেতে॥

এই ত কজন মাত্র ইয়ার আমার।
করিয়াছে একজন মধ্যেতে ইহার॥
করিবই কথা বার যেমনেতে পারি।
তার পর শাস্তি যাহা দিব ত তাহারি॥
অল্পে কি ছাড়িয়ে দিব মনেও করো না।
তেমন ছেলেই আমি নই কি জান না॥

একবার অঙ্কুশে জানিলে পরে হয়।
প্রত্যক্ষ দেখিবে তুমি করিব প্রলয়॥"
এইরূপ বলি তারে বুঝায়ে সুঝায়ে।
শীঘ্রগতি বাটী হতে যায় বাহিরিয়ে॥
যথা দর্পনারায়ণ তথা ক্রমে যায়।
গিয়ে চুপি চুপি তারে এইটি সুধায়॥
"ভাই রে, তুমি যে মম ইয়ার প্রধান।
নাহিক বান্ধব আর তোমার সমান॥
জেনেছ সকলি তুমি ঘটেছে যা মোর।
দুঃখের আমার নাহি নিরখি ত ওর॥
কি করি কি হয় ভাই, কহ ত উপায়।
নতুবা পরাণ মোর দেখ বাহিরায়॥
কোথা মনোমমাহিনী সে পরাণ আমার।
সে বিনে সকলি আমি হেরি যে আঁধার॥
পার যদি তুমি ভাই অন্বেষিতে তারে।
করিব সন্তুষ্ট তোমা যোগ্য পুরস্কারে॥
অগ্রিম যদ্যপি চাও তাও বরং দিব।
কিছুতে পশ্চাৎপদ আমি নাহি হব॥"
শুনি দর্পনারায়ণ হাসে মনে মন।
ভাবে, "ভাল দাঁও এই হয় ত ঘটন॥
গাছের তলার,—দুই নিব ত এবার।
এমন সৌভাগ্য বল ঘটে আর কার॥

মম সম ভাগ্যবান্ কেবা আর আছে?
হেলায় সুযোগ কেন খোয়াইব মিছে॥"
মনে মনে এইরূপ করি আন্দোলন।
ধীরে ধীরে নৃপবরে করি সম্ভাষণ॥
কহে ধীরে ধীরে এই সুমধুর বাণী।
আহা বাণী নয়, যেন মিছরির খনি!!
"শুন রাজা, তবে তুমি মম শ্রীমুখেতে।
পাবে মোহিনীরে তুমি যেই প্রকারেতে॥
গিয়াছে সে কিষ্কিন্ধ্যার কোন এক স্থানে।

বলিব না নাম এবে কোন বাবু সনে॥
একটী হাজার টাকা মোরে যদি দিবে।
অবশ্য আনিয়ে আমি দিব তোমা তবে॥
তাও সে অগ্রিম মোরে পার যদি দিতে।
তবেই যাইব আমি তাহারে আনিতে॥"
রাজা কয়, "ভাল, ভাল, তাই দিব তোমা।
তোমার গুণের আমি নাহি পাই সীমা॥
এত বলি বাড়ী গিয়ে কোন গতিকেতে।
জোগাড় করিল সেই টাকা দিনেকেতে॥
করিয়ে দর্পের করে করিল প্রদান।
ধরিতে বেল্লিকে দর্প কিষ্কিন্ধ্যায় যান॥
সঙ্গেতে পুলিস সাজাইয়ে দশজনে।
উপনীত ত্বরা গিয়া হয় সেই স্থানে॥

বেল্লিকের রামায়ণ অতি চমৎকার।
একদণ্ডে করে যাহে চিত্তের বিকার॥
পাঠমাত্রে দিব্যজ্ঞান যত জীব পায়।
তিন সাতে একুশ পুরুষ স্বর্গে যায়॥

দর্পনারায়ণের অভিপ্রায়।

মনেতে দর্পের এই ছিল অভিপ্রায়।
দেখায়ে পুলিস ভয় যদ্যপি তাহায়॥
সেই সে বেল্লিকে পারি তাড়াতে কৌশলে।
যাতে কোরে মোহিনীরে যায় সেই ফেলে॥
তার পরে মোহিনী সে আছে ত আমারি।
রব চিরকাল সুখে সঙ্গেতে তাহারি॥
সে আমার, আমি তার, আমা বই কারে।
সে আর জানায় হায় এই ত্রিসংসারে॥
কত আশা হৃদয়েতে আছিল যে পোষা।
একমাত্র আমি তার বিশ্বে ত ভরসা॥
না জানিত এ জগতে কারেও আপন।
দিবানিশি অন্তরেতে আমারি চিন্তন॥
সেই আমি এতদিন আছিনু যে পর।
পারিনি পাইতে তারে অন্তর-ভিতর॥
মনেদুঃখ মনেতেই রেখেছিনু চেপে।
তেঁই এ কৌশলজাল পাতিলাম চুপে॥

ভাবিল বেল্লিক মনে তাহারি কারণে।
এ কৌশলজাল আমি পাতিয়ে সেখানে॥
হরিনু মোহিনী ধনে অষ্টমীর রাতে।
পাঠানু কিষ্কিন্ধ্যাধামে তাহারি সে সাথে॥
মনের সুখেতে সেই লয়ে তারে গেল।
আমারে চূড়ান্ত বোকা ভাবিয়া লইল॥
জানে নাকো ভিতরেতে কি কল আমার।
কেমনে মোহিনী পুনঃ করিব উদ্ধার॥
এই যে যেতেছি আমি সঙ্গেতে পুলিস।
এই যাওয়াতেই সব হবে ডিস্‌মিশ্‌॥
যার ধন তার কাছে হইবে মিলিত।
মাঝে হতে বোকারাম হবে বুদ্ধিহত॥
বুদ্ধির গোড়ায় তার ধোরে যাবে ঘুণ।
কপালেতে একদণ্ডে লাগিবে আগুন॥
বুঝিবে তখন হায় কি কার্য্য করেছি।
কেন মাটী খেয়ে এরে নিয়ে পলায়েছি॥
একুল ওকুল তার দুই কুল যাবে।
তাহার উপরে স্ত্রীও চূড়ান্ত রাগিবে॥
তবে যে করেছি ইহা এত ফারফেরে।

সঙ্গেতে দিয়েছি ওর নিজে চুরি কোরে॥
তাহার কারণ নিজে সাফাই হইব।
সহজেতে ধরা-ছোঁয়া কারেও না দিব॥

কাছেই রাজার যদি রহি আমি দেখে।
কখন করিতে সন্দ না পারে আমাকে॥
নিশ্চয় ভাবিবে ইহা অপরের কাজ।
না হবে পাইতে মোরে একটুও লাজ॥
তার পর গোলমাল চুকিয়া যাইলে।
মনসুখে তার সাথে যাব পুন মিলে॥"
ভাবিয়ে এমন সুখে রওনা ত হয়।
একটি দিনেই তথা গিয়ে পঁহুছয়॥
পঁহুছিয়া মাত্র তথা না পাঠায়ে চর।
একেবারে উপনীত বেল্লিক-গোচর॥
কহিল বেল্লিকে গিয়ে, "শুনহ ব্যাপার।
সন্দেহ তোমার 'পরে হয়েছে রাজার॥
শুনিয়াছে কার মুখে আনিয়াছ তুমি।
পাঠায়েছে চর হেথা সেই কথা শুনি॥
বোধ হয় এতক্ষণে তারাও পৌঁছিল।
বিলম্ব নাহিক বড় এখনি ধরিল॥
কি করিবে কর তাহা আত্মরক্ষা তরে।
আসিনু ইহার তরে জানাতে তোমারে॥
অগাধ পয়সা তার রাজা সেই হয়।
কি জানি অনর্থ কিবা সংঘটি পড়য়॥
করিবারে সাবধান আসিলাম তাই।
এখন সুযুক্তি যাহা কর তুমি ভাই॥"

শুনিয়া বেল্লিক এই বাণী তার মুখে।
মুহূর্ত্তে ভয়েতে যেন উঠিল চমকে॥
বলিল, "তাই ত দাদা, কি হয় উপায়।
তুমি বই এ বিপদে কে আর তরায়॥
তোমারি ভরসা আমি সর্ব্বদা হে করি।
কেমনে বল না ভাই এ বিপদে তরি॥"
দর্প কয় "শীঘ্র এরে সঙ্গে মোর দাও।
একাকীই দিনকত থেকে হেথা যাও॥
আসিবে যখন তারা বাসাতে তোমার।
মোহিনীর দেখা তারা পাবে না ত আর॥
কাজে কাজে অবিশ্বাস না করিবে তারা।
তোমারেও ভেবে নাহি হতে হবে সারা॥

কলিকাতা সহরেই লইয়া ইহায়।
এই দণ্ডে চলে আমি যাব পুনরায়॥
কোন এক পাড়াগ্রামে নিকটে উহারি।
থাকিব একটি কোন বাসা স্থির করি॥
তার পর পত্র লিখে নে যাবো তোমায়।
সুখেতে মিলিব তিনজনে পুনরায়॥
আপাতত দিন কত একা রই হেথা।
অচিরে ঘুচিয়ে যাবে যত মনোব্যথা॥"
বেল্লিক বলেন, "ভাল তাই নয় কর।
তুমি এরে দিনকত কর স্থানান্তর॥

তুমি মোর চিরদিন আছ উপকারী।
যা হোক কিনারা কিছু কর দয়া করি॥"
এত বলি মোহিনীর নিকটেতে গিয়ে।
বেল্লিক সকল কথা বলে বুঝাইয়ে॥
বলে, "দর্প বলে, রাজা পাইয়াছে টের।
প্রেরণ করেছে চর সন্ধানে মোদের॥
নিয়ে যেতে চায় দর্প তোমা হেথা হতে।
দিন কতকের মত অপর স্থানেতে॥
দিন কত আমি হেথা রহিব একাকী।
পুনশ্চ মিলিব গিয়া দিন কত থাকি॥
শীঘ্রই আসিবে তারা খুঁজিতে এখানে।
দেখিবে অথচ তুমি নাহি কোনখানে॥
কোন সন্দ নাহি রবে ঘুচিবেক গোল।
ফিরে যাবে চর যত হইয়ে চঞ্চল॥
তোমারে না পেলে পরে কি কার্য্যে আমায়।
অচিরে দেশেতে চ'লে যাবে পুনরায়॥
অতএব কহি তোমা শুন দিয়া মন।
যাও তুমি শীঘ্র ওর সঙ্গেতে এখন॥
দিন কত ওর বশে থাকহ সুন্দরি।
আবার মিলিব তব সঙ্গে ত্বরা করি॥
দর্পবাবু সম আর নাহি বুদ্ধিমান্।
হিতৈষীও নাহি মম উঁহার সমান॥

উঁহারি বুদ্ধির বলে পেয়েছি তোমারে।
উঁহারি কৃপায় পুন পাব সুখে তোরে॥
এই যে বিপদ্‌বারি নাহি পারাপার।
বদন ব্যাদানি ভীম সম্মুখে আমার॥
তরিব তা অনায়াসে ওঁরি বুদ্ধিবলে।

ওঁর সম বন্ধু মম নাহিক ভূতলে॥”
সুন্দরী কহেন, “তবে করহ শ্রবণ।
হে বেল্লিক বন্ধু মম হৃদয়-রতন॥
সরল অন্তর না কি এদিকে তোমার।
তেঁই না বুঝিছ এর মধ্যে ফেরকার॥
সহজ যতটা ওঁরে কর বিবেচনা।
ততটা নিশ্চয় উনি কভু না কভু না॥
বড় গোলযোগ রহে ওর অন্তরেতে।
অমন কুচক্রী আর নাহিক ভারতে॥
যদি বল সে কেমন শুন দিয়া মন।
আশ্চর্য্য কাহিনী যাহা করিব কীর্ত্তন॥”
বেল্লিকের রামায়ণে সকলি বেল্লিক।
যে না পাঠ করে তার জীবনেই ধিক॥

মোহিনী কর্ত্তৃক গূঢ়রহস্য ভেদ।

কহিতে মোহিনী তবে করে আরম্ভণ।
শুন শুন অপরূপ এক বিবরণ॥

একটী বনেতে এক শিবা ও হরিণ।
বন্ধুভাবে দুইটীতে ছিল কিছুদিন॥
দুজনেই দুজনেরে ছাড়ি নাহি থাকে।
কত যেন ভালবাসা বাসে এ উহাকে॥
হরিণের বাস্তবিক নাহি গোল মনে।
চূড়ান্ত পিরীতি স্থান পায় তার প্রাণে॥
কোন রূপ ছল কল নাহি জানে সেই।
শৃগালের মনে কিন্তু ছল বই নেই॥
ভালবাসা অভিপ্রায় তাহার না হয়।
কিরূপে খায় যে তারে এই চিন্তা রয়॥
একদিন বলিল সে হরিণেরে ডাকি।
শুন ভাই এক যুক্তি চিত্তে যাহা রাখি॥
বৃথায় সময় কেন করি হে যাপন।
তার চেয়ে করি এস ক্ষেত্রের কর্ষণ॥
বপন করিলে তায় বীজ সময়েতে।
অবশ্য মনের বাঞ্ছা পূরিবে তাহাতে॥
রীতিমত পুরস্কার পাব যথাকালে।
অন্নের চিন্তা ত আর না রবে কপালে॥
আবার অন্নের চিন্তা যদ্যপি না রয়।
কারি বা দ্বারস্থ আর হতে তবে হয়॥
কহিল হরিণ তবে, মহা আনন্দেতে।
বল কোন্ চাষ তবে, হবে আরম্ভিতে॥

এখনি প্রস্তুত আমি আছি ত ইহায়।
বল কোন্ কার্য্য হবে করিতে আমায়॥
সাধ্য যদি হয় তাহা সাধিব এখনি।
তার জন্যে চিন্তা নাহি কর গুণমণি॥
তোমার যা ভাল জ্ঞান সেই মোর ভাল।
তুমি ভাল বলিলেই মোর ভাল হ'ল॥
আমার দোসরা ভাল নাহি ত কিছুতে।
বল একে বল ভাই কি হবে সাধিতে॥"
শৃগাল কহিল, "তব শৃঙ্গ মজ্‌বুত।
মৃত্তিকা চষিতে তব ক্ষমতা অদ্ভুত॥
মনে যদি কর এক দণ্ডের মধ্যেতে।

পার এক বিঘা জমি তুমি হে চষিতে॥
অতএব কর তুমি ক্ষেত্রের কর্ষণ।
যথাকালে বীজ আমি করিব বপন॥
তার পর সেই শস্য পাকিবে যখন।
দুজনে পড়িয়ে তাহা করিব কর্ত্তন॥
তার আর কাজ যাহা তাহাও সাধিব।
তার পর দুই ভাগ সমান করিব॥
দেখিয়ে সকল লোক হবে বড় খুসী।
সেই খুসী দেখিতেই ভাল আমি বাসি॥"
হরিণ বলিল, "এ ত মন্দ কথা নয়।
এই দণ্ডেতেই আমি লাগিব নিশ্চয়॥

যত জমি পাও তুমি লও খাজনা করি।
এ কার্য্যে সন্তুষ্ট আমি আছি ওহে ভারী॥
চষিবার ভার যাহা দিলে তুমি মোরে।
অপারগ কদাচ না হব সেই ভারে॥
অতীব আনন্দে আমি করিব কর্ষণ।
চল ভাই কোথা হবে করিতে গমন॥"
শৃগাল বলিল, "চল, করি তবে চাষ।
চাষের কাজেতে লাভ আছে বারমাস॥
আপাতত ইক্ষুচাষ করি চল গিয়ে।
দেখি পাই কি না লাভ এ চাষ করিয়ে॥"
হরিণ বলিল "ভাল, তাই তবে করো।
প্রথমে আকেরি চাষ ভাল তাই ধরো॥
কত রস কত গুড় পাবো তবে খেতে।
বড়ই আনন্দ মোর আকের চাষেতে॥"
এত বলি জমি-চাষে চলিল হরিণ।
রীতিমত পরিশ্রম কৈল কিছু দিন॥
তার পর শৃগালে বুনিল তাহে আক।
যথাকালে সেই আকে ধরিলও পাক॥
কাটিল সেই সে আক পড়ি দুইজনে।
আধাআধি ভাগ করি লইল এক্ষণে॥
বেবাক গোড়ার দিক রৈল একদিকে।
বেবাক্ ডগের দিক্ রয় আর দিকে॥

পরেতে শৃগাল এই করিল বিচার।
হরিণ খেটেছে বেশী ডগা হবে তার॥
শৃগাল খেটেছে কম অতএব গোড়া।
গোড়ায় কি আছে ছাই খালি ধূলো ঝাড়া॥

সহজে সরল মন হরিণ জাতের।
সহজে বুঝে না অত শত ফারফের॥
হাসি-মুখে সেই সে ডগেরি ভাগ লয়ে।
যায় ঘরে স্ত্রীরে তার দেখায় যে গিয়ে॥
দেখিয়ে স্ত্রী তার রেগে হয় ত আগুন।
"এতখানি দেহ তব বিন্দু নাহি গুণ॥
আকের গোড়ারে ফেলি আন কিনা ডগা
তোমার অদৃষ্টে দেখি আছে ভিক্ষে মাগা॥
সামান্য এটুকু যার নাহিক গেয়ান।
কি কোরে করিতে হয় ভাগ সে সমান॥
তেমন লোকের হয় মরণ মঙ্গল।
নতুবা কাজেতে তার আছেই গরল॥"
"যা হবার হয়ে গেছে" হরিণ কহিছে।
"আর নাহি অকারণ বোকে মর মিছে॥
এবার পুনশ্চ চাষ হইবে যখন।
নিশ্চয় গোড়ারি ভাগ করিব গ্রহণ॥
গোড়ার তরেতে কেন এত কিচিকিচি।
ভুল করিয়েই নয় ডগা লইয়াছি॥

পুনরায় চাষ যদি করিব এবার।
নিশ্চয় ডগাটী নাহি লইব ত আর॥
এবার লইব গোড়া অন্যথা না হবে।
এমন ভুল ত তুমি আর না দেখিবে॥
দেখহ যদ্যপি হেন ভুল পুনর্ব্বার।
কখন মুখ না তুমি দেখিবে আমার॥"
এত বলি শৃগালের কাছে সে হরিণ।
যায় চলি দুঃখমনে পুনঃ সেই দিন॥
বলে, যা ঘটেছে হেথা, বাড়ীতে তাহার।
যেরূপে রমণী তার করে তিরস্কার॥
শৃগাল শুনিয়ে বলে "তার জন্যে কিবা।
আগামী বৎসরে আর না বলিবে হাবা॥
আগামী বৎসরে ধান রোপিব এবারে।
ভাবিতে হবে না আর গোড়া পাইবারে॥
নিশ্চয় এবারে গোড়া দিব ত তোমায়।
যদ্যপি তাহার এত বাসনা গোড়ায়॥"
এই বলি আপাততঃ সবে চুপ চাপ্।
হরিণী হরিণে এবার করিল ত মাপ॥
অতঃপর দ্বিগুণ উৎসাহে পুনর্ব্বার।
ধান্যের চাষেতে মন পড়িল দোঁহার॥

যথাকালে সেই ধান্য সুপক্ক হইল।
আবার কাটিয়ে দোঁহা ভাগ করি নিল॥

ডগা হেতু গতবারে হরিণী বকেছে।
এবার হরিণ ডগা নাহি ত নিতেছে॥
এবার নিশ্চয় গোড়া লইবারে মন।
কাজেই হরিণ করে তাহাই গ্রহণ॥
নিয়ে গোড়া মহানন্দে বাড়ীপানে যায়।
"হরিণী, হরিণী" বলি, ডাকে ঘন তায়॥
হরিণী ছুটিয়ে আসে,—বলে, "কি ব্যাপার।"
হরিণ ধান্যের গোড়া রাখে সাম্নে তার॥
দেখিয়া হরিণী তবে রাগিয়ে আগুন।
বলে, "মিন্স আজি তোরে করিবই খুন॥
এত বোকা তুই যদি কিবা তবে সুখ।
লুকোক্ অচিরে তোর ঐ কালামুখ॥
এমন নির্ব্বোধ যেই বাঁচা বিড়ম্বনা।
সে যেন তিলেক আর বাঁচিয়ে থাকে না॥
বাঁচিলেই দুঃখ তার আছে কপালেতে।
আমিও আর ত জ্বালা পারি না সহিতে॥"
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হরিণ আবার।
আবার সখেদে যায় কাছেতে সখার॥
সখা বলে "এত যদি তার বাড়াবাড়ি।
কেমনে দুজনে আর তবে বল মিলি॥
আমারে ছাড়িয়ে তুমি থাক তারে লয়ে।
কেমনে বাঁচিবে বল নিত্য হেন সয়ে॥

কিসের বা বন্ধু আমি তা হতে ত নই।
সে যা বলে কর তাই সুখ জান অই॥"
এত বলি বিমুখ শৃগাল তার প্রতি।
হরিণ কাঁদিয়ে পুনঃ করিল মিনতি॥
না ভাই তোমারে আমি ছেড়ে ত দিব না।
থাকিব তোমারি সাথে ঘরে যাইব না॥
তোমার মতন বন্ধু কেবা মোর আছে।
কত ঋণী চিরদিন আমি তব কাছে॥
তোমারে ছাড়িব যদি বাঁচিব কি সুখে।
চল ভাই পালাই আমরা হেথা থেকে॥
কোন এক দূরদেশে চলে চল যাই।
দেখিব তথায় সুখ পাই কি না পাই॥"
শৃগাল বলিল "ভাল, তাতে আমি রাজী।

যেতে বল—যাই নয় এখনি সে আজি॥
আমারো মনেতে এই হয় ত ধারণা।
তা হলে রবে না আর কোন বিড়ম্বনা॥
সেই ভাল যাই চল ওহে বন্ধুবর।
অনতিবিলম্বে কোন দূরদূরান্তর॥
স্ত্রীর কথা শুনিতে না হবে ত তা হলে।
ভাসিব না আর তাহা হলে অশ্রুজলে॥"
এই বলি, দুই বন্ধু না করিয়ে দেরি।
ছাড়িয়ে সে দেশ তবে যায় ত্বরা করি॥

কোথা পাবে ঠিকানা না আছে ঠিক তার।
কেবল ছুটিয়ে পথ হয় আগুসার॥
সারাদিন ছুটে ছুটে সন্ধ্যা ক্রমে হয়।
দেখে সম্মুখেতে এক সরু নালা রয়॥
অতি অল্প জল তাহে পাঁক কিন্তু খুব।
পাঁকেতে একটী প্রাণী হয় প্রায় ডুব॥
লাফাইতে সেই নালা হরিণ তখন।
দেহভারে সেই পাঁকে হইল পতন॥
কিছুতে হরিণ নাহি পারয়ে উঠিতে।
কাতরে বন্ধুরে ডাকে উদ্ধার করিতে॥
বন্ধু বলে "একা আমি কি করিতে পারি।
ডেকে আনি কাহারেও কর কিছু দেরি॥"
এত বলি দূরে এক চাষা যেতেছিল।
তাহারে অচিরে এই সংবাদ দানিল॥
বলিল "হে চাষা ভাই হরিণ ছট্ ফট্।
পাইবে শীকার যদি এস ঝট্ পট্॥"
চাষা বলে "আরে আরে কি বলিস্ বাণী।
হরিণ ছট্ ফট্ করে কোথায় এমনি॥
সত্য কি অসত্য মোরে ত্বরা করি বল।"
"সত্য অতি, নহে মিথ্যা" শৃগাল কহিল॥
অতঃপর সে চাষারে সঙ্গেতে লইয়ে।
উপস্থিত হয় সেই নালাধারে গিয়ে॥

লাঠি মারি হরিণেরে মারি ফেলে চাষ।
ফুরাইল হরিণীর যতেক ভরসা॥
শৃগাল চাষার সঙ্গে যায় তার বাড়ী।
অংশের কারণে সেই মাংসের উপরি॥
নহেক সামান্য কিন্তু সেই চাষ হয়।
কাটিয়ে বেবাক্ মাংস আপনি সে লয়॥

একটুকু হাড় মাস তারে নাহি দিল।
বন্ধুহত্যা-পাতকের ভাগী শুধু হলো॥
যে যেমন পাজী তার শাস্তিও তেমন।
মিথ্যা নহে এক বর্ণ জেনো মনে মন॥
বিশ্বাসঘাতক অই পাজী অতিশয়।
দু'তরফে বিশ্বাস ভেঙ্গেছে সমুদয়॥
বন্ধুর ঘরেতে চুরি আমার কারণ।
তার পর টেঁকে পুন তোমার মরণ॥
এমন জনেরে আমি নাহি ভালবাসি।
জানিও এজন কভু নহেক বিশ্বাসী॥
হাজার হলেও আমি পালিতা বেশ্যার।
কোন্ তুচ্ছ ওর বুদ্ধি কাছেতে আমার॥
যদি ওর নিতে মোরে না ছিল ভরসা।
কেন মোরে অনর্থক দিল তবে আশা॥
তোমার নিকট হতে অর্থ-কামনায়।
করিল এ কার্য্য তুমি বলেছ আমায়॥

নিশ্চয় আবার কিছু কল করিয়াছে।
তেঁই এ সংবাদ দুষ্ট তোমারে দিতেছে॥
পুলিস-ফুলিশ সব মিথ্যা সে জানিবে
পুলিস যদ্যপি সেই হেথা পাঠাইবে॥
উহারে জানাবে কেন কি গরজ তার।
বুঝ না ত শত্রু অই হয় যে তোমার॥
ঐ যে করেছে চুরি সেদিন আমারে।
এ ধারণা হয়েছেই রাজার অন্তরে॥
সুহৃদ্ কখন ওরে নাহি করে জ্ঞান।
সকলি ছলনা ওর সকলি সে ভান॥
এসেছে আবার কোন খেলা খেলাইতে।
কোনমতে কোন দিকে ফাঁকি কিছু দিতে॥
অতএব সাবধান রাখিয়ে উহারে।
গোপনেতে চল মোরা যাই অন্যস্তরে॥
পরে সেইমত দর্পে বসায়ে বেল্লিক
লইয়ে মোহিনী ধনে সরে যায় ঠিক॥
পার্শ্বের একটি গ্রামে লুকাইয়ে রয়।
দর্পের সন্ধান আর নাহি যাতে হয়॥
ধন যার আছে তার কিসের ভাবনা।
একটি দণ্ডেই সব ঘুচিল যন্ত্রণা॥
যেমন যাইল সেই পার্শ্বের গ্রামেতে।
অমনি একটি বাসা মিলে মুহূর্ত্তেতে॥

ধনে মুখ বন্ধ করি সে বাড়ীওয়ালার।
রহিলেক আপাততঃ নিকটে তাহার॥
আর এই সঙ্গে এক পত্র ত লিখিল।
সেই পত্র অবিলম্বে বাড়ী পৌঁছাইল॥
পত্রে লেখা, "ভেবো নাকো অয়ি অভাগিনী।
বেশী দিন আর নাহি রবে একাকিনী॥
অনতিবিলম্বে তোমা আনিব এখানে।
কিঞ্চিৎ ভাবনা নাহি করো সে কারণে॥
ঠিকানা আমার নাহি হইল লিখিত।
সে কারণে কদাপি না হইবে চিন্তিত॥
বিশেষ কারণে কোন না লিখি ঠিকানা।
সে কারণ মনে অভিমান করিও না॥
অচিরে তোমার সঙ্গে হইবে সাক্ষাৎ।
মান করি পরাণে না দিবে ত আঘাত॥"
পত্র সেই অবিলম্বে গিয়ে পঁহুছিল।
পত্র পেয়ে অভাগিনী অবাক্ হইল॥
বেল্লিকের রামায়ণে বেল্লিক সকলি।
পাঠেচ্ছায় জ্ঞানী মাত্রে হয় কুতূহলী॥
এমন রসাল গ্রন্থ বিশ্বে নাই আর।
সুধার সমুদ্র যেন-রস-পারাবার॥

ষষ্ঠ কাণ্ড।

শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি।

বেল্লিক চলিয়ে গেল মোহিনীর স্থানে।
তাহার সহিত পরামর্শের কারণে॥
কিন্তু কই নাহি আর আসে ত ফিরিয়ে।
আশায় কত বা আর রহে সে বসিয়ে॥
একদণ্ড দুইদণ্ড এমনি হইবে।
বসি দর্প সেই স্থানে সেই একভাবে॥
মনে করে এখনি আসিবে পুন ফিরি।
আর ও কিঞ্চিৎ কাল নাহি হবে দেরি॥
কিন্তু দুই ঘণ্টাকাল উত্তীর্ণ ক্রমেতে।
বেল্লিক নিকটে তার না আসে কিছুতে॥
তখন ভাবিত সেই হয়ে অতিশয়।
সারা বাড়ী পাতি পাতি করি অন্বেষয়॥
দেখে কোথা বা বেল্লিক, কোথায় মোহিনী।
সারাটী বাড়ীটী পড়ে রয়েছে অমনি॥
নাহিক একটি প্রাণী আর ত সেখানে।
তখন বুঝিল তারা পলাল গোপনে॥

দামী দামী দ্রব্য যত বাক্সবন্দী করি।
লইয়া গিয়াছে সবি কিছু নাহি পড়ি॥
কেবল কতকগুলো খাট-তক্তপোষ।
তা ও ভাঙ্গা অবস্থায় করে আপ্‌শোষ॥
তারাই কেবল নাহি সঙ্গে যেতে পেরে।
মনের দুখেতে যেন খেদ করে মরে॥
দেখি বিপরীত এই আশ্চর্য্য ঘটন।
মনে মনে দর্পবাবু চিন্তিত তখন॥
আমারে ত দিল ফাঁকি সে এইরূপেতে।
আমি কিন্তু দিই ফাঁকি তারে কেমনেতে॥
শিয়ানে শিয়ানে চাই কোলাকুলি করা।
তবেই মনের শান্তি, নহে কেঁদে সারা॥
কিন্তু কেমনেতে ইহা হয় সংঘটন।
কেমনেতে প্রতিশোধ করিব গ্রহণ॥
হেন বেমালুম ফাঁকি সে আমারে দিল।
চক্ষের নিমেষে যেন কোথা লুকাইল॥

কিছু আর নাই হেথা আসে যে কারণ।
একবারে সমুদয় কৈল অদর্শন॥
এইরূপ বসি সেথা ভাবে দর্পবাবু।
হেনকালে বাড়ীয়ালা এসে করে কাবু॥
বলে, "কি হে ও বাবুরা কেমন ব্যভার।
লুকাইয়ে পলাতেছ কিবা এ ব্যাপার॥

এসেছ চারিটী মাস এখানে আমার।
একটী পয়সা ভাড়া না দিলে তাহার॥
দশটী করিয়ে টাকা দিবে বোলেছিলে।
পাওনা চল্লিশ টাকা দাও দেখি ফেলে॥
চোরের রীতিই এক স্বতন্ত্র প্রকার।
রাতারাতি ফাঁকি দিয়ে যাও কাছে কার॥
কলিকাতাবাসী দেখি বড় জুয়াচোর।
আজি কিন্তু ভেঙ্গে দিব যত ভার-ভোর॥
শুনিয়ে অবাক্ দর্প হয় এককালে।
চমকিত হয় যাহে উদরের পিলে॥
বলিতে লাগিল, "এ কি বলিছেন বাণী।
এমন অপূর্ব্ব নাহি কখন ত শুনি॥
যে জন ভাড়াটে হেথা ছিল আপনার।
জুয়াচোর বটে সেই মিথ্যা নাহি তার॥
কিন্তু সে নহিক আমি, আমি আর জন।
সদ্য কলিকাতা হতে, হেথা আগমন॥
আমারো সহিত জুয়াচুরী সে করেছে।
ফাঁকি দিয়ে আমারে সে পলাইয়ে গেছে॥
এইমাত্র তার সাথে আমার যে দেখা।
বসায়ে রাখিয়ে হেথা গেল মোরে একা॥"
এই বলি আগাগোড়া, নিজ দোষ ঢোকে।
যতেক বৃত্তান্ত সেথা বলিল তাহাকে॥

শুনিয়ে অবাক্ সেও, তাহা হতে বেশী।
মনের ভিতরে তুলে ভাবনার রাশি॥
পুলিসে সংবাদ অতঃপর দিতে যায়।
পুলিস দর্পের সাক্ষী চাহিয়া পাঠায়॥
সুতরাং দর্পেরে পুলিসেতে যেতে হ'ল।
আগাগোড়া সেথা দর্প প্রকাশ করিল॥
রাজারেও, সত্য কি না, জিজ্ঞাসা করিয়ে।
পত্র এক পুলিস সে, দিল পাঠাইয়ে॥
রাজার মনের সন্ধ, তারি'পরে ছিল।

অতএব দর্পপরে যত দোষ দিল॥
বলিল, "উহারে আমি পাঠায়েছি তথা।
নহে মিথ্যা এ কথা ত স্বরূপ বারতা॥
কিন্তু ও যে বলিতেছে ও নহেক দোষী।
এ কথা নিশ্চিত জেনো হয় অবিশ্বাসী॥
অই তারে—মোহিনীরে করেছে হরণ।
তাই বেল্লিকের সনে করেছে প্রেরণ॥
ভাবেতে সন্দেহ প্রাণে জন্মেছে অটল।
নতুবা কেমনে বার্ত্তা জানে ও সকল॥
অবশ্য দর্পও লিপ্ত আছে ভিতরেতে।
বোধ হয় কমি কিছু হয়েছে স্বার্থেতে॥
তেঁই সে এখন 'সতী' কবুলিতে চায়।
কোনরূপে নিজ দোষ মুছে যদি যায়॥

তাহা ছাড়া, বেল্লিক উপরে রাগ এবে।
তাই চেষ্টা করে কিসে তাহারে ফাঁসাবে॥
বেল্লিক আমার বাড়ী কভু না আসিত।
কেমনে সন্ধান তার সেই ব্যক্তি পেত॥
কেমনে আমার বাড়ী করিয়ে প্রবেশ।
পারিত করিতে চুরি—শঠতার শেষ॥
অবশ্য দর্পই তারে পথ দেখায়েছে।
অথবা দর্পই তারে বাহির করেছে॥
তার পর শ্যায়নামো করি তার সনে।
পাঠায়ে নিজেই দেছে অই দূরস্থানে॥
এক্ষণে করুণা ভিক্ষা মাগে এ অধম।
সহজে নিষ্কৃতি যেন পায় না দুর্জ্জন॥"
শুনিয়া রাজার বাণী তবে ত পুলিস।
দর্পেরে চালান দেয়, মনেতে হরিষ॥
ভাবে দর্প—"মম দর্প হইল যে চূর।
না রহিল সমাজেতে আর কিছু ভূর্॥
হায় হায় এতখানা হইবে যে শেষে।
কে জানিত আগে তাহা, পুড়িব হুতাশে॥
ভাল, এর প্রতিশোধ আমি কি না লব।
কেমনে আমার হাত এড়াবে দেখিব॥
যুযু দেখিয়াছে সেই, দেখেনিক ফাঁদ।
বুঝিকে আমার বল, এইবারে চাঁদ॥

একবার কোনরূপে পাই অব্যাহতি।
দেখাইয়ে দিই কিবা করি তার গতি॥

শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি এরি নাম।
নিশ্চিত অদৃষ্ট তারে হবে এবে বাম॥
যেমতি ফাঁদের হাতে ব্রাহ্মণ ঠেকিল।
সেইমত শিক্ষা আমি দিব তারে ভাল॥
অতি অপরূপ ঘুঘু-ফাঁদ-বিবরণ।
শিখেছে বহুৎ তাহা করিয়ে শ্রবণ॥
ঘুঘু ফাঁদ নামে দুই ব্রাহ্মণ-সন্তান।
অত্যন্ত গরীব নাহি অন্নের সংস্থান॥
ছিল এককালে কোন অতি দীন গ্রামে।
সবাই বিমুখ ছিল তাহাদের নামে॥
গরীবেরে কেবা দয়া করে বল কোথা।
কে আছে এমন বোঝে গরীবের ব্যথা॥
দিনান্তে না জোটে অন্ন এমনি হইল।
কাতর দুইটী ভাই কাঁদিতে লাগিল॥
পরে বড়ভাই স্থির করে এই মনে।
যাইব কোথাও এক কর্ম্মের সন্ধানে॥
ঘুচিবে তা হলে দুঃখ আসিবে সুদিন।
এত বলি কর্ম্ম হেতু বাহিরে সে দিন॥
কিছুদূর গিয়ে এক ব্রাহ্মণ দেখিল।
সেই সে ব্রাহ্মণ তারে চাকর রাখিল॥

কড়ার করিল কিন্তু সেই সে ব্রাহ্মণ।
পান্তা ও আমানি অগ্রে করিবে ভক্ষণ॥
তার পর ভাল অন্ন পাইবেক খেতে।
না পাবে খাইতে ভাল আপন ইচ্ছাতে॥
তার পর এক কথা যখনি যা বলি।
করিতে হইবে তাহা ওজর না করি॥
না হয় পছন্দ যদি কাজ পরেক্ষেতে।
ছাড়িতে নারিবে কাজ আপন ইচ্ছাতে॥
হই যদি রাজী আমি তবে ত খালাস।
নতুবা কিছুতে নাহি পাবে অবকাশ॥
যাইলে স্বেচ্ছায় নাক লব আমি কেটে।
আমিও তাহাই যদি লবে তুমি কেটে॥
কড়ারেতে রাজী ঘুঘু হইল তাহার।
বেতন পাঁচটী টাকা নাহি বৃদ্ধি আর॥
করিতে লাগিল কার্য্য সেথা অতঃপর।
অতি আশান্বিত ঘুঘু হইয়ে সত্বর॥
কিন্তু দিন কত কার্য্য করা হলে পরে।
চমকে পেটের পিলে—কেঁদে ঘুঘু মরে॥

খেটে খেটে সারা, নাহি কাজে অবসান।
ওঠে বসে সবতাতে কার্য্য আগুয়ান॥
বলে না যে নাহি কাজ বসো একটুকু।
ক্রমাগত কাজ আর মুখ আঁকুবাঁকু॥

মুখনাড়া কেবলি কেবলি গালাগালি।
মারিতে কাটিতে যায় দশ কথা বলি॥
অথচ খাইতে পায় শুধু পান্তাভাত।
আমানি কিঞ্চিৎ আর দুটো শাকপাত॥
ভাল অন্ন দিনেকের তরে নাহি মিলে।
জন্মিল পেটের পীড়া—বাড়িল ত পিলে॥
অতি কৃশ কলেবর ম'রে বুঝি যায়।
এমনি হইল ভাব কে রাখে তাহায়॥
দুঃখে পড়ে পায়ে ধরে কাঁদে ব্রাহ্মণের।
ব্রাহ্মণ শুনে না কিন্তু কথা গরীবের॥
বলে,—"নাক রাখো আগে, যাও তার পর।
করেছ কড়ার কিসে যাবে শীঘ্রতর॥
কি করে প্রাণের ভয়ে ঘুঘু কাটে নাক্।
আনন্দে ব্রাহ্মণ দিল বাজাইয়ে শাঁক॥
নাককাটা অবস্থায় ঘুঘু এল ঘরে।
জিজ্ঞাসিল দশজন নাক কোথাকারে॥
কাঁদিয়ে কহিল ঘুঘু যত বিবরণ।
বড়ই দুঃখিত ফাঁদ হৈল মনে মন॥
ফাঁদ কহে, "ভাল দাদা থাক তুমি ঘরে।
আমি যাব এইবার চাকরীর তরে॥
সেই সে ব্রাহ্মণ-বাড়ী হইব চাকর।
দেখিব কেমন সেই সুচতুর নর॥"

এত বলি ফাঁদ পুনঃ যায় সেইখানে।
চাকর থাকার কথা কহিল ব্রাহ্মণে॥
ব্রাহ্মণ স্বর্গের চাঁদ হাতে যেন পায়।
বুঝিল আবার বোকা আসিল হেথায়॥
চরিত্রই এইরূপ সেই ব্রাহ্মণের।
খাটাইয়া নাহি কড়ি দেয় খাটনের॥
কোনরূপে ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে চাকরেরে।
খাটাবার ইচ্ছা তার সতত অন্তরে॥
ফাঁদের সহিত পুনঃ করিল কড়ার।
যেইমত ঘুঘু সনে করে একবার॥
ফাঁদের মনেতে ইচ্ছা জব্দ করিবারে।

অতএব সেও রাজী হইল কড়ারে॥
পরে খাইবার স্থান করি নির্ব্বাচন।
বৃহৎ গহ্বর এক করিল খনন॥
উপর আবৃত করি খিলান করিয়ে।
সরু এক ছিদ্রমাত্র রাখে মাঝ দিয়ে॥
এমন হইল তাহা মালুম না হয়।
খোরা খোরা পান্তামানি পাচাড় করয়॥
সকলি চলিয়ে যায় সেই ছিদ্রপথে।
রাশি রাশি উষ্ণ অন্ন লাগে পরে খেতে॥
কে তারে বারণ করে খাইতে তাহায়।
কেন না গরম দিবে পান্তা যদি খায়॥

খাওয়া ত চলিল এইরূপেতে তাহার।
অতঃপর শুন তার কর্ম্মের ব্যাপার॥
উঠে যদি, ছেলে ধরে—বসে, কাট্‌না কাটে।
এমনি সে বন্দোবস্ত ছিল তার সাথে॥
কিন্তু সে ছেলের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়ে।
কাঁদাতে লাগিল নিত্য, ছেলে মরে ভয়ে॥
সহজে না কাছে তার যেতে চায় ছেলে।
কাজেই, "নিও না হেদে" কর্ত্তাগিন্নী বলে॥
একদিন পাঠ কাটিবারে আজ্ঞা হয়।
কাটারি আনিয়ে ফাঁদ সকলি কাটয়॥
জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ একি কাণ্ডখানা তোর।
কেন তুই ক্ষতি এত কর্‌লি বল্ মোর॥
এই কি রে পাটকাটা বল দেখি শুনি।
তোর মত পাজী আমি কখন দেখিনি॥
সে বলে, সামাল মুখ, কথা তুমি কবে।
পাট কাটা কারে বলে, বল দেখি তবে॥
বলেছ কাটিতে পাট, দিয়েছি তা কেটে।
পছন্দ না হয়, আর লাগিব না পাটে॥
কাটিতে হইলে পাট্ এমনি কাটিব।
পছন্দ না হলে কাটা স্থগিত রাখিব॥"
কহিতে না পারে কথা আর ত ব্রাহ্মণ।
কড়ারে আছয়ে বদ্ধ ভাবে মনে মন॥

সেই রাতে ব্রাহ্মণের ছেলে কাঁদে ভারী।
হয়েছে পেটের পীড়া নাহি সহে দেরী॥
'হাগিব' বলিয়ে ঘন কাঁদিতে লাগিল।
ফাঁদেরে হাগাতে তবে ব্রাহ্মণ কহিল॥

উঠে ফাঁদ তাড়াতাড়ি হাগাইতে যায়।
পথে কিন্তু গিয়ে বড় দৌরাত্ম্য লাগায়॥
বলে, "দেখ ছোঁড়া যদি হাগিবি এখন।
নির্যস্ করিব তোরে মারিয়ে নির্দ্দম॥"
ভয়েতে না হাগে ছেলে হাগা টিপে রয়।
ফাঁদ গিয়ে চুপিচুপি শয্যায় শোওয়ায়॥
কহিল ব্রাহ্মণ, "হাগা হয়েছে খোকার?
ফাঁদ কহে, "অতিরিক্ত হেগেছে দুবার॥"
কিন্তু ক্ষণপরে খোকা পুন 'হাগি' বলে।
পুনঃ ডাক পাড়ে প্রভু 'ফাঁদ' 'ফাঁদ' বোলে॥
পুনঃ ফাঁদ হাগাইতে চলিল তাহায়।
পুনশ্চ পথের মাঝে ভয় সে দেখায়॥
বেজায় ভয়েতে খোকা পুনঃ হাগা চাপে।
আবার শোয়ায় ফাঁদ তারে চুপে চুপে॥
বালক চাপিবে হাগা, কিন্তু কতক্ষণ।
মিনিট দু তিন পরে পুনশ্চ ক্রন্দন॥
ব্রাহ্মণ রাগিয়ে বলে, "দেত গলা টিপে।
এমন বেয়াড়া ছেলে, মার গলা চেপে॥"

শুনেই উঠিল ফাঁদ, মারিল তাহায়।
ব্রাহ্মণ অবাক্, আর কথা না জুয়ায়॥
বলে এ কি সর্ব্বনাশ করিলাম আমি।
ছেলেরে করিলে খুন কেন বল তুমি?
ফাঁদ বলে, বলেছেন তবে ত করেছি
আপন ইচ্ছায় আমি নাহি ত মেরেছি॥
যা হবার হয়ে গেছে কিবা আর হবে।
এমন আদেশ আর নাহি কর তবে॥
অন্তরের দুঃখ দ্বিজ অন্তরে লুকায়।
ভাবে, এরে কেমনেতে করিব বিদায়॥
এইরূপ কিছুদিন পুনঃ গত হৈল।
একদিন বাজারেতে ব্রাহ্মণ চলিল॥
সঙ্গে ফাঁদ যাইতেছে পিছন পিছন।
ক্রীত কাষ্ঠ বহিবারে এই ত মনন॥
ক্রয় করি কাষ্ঠ ক্রমে ব্রাহ্মণ কহিল।
এইগুলি লয়ে তুমি বাড়ী পানে চল॥
আজ্ঞামাত্র কাঠ ঘাড়ে ফাঁদ চলে বাড়ী।
দু মন কাষ্ঠের বোঝা অসহনীয় ভারী॥
বাড়ীতে লইয়া বহুকষ্টে ফাঁদ গেল।
"কোথা ফেলি কোথা ফেলি" চীৎকার করিল॥

বহুৎ কার্য্যের ভিড়ে আছিল ব্রাহ্মণী।
নহেক গৃহিণী, অই ব্রাহ্মণ-জননী॥

বলিল "রাখহ স্থান দেখে নিজে তুমি।
এখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি আমি॥"
ফাঁদ কিন্তু সে কথা না তুলিল কাণেতে।
"কোথা ফেলি" রর শুধু সঘনে মুখেতে॥
বিরক্ত হইয়ে বুড়ী কহিল এবার।
"কোথায় ফেলিবি, ফেল্ মাথায় আমার॥"
শ্রুত মাত্র সেই কথা অমনি তখনি।
ফেলিল তেমতি ফাঁদ, মরিল ব্রাহ্মণী॥
বিষম ভারি সে বোঝা, তাহার চাপন।
কেমনে বাঁচিবে বল, বুড়ীর জীবন॥
অমনি পড়িয়ে গেল হাহাকার সেথা।
ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আসি শুনে সর কথা॥
কাঁদিতে লাগিল, তবে, সেই সে ব্রাহ্মণ।
"হায় হায় সর্ব্বনাশ, এ কি রে ঘটন॥
ওরে অলপ্পেয়ে ছোঁড়া, করিলি কি কাজ।
কেন রে শিরেতে মোর হানিলি এ বাজ॥"
ফাঁদ কহে, "কি করিব, আদেশ তাঁহার।
ফেলিতে কাঠের বোঝা, উপরে মাথার॥
কি করে মনের দুঃখ মনেই তখন।
গুমুরে গুমুরে মরে আপনি ব্রাহ্মণ॥
ছেলে গেল, মাতা গেল, এক ভৃত্য হতে।
অথচ সহজে নাহি পারেও ছাড়াতে॥

ছাড়াতে গেলেই নাক যাইবেক কাটা।
অতএব ছাড়ালেও তাহে বড় লেঠা॥
কি করিবে আপাতত ছাড়ান না হয়।
যেমন আছিল ফাঁদ তেমনিই রয়॥
দশদিন পরে হয় শ্রাদ্ধ আয়োজন।
উঠান করিতে সাফ কহিল ব্রাহ্মণ॥
'তৈল-চকচকে যেন হয়' কহে তারে।
চাঁচিয়ে উঠান্ সেও পরিষ্কার করে।
ভাঁড়ারেতে যত তেল ছিল ব্রাহ্মণের।
সমস্ত ঢালিয়া দিল উপরে উঠানের॥
ঘতের মট্‌কী এক তারপর আনি।
ঢালিল যতেক ধৃত উঠানে তখনি॥
নিকাইল ন্যাতা করি, সেই সে উঠান।

একটী দণ্ডেতে সব হৈল সমাধান॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া কহে, "একি রে ব্যাপার।
ঘৃত তৈল উঠানেতে কেন একাকার॥"
ফাঁদ কহে, "তেল-চকচকে করিয়াছি।
তেলে না কুলায় দেখি, ঘৃত পুনঃ দিছি॥
যত ঘৃত যত তৈল—সব দিছি ঢেলে।
একটুকু মাত্র নাহি কোন ভাণ্ডতলে॥"
গালে হাত দেয়, কথা শুনিয়ে ব্রাহ্মণে।
ভাবে, "ভাল আক্কেল-সেলামি এতদিনে॥"

কিন্তু তবু কোন কথা নাহি বলে তায়।
না পারে থাকিতে প্রাণ করিতে বিদায়॥
বিদায় করিতে গেলে, কাটা যাবে নাক।
ভাবে, "তার চেয়ে আর দিনকত থাক॥"
আবার রাখিল এই ভেবে তারে কাছে।
জঞ্জাল বাড়ায় না বুঝিয়ে মিছে মিছে॥
দিন যাবে রবে না ত শুধু রবে কথা।
আর সেই স্মরণেতে মনে লাগে ব্যথা॥
দিনরাত ব্রাহ্মণের বুকে বুকে ভয়।
আবার কি সূত্রে কবে কি লেঠা ঘটয়॥
এইরূপ ভাবে, ক্রমে এক শনিবার।
ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'যাব শ্বশুর-আগার॥'
মনে মনে দ্বিজবর হেন স্থির করি।
উপনীত হয় ক্রমে শ্বশুরের বাড়ী॥
সঙ্গেতে চাকর ফাঁদ আছয় নিশ্চিত।
করেছে ব্রাহ্মণ তারে স্তুতি যথোচিত॥
বলিল, "দেখিও যেন, কিছু অঘটন।
ঘটায়ো না এখানেতে ওরে বাপধন॥
ফাঁদ বলে, হেসে হেসে,—"ভাল ভাল ভাল।
কিছু না হইবে গোল, নিশ্চিন্তেতে চল॥"
এই বলি ফাঁদ তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।
পশিল ক্রমেতে যথাস্থানে পুনরায়॥

ব্রাহ্মণের পত্নী হেথা আছয় এখন।
মাসাবধি আসিয়াছে, শুন বিবরণ॥
জামাই এসেছে বাড়ী বহুদিন পরে।
আনন্দে খাবার কত হয় অন্তঃপুরে॥
কচুরী সিঙ্গেড়া লুচি পান্তুয়াদি করি।
সন্দেশ মিঠাই কত হয়েছে তৈয়ারি॥

চিনিপাতা দধি ক্ষীর পায়স উত্তম।
মাংসের কাবাব কোর্ম্মা গরম গরম॥
হেনকালে ফাঁদ যায় সেই অন্তঃপুরে।
তামাক খাবার অগ্নি আনিবার তরে॥
বলে সেথা গিয়ে, "এ কি করিছ তোমরা।
কাহার নিমিত্তে বল এ খাবার করা?"
আশ্চর্য্য হইয়ে সবে জিজ্ঞাসে তখন।
"কেন বল দেখি হেন কহিছ কথন?
জামাই এসেছে বাড়ী, হতেছে খাবার।
করিব খাবার বল, তবে আর কার?"
বিশেষ দুঃখিত যেন, হয়ে হেন ধারা।
ফাঁদ কহে ধীরে ধীরে, "শুনহ তোমরা॥
হয়েছে পারার ব্যামো, জামাই বাবুর।
সত্বর ব্যবস্থা কিছু করহ সাগুর॥
সাগু বিনা বাবু কিছু না খাবেন আর।
বিশেষ বারণ আছে, ও সব খাবার॥

হয়েছে এমন ক্ষত, সারে কি না সারে।
বলিতে ফাটয়ে বুক, বুঝি যায় ম'রে॥
বেজায় ছোঁয়াচে রোগ সতর্ক বৌদিদি।
বাবুর দুঃখেতে ইচ্ছে,—ডাক ছেড়ে কাঁদি॥"
ভাবে তারা হতে পারে আশ্চর্য্য কি তার।
সাগুরি ব্যবস্থা কাজে হয় এইবার॥
খাইতে না ডাকে আর বাড়ীতে তাহারা।
ডাকিয়ে ফাঁদেরে সাগু দেয় হাতে তারা॥
পরে শয্যা বাহিরেই পাঠাইয়ে দিল।
একটা কম্বল মাত্র ব্যবস্থা হইল॥
সামান্য ওয়াড়শূন্য বালিস একটী।
সেই মাত্র পাঠাইয়া দিলেক ঝটিতি॥
বলিল, "বলহ গিয়ে জামাই বাবুরে।
এ যাত্রা বাড়ীতে যেন যান উনি ফিরে॥
এ যাত্রা অন্দরে নাহি হইবে প্রবেশ।
পুনশ্চ আসেন যেন সেরেসুরে বেশ॥"
অবাক্ ব্রাহ্মণ—ভাবে, এ কেমন হৈল?
বাড়ীতে প্রবেশে কেন নিষেধ করিল?
সাগু দিল খেতে কেন কি রোগ আমার?
না পারে বুঝিতে কিছু প্রকৃত ব্যাপার॥
ফাঁদে জিজ্ঞাসিয়ে কিছু না পান সংবাদ।
'কেমনে জানিব আমি' কহে মাত্র ফাঁদ॥

আকুল চিন্তায় হয়ে উঠিল ব্রাহ্মণ।
রাত্রের মধ্যেই যেন পাগল মতন॥
বেজায় ভাবনা ভেবে পেটে ফাঁপ ধরে।
ক্রমে বিপরীত বাহ্যে চাপিল ভিতরে॥
কহে ফাঁদে ডেকে, "ওহে ফাঁদ তুমি জেগে?
দাঁড়াও বারেক যদি আসি আমি হেগে॥"
ফাঁদ বলে, "এত রাত্রে কোথা আমি যাব।
এ রাত্রে কিছুতে আমি দাঁড়াতে নারিব॥
একান্ত পেয়েছে হাগা শুন যুক্তি বলি।
ঘরেতেই হাগ তুমি দিব আমি ফেলি॥
প্রভাত হতে না হতে ফেলে দিব আমি।"
হাতে দিল ঘটী এক, বলে "হাগো তুমি॥
এই ঘটির মধ্যেই রাখ তুমি হেগে।
আনিব কাচিয়ে সাফ শেষ রাত্রিযোগে॥"
কি করে ব্রাহ্মণ তাই হাগে অতঃপর।
এদিকে প্রভাতরাত্রি ক্রমেতে গোচর॥
কহিল ব্রাহ্মণ, "ফাঁদ এই বেলা ফেল।"
ফাঁদ কিন্তু কিছুতে না সে মল ফেলিল॥
ক্রমেতে সকাল হলে বাহির বাড়ীতে।
উঠিল ত গোলমাল—ধাক্কা কপাটেতে॥
দোর খুলে ফাঁদ বলে, "কি কর তোমরা।
ঘরেতে যে মাল আছে এখনও হে পোরা॥

ঘটীর ভিতরে বাবু রাখিয়াছে হেগে।
এস তার পরে, হাগা সাফ হোক্ আগে॥"
কে কত হাসিবে আর মহা গোলমাল।
লজ্জায় জামাই ছুটে পলাইয়া গেল॥
পিছনে পিছনে ফাঁদ করে ছুটাছুটি।
বলে, "মেজে দিয়ে যাও এই বেলা ঘটী॥"
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণ বলে, "হোক্ যা হবার।
না রাখিব তোরে আমি কিছুতেই আর॥
এই বেলা কাছ থেকে পালা বেটা তুই।
কিছুতেই তোরে আর না রাখিব মুই॥"
ফাঁদ বলে,—"দাও নাক কাটিব এবার।
আছে ত মনেতে তব যতেক কড়ার॥
না কাটিয়ে নাক নাহি যাইব ত আমি।
বড় যে ভায়ের নাক কেটেছিলে তুমি॥
এর আগে ভৃত্য ছিল সোদর আমার।
বড়ই দুর্দ্দশা তুমি করিয়াছ তার॥

সেই শোধ লইতেই মম আগমন।
দাও নাক এই বেলা করিয়ে কর্ত্তন॥
ঘুঘু দেখিয়াছ তুমি ফাঁদ দেখ নাই।
এইবার মহাফাঁদে পড়িয়াছ তাই॥”
শুনিয়ে স্তম্ভিত তবে হইল ব্রাহ্মণ।
হেসে ফাঁদ, নাক তার করিল কর্ত্তন॥

বেল্লিকের রামায়ণ অতীব সুন্দর।
ক্ষণমাত্রে মুগ্ধ, হলে নয়নগোচর॥
এমন মজার কথা কোন শাস্ত্রে নাই।
যত পড়ি, ততবার পড়িবারে চাই॥

জেলে দর্প।

ভাবিতে লাগিল দর্প, কেমন করিয়া।
করি তায় জব্দ আমি,—পড়ে হাঁ করিয়া॥
যেমতি ব্রাহ্মণে ফাঁদ জব্দ করি দিল।
সেইমত জব্দ করা উচিত যে হৈল॥
উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিতে আমি চাই।
নতুবা প্রাণের জ্বালা শান্ত হবে নাই॥
করিল চাতুরী এত সঙ্গেতে আমার।
আমি কি সহজে তারে দিইব নিস্তার॥
দেখিব কেমন সেই চালাক শিয়ান।
কেমনে আমার হাতে বাঁচায় পরাণ॥
এত বলি নীরবে চিন্তয়ে মনে মন।
কেমনেতে বেল্লিকের বধে সে জীবন॥
অথবা ফেলায় কোন মহা কার-ফেরে।
যাহে দফা রফা তার হয় শীঘ্র কোরে॥
পুলিস এদিকে তারে দিয়ে হাতকড়ি।
লয়ে যায় জেলে দিতে হিঁছড়ি পিছড়ি॥

বিচারেতে যথাকালে জেলে দর্প গেল।
জেলেতে বসিয়ে চিন্তা করিতে লাগিল॥
"কে সহায় এ সময় হইবে আমার।
এ বিষম জেলদায়ে যে করে নিস্তার॥"
অদৃষ্টে থাকিলে কিবা না পারে হইতে।
অচিরে সহায় এক মিলে আচম্বিতে॥
জাল-ছেঁড়া পোলো-ভাঙ্গা ছিল একজন।
সেই সে গারদ-মাঝে অমূল্য রতন॥
নামটি নীরেটরাম, বাড়ী সহরেতে।
ভয়ানক দাঙ্গাবাজ প্রসিদ্ধ দাঙ্গাতে॥
দাঙ্গার কারণে সেই জেলেতে আইল।
একটি বৎসর তরে গারদ হইল॥
জেলেতে আইল বটে, কিন্তু এক কথা।
এমনি সে রাশ ভারী—সদা উঁচু কথা॥
কার সাধ্য সাম্নে তার কথা দুটো কয়।
দৃষ্টিমাত্রে তারে করে সকলেতে ভয়॥
বিষম মানুষ সেই, বিষম আকৃতি।
বিষম আবার অতি সেই সে প্রকৃতি॥
জেলেতে এসেও হেন ভাব সে দেখায়।

বুঝি ক্রোধ হলে তার কে কোথায় যায়॥
সকল লোকেই হেথা ভয় তারে করে।
পাছে কোন ছলে সেই প্রাণে কারে মারে॥

যদি কটমট চক্ষে কোনদিন সেই।
চাহে কারো পানে তরে রক্ষা আর নেই॥
অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ভূমিতলে।
"রক্ষা কর" "রক্ষা কর" সঘনেতে বলে॥
কি দারোগা কিবা অন্য যে কেহ যেখানে।
সবাই তাহারে একটা মহাগুণী মানে॥
নামমাত্র জেলে সেই করিতেছে বাস।
রাজসেব্য আহারাদি পায় বার মাস॥
যখন ফাঁকায় যেতে মন তার হবে।
আছে আজ্ঞা দারোগার ফাঁকায় সে যাবে॥
এই সে ব্যক্তির সনে দর্প ভাব করে।
কত আশা দয়া করি সে দিল দর্পেরে॥
ছিল যথা বেল্লিকের রমণী এক্ষণে।
জানিত তা এই ব্যক্তি প্রকাশে বচনে॥
বলিল দর্পেরে, "শুন হে দর্পনারাণ।
আছে জানা আমার তা সেবা কোন্ স্থান॥
যে নাম বলিলে তুমি সে নামে রমণী।
এমনি গঠন বটে, আছে এক জানি॥
সেও এইমত হেথা আছে লুক্কায়িত।
তোমার বেল্লিকনারী গুপ্ত যেইমত॥
না হয় একদা বল আনি দেখাইয়ে।
বিশ্বাস করিও পরে স্বচক্ষে দেখিয়ে॥"

বলা অবশ্য বাহুল্য, দর্প সব কথা।
যা যা তার অভিপ্রায়—তাবৎ বারতা॥
বলিয়াছে ইতিপূর্ব্বে নিরেটরামেরে।
তেঁই সে নিরেট তারে হেন উক্তি করে॥
বলে সে নিরেটরামে মিনতি করিয়ে।
"বড় দাগ বেল্লিক হে দিছে এ হৃদয়ে॥
অতএব তারে আমি দাগা দিতে চাই।
কিছু শান্তি তবে আমি হৃদে যদি পাই॥
তার স্ত্রীরে লুকাইয়ে রাখিব যে আমি।
পার না কি সহায়তা করিবারে তুমি॥"
এত বলি রূপ রঙ ধরণ ধারণ।
সেই সে নারীর সব করিল বর্ণন॥

বলিল, "কোথায় কিন্তু আছে যে এক্ষণে।
তাহা কিন্তু নাহি জানি, আছে গুপ্ত স্থানে॥"
শুনিয়ে নিরেট কহে, "শুন সমাচার।
কোথা আছে সে রমণী জানা তা আমার॥
যেথা মোর বাড়ী ঠিক তাহারি পাশেতে।
এইমত নারী এক রহে লুক্কায়িতে॥
চল দেখি মোর সাথে আজি নিশিযোগে।
দেখাইয়ে দিব আমি কোন যোগেযাগে॥
সেই যদি হয় এই যারে দেখাইব।
অবশ্য হরণ করি আনি তোমা দিব॥

কিন্তু এক কথা তোমা হইবে বলিতে।
সমানে সমান বিনা পারে না মিলিতে॥
আমি নিজে মাতৃভক্ত নহি কদাচন।
তব মাতৃভক্তি কথা করত বর্ণন॥
যদ্যপি সমান হয় দুয়ের ব্যাভার।
তবে ত মিলিতে পারি সঙ্গেতে তোমার॥
আমার ভক্তির কিছু দিই পরিচয়।
প্রথমত তুমি তাহা শুন সমুদয়॥
হাড়ে হাড়ে চটা আমি মাতার উপরে।
ইচ্ছা নখে ছিঁড়ে আমি ফেলি যে তাহারে॥
আমার ছিল যে নারী, তাহার সহিত।
করিত কলহ মাগী সদা বিপরীত॥
কিন্তু কি করিব আমি নামের প্রত্যাশী।
ছিলাম অত্যন্ত,—সদা নাম-অভিলাষী॥
পাছে দশজনে মন্দ বলয়ে আমায়।
তেঁই স্পষ্ট কিছু আমি না কহি তাহায়॥
অতঃপর একদিন করিনু এমন।
বুঝিতে পারিল মাগী এ কেমন ধন॥
একদা ঝগড়া করি, আসিয়ে কাছেতে।
যখন বাহির হতে আইনু বাড়ীতে॥
আস্তে ব্যস্তে এসে ধেয়ে আমারে কহিল।
'ওরে ধন এ আমার কি ভাগ্য হইল॥

বউ মোরে করিতেছে বড় অপমান।
কিঞ্চিৎ নাহিক তার লঘু গুরু জ্ঞান॥
যাচ্ছে-তাই সদা সেই বলিতেছে মোরে।
বল দেখি প্রাণ আর ধরি বা কি কোরে॥
আমার ছেলের বউ না মানে আমায়।

এ হতে দুঃখের আর কিবা আছে হায়॥
তুই না চাহিলে মুখ, কোথা আমি যাব।
নিশ্চয় আজি রে প্রাণ আমি তেয়াগিব॥’
শুনেই অঙ্গ ত মোর জ্বলে যেন গেল।
কিন্তু স্পষ্ট কোন কথা বলা না হইল॥
কেন না সবাই জানে ‘মাতৃভক্ত’ বলি।
অকারণ কেন আর এ দুর্নাম তুলি॥
ভেবে চিন্তে সদুপায় করিলাম এই।
কৌশলে শিখাতে কিছু হবে অচিরেই॥
বলিলাম, ‘শুন গো মা, যেমন ও পাজী।
শিখাইয়ে দিব ওরে সমুচিত আজি॥
স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দানিতে ত নাই।
হাতে না মারিয়ে ইচ্ছা ভাতে মারি তাই॥
দিও না উহারে আজি খাইতে কিঞ্চিত।
নিশ্চয় হইবে আজি ভাতেতে বঞ্চিত॥
ভাতের মারার চেয়ে নাহি মার আর।
ভাতেতে মারিব তাই শুন মা আমার॥’

তিথি সেইদিন ঠিক দশমী পড়িল।
পরদিন একাদশী অবশ্য আছিল॥
মাগী বলে, ‘“ওরে বাবা এ কেমন হবে।
বউ না খাইলে, তোর মা কেমনে খাবে॥
উপবাসী রাখিয়ে উহারে কেমনেতে।
অন্ন দিব বল দেখি আমি বা মুখেতে॥
এ ত পুত্রবধূ এর তুল্য কেহ নাই।
অন্য কেহ হইলেও খাইতে কি পাই॥
একজনে উপবাসী রাখি বাড়ী মাঝে।
কদাপি মুখেতে অন্ন দানিতে কি আছে॥
তাই বলি হেন পণ না করিস্ বাপ।
তার চেয়ে এ যাত্রায় কর ওরে মাপ॥
দুইদিন পিঠোপিঠি উপবাসী রব।
কেমনে আমি বা তবে জীবন ধরিব॥
এ বুড়ো বয়সে আর উপোস কি সয়।
সহজে উঠিলে মাথা ঘুরিয়ে পড়য়॥’
কহিলাম আমি, ‘মাগো কহেছি অটল।
এ কথা কি হতে পারে কভু চলাচল॥
কি রবে কথার দর তা হলে আমার।
যেই কথা সেই কাজ শুন মা আমার॥

করিয়ে প্রতিজ্ঞা যেই না পারে রাখিতে।
তাহার মতন পাপী নাহি ভুবনেতে॥

অতএব বলেছি যা তাই ঠিক হবে।
কিছুতে আজিকে ভাত ওরে নাহি দিবে॥
একদা এরূপ যদি ঘটে কভু আর।
না করিবে ঝগড়াদি সঙ্গেতে তোমার॥
অত্যন্ত বেড়েছে বাড় কসা কিছু চাই।
আছিল শিখাতে কিছু বাসনা সদাই॥
এতদিন হয়নিকো সুবিধা তাহার।
যা হোক হইয়া গেল কিছু এইবার॥
অধিক আমারে আর না কিছু বলহ।
না হয় তুমিও কিছু সঙ্গে ওর সহ॥'
শুনিয়ে তখন মাতা কি করিবে আর।
উপবাসী রহিল করিয়ে হাহাকার॥
এদিকেও স্ত্রী আমার রহে অভিমানে
কতই না গালি সেই পাড়ে মনে মনে॥
সকালে প্রত্যহ সেই জল কিছু খেত।
অবশ্য এ সব কথা ছিল মোর জ্ঞাত॥
জানি কোনরূপে দিন সে পারে কাটাতে।
মাগী কিন্তু দুইদিন রবে উপোসেতে॥
একবিন্দু জল নাহি খেয়েছে এখন।
খাবেও যে একবিন্দু আশা নেই কোন॥
কাটিল সমস্ত দিন ঝাড়া উপবাসে।
ভাবে খালি 'কহিনু কি কথা সর্ব্বনেশে॥

উপবাসী রহিতে হইল দশমীতে।
কালি পুনঃ একাদশী না পাবে খাইতে॥
হায় হায় ঝক্‌মারি কম কি হইল।
বধূরে শিখাতে গিয়ে নিজ শিক্ষা ভাল॥'
এইরূপে ভাবে আর কান্দে শুয়ে শুয়ে।
বিষম পেটের জ্বালা রহে মাগী সয়ে॥
আছিল কনিষ্ঠ এক বাড়ীতে আমার।
মাতারে খাইতে সেই কহে বারবার॥
মাতা কিন্তু বুড়ো মাগী খাইবে কেমনে।
কিঞ্চিৎ লজ্জা ত তার আছে মনে জ্ঞানে॥
কহিল, 'বউ-মা উপবাসেতে রহিল।
আমার খাওয়া কিরে হয় ইথে ভাল?'
সে কহিল, 'উপবাস বউ কি করিবে।

নিশ্চয় খাবার আনি দাদা তারে দিবে॥
তাহা ছাড়া খেয়েছে সে কিছু সকালেতে।
অনায়াসে সোমত্ত বৌ পারিবে রহিতে॥
নিশ্চয় মরিবি তুই বুড়ী গো মা প্রাণে।
বিশেষতঃ একাদশী কালিকার দিনে॥'
মাগী কহে, 'হয় হোক যা আছে কপালে।
খাইতে কদাপি কিছু পারি না তা ব'লে॥
কি বলিবে দশজনে শুনিলে এ কথা।
কচি মেয়ে উপবাসী আমি খাব হেথা॥'

এত বলি সারাদিন উপবাসী রয়।
আমি না গৃহেতে আর হইনু উদয়॥
যতক্ষণ দিনমান রহিল গগনে।
ফাঁকে ফাঁকে ততক্ষণ ফিরিনু সে দিনে॥
অতঃপর সন্ধ্যা হলো—হলো অল্প রাত।
আসিনু বাড়ীতে দ্বারে করিনু আঘাত॥
আসিবার কালে পথ হতে নানাবিধ।
খাবার কিনিয়ে আমি এনেছি বিবিধ॥
কচুরি সিঙ্গেড়া লুচি পুরি নিম্‌কি গজা।
মতিচুর পানতুয়া রসগোল্লা খাজা॥
তরকারী ভাজিভাজা তার আলুর দম।
একটি চাঙ্গারী ঠাসা গরম গরম॥
দ্বারেতে আঘাত করি 'ওগো ওগো' বলি।
কতক্ষণে দেয় দেখা প্রাণের পুতুলি॥
অভিমানে গর্‌গরে কথা নাহি কয়।
হায় তার সেই কষ্ট আমার কি সয়॥
চরণে ধরিয়ে তবে কহিলাম তারে।
'ক্ষমা কর নিজ গুণে প্রেয়সি আমারে॥
এই দেখ কতবিধ এনেছি খাবার।
টপাটপ খও প্রিয়ে যা ইচ্ছা তোমার॥
দেখ ভেবে চিত্তে তুমি কিবা দোষী আমি।
কেন মম 'পরে রাগ কর মিছা তুমি॥

কিঞ্চিৎ দোষ ত আমি করিনিকো পায়।
যদ্যপি করিয়ে থাকি ক্ষমহ আমায়॥
খাও প্রিয়ে দয়া করি কিঞ্চিৎ খাবার।
দেখিয়ে শীতল প্রাণ হউক আমার॥
তুমি মোর ধ্যান জ্ঞান—তুমি মোর সব।
তোমা ছাড়া কিবা মোর আছে বা বিভব॥'

প্রেয়সী কহিল তবে, ‘যাও যাও যাও।
আর কেন মিছে অঙ্গ এরূপে জ্বালাও॥
তোমার যা ভালবাসা জেনেছি তা ভাল।
ভাতেতে মারিতে চাও এত রাগ হ’ল॥
তার চেয়ে প্রাণে মার ঘুচিবে আপদ।
কোনদিকে কোন আর রবে না বিপদ॥
বড়ই চক্ষের শূল হইয়াছি আমি।
আমি মরি পুনঃ বিয়া কর গিয়া তুমি॥
নূতন ছুক্‌রী মাগ হইবে আবার।
কতমতে মনোবাঞ্ছা পূরাবে তোমার॥
এনেছ খাবার খাও আপনি এক্ষণে।
করেছি আমিও পণ রব অনশনে॥
রব ততদিন, যতদিন নাহি মরি।
মরণ কামনা এবে হয়েছে আমারি॥
এত বড় কথা তব ভাতেতে মারিবে।
ভাল ভাল তব ভাত কেবা আর খাবে॥

দুটো পেটে খেতে দাও, তাই এত জারি।
কে কার খা(ও)য়ার কর্ত্তা বিনে সেই হরি॥
ভাল আর নাহি খাবো দেখি কিবা হয়।
খা(ও)য়ায় হরি কি তুমি, জানিব নিশ্চয়॥’
কহিলাম পুনঃ তার ধরিয়ে চরণ।
‘ক্ষমা কর নিজ গুণে ভাবি হীনজন॥
ভাতেতে মারিব সত্য বলিয়াছি বটে।
কিন্তু প্রিয়ে এ ত নহে ভাত কোনমতে॥
বাজারের খাবারে মারিব বলিনি ত।
বাজারের খাদ্য কেন না হবে ভক্ষিত?
লুচিতে মারিব হেন কভু কি বলেছি।
পুরিতে মারিব তাও বলিয়ে কি দিছি॥
কচুরি সিঙ্গেড়া কিবা করে অপরাধ।
সে ত পারে মিটাইতে উদরের সাধ॥
পানতুয়া সন্দেশে কি বলেছি মারিব।
এ সকল কেন নাহি খাইতে বলিব॥
মতিচুরে মারিব ত কভু বলি নাই।
রসগোল্লা কেন নাহি খাবে বল ভাই॥
গরম আলুর দম খেতে কিবা দোষ।
খাও প্রিয়ে দয়া করি, পরিহর রোষ॥’
বলিতে বলিতে এইরূপ ক্রমাগত।
পেলাম প্রিয়ার মন খেতে বসিল ত॥

মা মাগী দেখি না হেনকালে উপস্থিত।
বলে, ‘আহা কষ্ট বউ পায় যথোচিত॥
এনেছ খাবার দেখে হইলাম খুসী।
দুঃখী তাহে নহি আমি আছি উপবাসী॥’
কহিনু মাগীরে, ‘বোয়ে গেছে দিনমান।
দিনে খেতে নাহি দিব এই ছিল পণ॥
দিন গেছে, খেতে আর দিতে কিবা মানা।
তা ছাড়া নহেক ভাত—মিঠাই এ নানা॥
মিঠাই খাইতে কিছু দোষ ত মা নাই।
মিঠাই খাইতে আমি দিছি এবে তাই॥’
মাতৃভক্তি দেখে মাতা হইল অবাক।
তোমার কি কথা বল লেগে যাক্ তাক্॥”
বেল্লিকের রামায়ণ অতীব রসাল।
যে পড়ে ফুটিবে তার হাসি একগাল॥
এমন মজার গ্রন্থ না আছে দ্বিতীয়।
কিবা ধনী, কি নির্ধনী—সকলের প্রিয়॥

দর্পের মাতৃভক্তির কথা।

দর্প কহে, "শুনিবারে যদ্যপি বাসনা।
মম মাতৃভক্তি তবে শুনহ বর্ণনা॥
আমার মতন কেহ পারে না করিতে।
দাসীবৃত্তি ক'রে খায় সে পর গৃহেতে॥

দাসীবৃত্তি ক'রে মোরে মানুষ করিল।
অথচ আমার অন্ন সে ত না পাইল॥
যে দাসী সে দাসী আজো আছে পর স্থানে।
আমি না খাইতে তারে দিব ত জীবনে॥
আছে ত গতর তার পরে কেন দিবে।
আপন খোরাক সেই আপনি করিবে॥
একদিন বলেছিল বড় মুখ কোরে।
'হ্যাঁরে বাবা, খেতে তুই দিবি না আমারে॥
কত কষ্টে তোরে আমি করিনু মানুষ।
তোর কি হয়নি একটুকু তাহে হুঁস॥
তাহা ছাড়া দশমাস দশদিন আর।
ধরেছি গর্ভেতে তোরে কত কষ্ট তার॥
সে ভেবে হয় না দয়া কিছু কিরে তোর।
না চাস্ কিছুতে দুঃখ ঘুচাইতে মোর॥'
কহিনু তাহাতে আমি শোন্ অভাগিনী।
তোর কার্য্য করিতে ত আমি জনমিনি॥
নিজ সুখোদয় করি কামনা অন্তরে।
তবে ত পেটেতে তুমি ধরেছ আমারে॥
তাহাতে যদ্যপি কষ্ট হয়ে কিছু থাকে।
অবশ্য সয়েছ তাহা কি কহ আমাকে॥
কেবা না সহে এমন দুনিয়া ভিতরে।
অধিক কি আর তুমি কর মম তরে॥

যতদিন শক্তি আছে দেহেতে তোমার।
ততদিন কর কার্য্য এমন প্রকার॥
নিতান্ত অশক্ত তার পর যদি হবে।
পশ্চাতে ভাবিয়া যাহা হোক দেখা যাবে॥
ভিক্ষা করিলেও পার করিতে তখন।
যা হোক সে সব কথা নহে ত এখন॥'
এইমত কহি তারে দিয়েছি তাড়ায়ে।
বিচারো হে এইবার ভক্তি পরিচয়ে॥
পারি কি না পারি হতে তর সঙ্গী আমি।

দয়া করি যাহা হোক কহ এবে তুমি॥”
কহিল নিরেটরাম তবে ত দর্পেরে।
“তাবশ্যই সঙ্গী আমি করিব তোমারে॥
তুমিই আমার যোগ্য বুঝিনু বিশেষ।
থাকিলে আমার সঙ্গে হবে সুখ বেশ॥
চল তবে যাই আজি দেখাই সে নারী।
হয় কি না হয় সেই বাঞ্ছিত তোমারি॥
তরে এক কথা ভাই কর সত্য আগে।
ছাড়া পেলে কদাচ নাহিক যাবে ভেগে॥
সময় ফুরালে যাবে নহে কদাচ না।
অন্যায় করে ত তুমি কভু মজাবে না॥
বৎসর হইলে পূর্ণ যেতে সবে পাব।
নতুবা যেমন আছি এমনি থাকিব॥

যদি ছাড়া পেয়ে মোরা আর নাহি আসি।
নিশ্চিত দারোগা প্রমাণিত হবে দোষী॥
ভাবসাব হয়েছে দিতেছে তাই ছেড়ে।
পুনশ্চ আসিব কার্য্য সাধি এই খোঁড়ে॥
আছয়ে আমার সঙ্গে এ বলা কওয়া।
প্রতি বার ছাড়া তরে যাবে কিছু দেওয়া॥
কহিয়ে গিয়াছি যতবার আমি ঘর।
ততবার দিছি ওরে তিনটি মোহর॥
চল এই বেলা যাই দেখাই তোমারে।
সেই নারী এই কি না দিব তারে ধোরে॥”
শুনিয়ে পুলকে দর্প যোড় করি হাত।
নিরেটরামেরে তবে করে প্রণিপাত॥
পরে সেইদিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে।
বাহির হইল আবাগীর দরশনে॥
দেখিয়া দর্পের আর ধরে না আনন্দ।
ছুটিয়া যাইল কাছে—নহে গতি মন্দ॥
ভয়েতে আবাগী পড়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত।
কিছুক্ষণ মুখে আর না সরে সম্বিত॥
ধরাধরি করি দোঁহে তোলে তবে কাঁধে।
হায় কালরাহু যেন গরাসিল চাঁদে॥
নিরেটের বাড়ী হয় অতি নিকটেই।
রেখে আসে দোঁহে তারে সেই বাড়ীতেই॥

রহিল আদেশ, নিরেটের স্ত্রীর প্রতি।
ঘুণাক্ষরে কেহ যেন না জানে ভারতী॥

অতি গোপনেতে এরে রাখিবে হেথায়।
যতদিন ফিরিয়ে না আসি পুনরায়॥
নিরেটের পত্নী তাহে স্বীকৃত হইল।
জেলখানা ঘরে তারা পুনঃ হেসে গেল॥
পুরস্কার যথারীতি দিয়ে দারোগায়।
সুখেতে দুজনে তথা বরষ কাটায়॥
যেথা খুসি, যবে খুসী—যখন তখন।
স্বচ্ছন্দে করিত তারা গমনাগমন॥
কেহ না বারিত দ্বার তাদের দুজনে।
পলাতে তাদের নাহি হইত গোপনে॥
হায় রে টাকার লোভ—ধন্য খেলা তব।
তোমার সমান আর কোথা কারে পাব॥
অভাগী হরণ হয়ে ষষ্ঠকাণ্ড শেষ।
সপ্তম আরম্ভ এবে কাণ্ডমধ্যে বেশ॥
বেল্লিকের রামায়ণ সুমধুর তাতি।
কোথা আর পাবে হেন অপূর্ব্ব ভারতী॥

{{dhr}

সপ্তম কাণ্ড।

চূড়ান্ত চটক।

এদিকেতে শ্রীবেল্লিক পত্র লিখে স্ত্রীরে।
উত্তর না পায় কিন্তু দিনেকের তরে॥
যত পত্র আসে তার না মিলে উত্তর।
ব্যাকুল হইল বড় পরাণ-ভিতর॥
কি যে কাণ্ড-কারখানা নারেন বুঝিতে।
শীঘ্রগতি আসিলেন চলিয়ে বাড়ীতে॥
কিন্তু হায় কোথা তার পত্নী অভাগিনী।
শূন্য ঘর মাত্র পোড়ে দিবস রজনী॥
জিজ্ঞাসেন এরে ওরে কে কিন্তু বলিবে।
কে ছিল কোথাকে গেল কেবা তা জানিবে॥
অথবা যদ্যপি কেহ থাকিত এমন।
জানিত যে ঘুণাক্ষরে কিছু বিবরণ॥
সেও কি বলিত কভু নিরেটের ভয়ে।
কেবা না অন্তর-মাঝে উঠিত কাঁপিয়ে॥
অতি ভয়ানক লোক সে নিরেটরাম।
ছোট বড় সর্ব্বজন কাঁপে শুনিলাম॥

"হায় হায় কি হইবে" সদা চিন্তা মনে।
নাহিক কিঞ্চিৎ সুখ শয়নে স্বপনে॥
জিজ্ঞাসয় মোহিনীরে "কহ ত মোহিনী।
কি করি এখন আমি কোথা সে রমণী?
হায় হায় যত কিছু আমারি দোষেতে।
নিশ্চয় হরিল দর্প তারে কোনমতে॥"
কহিল মোহিনী "কি বা অসাধ্য তাহার।
কিন্তু এক কথা সে ত গেছে কারাগার॥
কারাগার হতে লোক বাহিরিতে নারে।
কেমনে হরণ তবে করিল তাহারে?"
ভাবিল বেল্লিক "তাও সত্য কথা বটে।
যাই হোক, কে বা তবে হরিল কপটে?"
হেথা সেথা করি নিত্য খুঁজিতে লাগিল।
উদ্দেশ কিছুতে কই নাহি ত হইল॥
এ গলি ও গলি করি কত গলি ফেরে।
কিন্তু পাঁচ ছয় মাস গত হেন কোরে॥

কিছুতে উদ্দেশ নাহি হয় ত তাহার।
সদাই বেল্লিকরাম করে হাহাকার॥
ক্রমে আরো ছয়মাস অতীত হইল।
কিছুতে সন্ধান তার নাহি ত ঘটিল॥
এদিকে নিরেটরাম সঙ্গে দর্প আর।
মুক্ত হয়ে আসে ক্রমে হতে কারাগার॥

দেখিল বেল্লিকরাম এসেছে এখানে।
ঝটিতি লুকাল তারে আরো সঙ্গোপনে॥
ঘটনাক্রমেতে যেথা রাখিয়া আসিল।
রাজার জানিত অতি সেই স্থান ছিল॥
রাজার শ্বশুরবাড়ী হয় সেই স্থানে।
একদিন পড়ে দর্প রাজার নয়নে॥
সংবাদ পাইল রাজা কেন হেথা আসে।
কাড়িয়া আনিল অভাগীরে নিজ বাসে॥
যেমন তাহারা তার মোহিনী হরিল।
তেমতি রাজাও অভাগীরে কাড়ি নিল॥
কাঁদিতে লাগিল কিন্তু সেই অভাগিনী।
রাজার চরণে পড়ি যোড় করি পাণি॥
বলিল "হে মহারাজ! তুমি দয়াময়।
অতি দুর্ভাগিনী আমি দাও হে অভয়॥
পতিব্রতা আমি কভু নাহি অন্যমনা।
স্বামী বিনে ত্রিজগতে কারেও জানি না॥
বটে মম স্বামী হয় অতি কদাচারী।
তোমার মোহিনী-ধনে করিয়াছে চুরি॥
দেছে দাগ অতিশয় ও কোমল-প্রাণে।
কিন্তু কোন্ দোষে দোষী আমি সে কারণে?
আমারে আটক রাখি হবে কিবা ফল।
বরঞ্চ মিলাও আনি সে মম সম্বল॥

ভিক্ষা দাও মোরে মোর স্বামীধনে আনি।
চিরদিন তব যশ গাহিবে অবনী॥
ঈশ্বর হবেন তুষ্ট তোমার উপর।
দুঃখিনীরে দয়া যদি কর নরবর।
আমিও ছিলাম বড় ধনীর নন্দিনী।
দুঃখ যে কেমন তাহা কখন না জানি।
পড়িনু কপালদোষে বানরের করে।
দুঃখের নাহিক শেষ তাই আঁখি ঝরে।
অতি গরীবের ছেলে ছিল মম পতি।

পেটে ভাত চলে হেন না ছিল সঙ্গতি॥
অর্থব্যয়ে বিদ্যা পিতা শিখালেন তারে।
বহু যত্নে মানুষ করেন অতঃপরে।
কত আশা করিয়ে করেন এ সকল।
ভস্মে কিন্তু ধৃত যেন ঢালা অবিরল।
কোন ফলোদয় নাহি হইল তাহার।
যেমন কপাল পোড়া লভ্য মাত্র ক্ষার।
যাই হোক, রাখ মান—কর রাজা দয়া।
আশ্রিত ভাবিয়ে মেরে দেহ পদছায়া॥
বনেদী ঘরেতে জন্ম হয়েছে তোমার।
বনেদীর মত কর এবে ব্যবহার।”
রাজা কহে, “ভাল ভাল, তাই সে করিব।
আনিয়া স্বামীরে তব মিলাইয়ে দিব।

কিন্তু এক নিবেদন বল দেখি শুনি।
বনেদীর মত ব্যবহার কিবা ধনি॥
বনেদী ও গর্‌বনেদী কি প্রকার হয়।
বুঝাও আমারে দয়া করি পরিচয়॥
শুনি তব শ্রীমুখেতে শীতলিব প্রাণ।
বেল্লিকের রামায়ণ অপূর্ব্ব আখ্যান॥
পাঠমাত্রে যত নর দিব্যজ্ঞান পায়।
এমন অমূল্য গ্রন্থ নাহিক ধরায়॥
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায় শুনি এ কাহিনী।
মৃতবৎসা-পুত্র যত বাঁচয় তখনি॥
প্রদীপ-বর্জ্জিত গৃহে জ্বলে শত আলো।
ক্ষণেকে মুছিয়ে যায় অন্তরের কালো॥

অভাগিনী কর্ত্তৃক বনেদী ও গর্‌বনেদীর উপাখ্যান কথন।

তবে অভাগিনী কহে, শুনহ রাজন।
বনেদী গর্‌বনেদীর ব্যভার কেমন॥
একদেশে ছিল এক প্রবীণ ভূপতি।
আছিল একটীমাত্র তাঁহার সন্ততি॥
মৃত্যুকালে পুত্রে ডাকি কহেন ভূপাল।
“মনে রেখো এই উপদেশ চিরকাল॥

রেখেছি সম্পত্তি যাহা ব’সে ব’সে খেলে।
ফুরাতে না পার সাতপুরুষেতে মিলে॥
অতএব চাকরীর নাহি প্রয়োজন
কি হেতু করিবে কর্ম্ম রাজার নন্দন॥
তবে যদি অদৃষ্টের দোষে সব যায়।
একান্ত চাকরী হয় করিতে তোমায়॥
বনেদীর স্থানে কর্ম্ম করিবে গ্রহণ।
গর্‌বনেদীর ঘরে না যাবে কখন॥
আধুনিক ধনী যত অতি নীচমনা
তাহার নিকটে কর্ম্ম কভু করিবে না॥
না জানে মানীর মান রাখিবারে তারা।
সদা অহঙ্কারে যেন রহে মাতোয়ারা॥
ধরা যেন সরাখানা করে তারা জ্ঞান।
না চিন্তে পরের সুখ, সদা নিজ ধ্যান॥
চাকরীর কষ্ট সহ্য অনায়াসে হয়।
গর্‌বনেদীর বাক্যে অঙ্গে যে জ্বলয়॥
কেমনে কোমল প্রাণে সে দুঃখ সহিবে।
তাই বলি তার স্থানে কদাপি না যাবে॥
বনেদীর কাছে যাবে, সে রাখিবে মান।
তাহার নিকটে কর্ম্মে নাহি অপমান॥
আপন সমান জ্ঞান সে করে সবায়।
অন্তরেতে ব্যথা সেই না দেয় কাহায়॥

অতি নীচ কর্ম্ম যদি কর তার স্থানে।
সেও ভাল, তাহাতে মঙ্গল পরে আনে॥
কিন্তু মন্ত্রী হইলেও গর্‌বনেদীর।
বিনা দোষে একদিন দিতে হয় শির॥
ইহার সহিত আর একটী অমনি।
শিখাই কাহিনী, মনে রাখিও বাছনি॥

হাজার রূপসী দেখে বিবাহ করিবে।
পরস্ত্রীতে তবু নাহি উপগত হবে॥
তবে যদি একান্ত তা হয় প্রয়োজন।
বাজারে বেশ্যার কাছে করিও গমন॥
কুলটা গৃহস্থা কন্যা নিকটে না যাবে।
সাক্ষাৎ সাপিনী জ্ঞানে তাহারে ত্যজিবে॥
কেন না, অসাধ্য তার বিশ্বে কিছু নাই।
বিশ্বাসঘাতিনী যেই হয় স্বামী ঠাঁই॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান তার কিঞ্চিৎ না আছে।
ধর্ম্মটা মুখের কথা সে ভেবে রেখেছে॥
অনায়াসে বুকে ছুরি সে দিবে তোমার।
তখন করিবে ফাঁদে পড়ি হাহাকার॥
কিন্তু বাজারের বেশ্যা, জন্ম বেশ্যা-পেটে।
সে কখন কাহারে না সংহারে কপটে॥
সদা তার মনে এই আছে অনুযোগ।
যেমন করেছি কর্ম্ম করি তেম্নি ভোগ॥

অতএব এ জীবনে যতটুকু পারি।
অবশ্য চালাব সাদা পথে দেহ-তরী॥
সরল ব্যভারে তুষ্ট করিব সবায়।
বিফলে কি হেতু আর জীবন বা যায়॥
প্রমাণ দেখহ তার প্রত্যহ গঙ্গায়।
প্রাতঃস্নান করে যত বনেদী বেশ্যায়॥
অটল বিশ্বাস তাহাদের মনে মনে।
অন্তে গঙ্গাদেবী মোক্ষ দিবে সর্ব্বজনে॥
প্রাতে সন্ধ্যাকালে ধূনা আর গঙ্গাজল।
দ্বারে ঘরে ছিটাইয়ে দেয় অনর্গল॥
শঙ্খধ্বনি করি, ‘হরি’ নাম মুখে গায়।
বলে ‘দীননাথ অন্তে রেখে রাঙ্গা পায়॥’
তা হলে ই বুঝ তাহাদের কিবা ভাব।
কুলটাগণের আর বুঝ কি স্বভাব॥
আকাশে জমিতে হয় বিভিন্নতা যত।
বনেদী বেশ্যায় আর কুলটাতে তত॥
বনেদী মাত্রেই হয় মঙ্গল-আলয়।
গর্‌বনেদীর কাছে সদা রহে ভয়॥
অতএব বনেদীতে সদা রত হবে।
ভুলে গর্‌বনেদীর নিকটে না যাবে॥”
এত বলি সে ভূপতি যায় লোকান্তর।
পুত্র তার মনে মনে চিন্তে অতঃপর॥

কিছু দিন যায়, সেই রাজার নন্দন।
হইল বড়ই কৌতুহলী মনে মন॥
‘কেন হেন কথা পিতা কহিলেন মোরে?
পরীক্ষা করিতে কিন্তু হইবে আমারে॥’
এত ভাবি, একদিন মন্ত্রীরে ডাকিয়া।
কহিলেন, ‘কিছুদিন একাকী থাকিয়া॥—
করহ রাজত্ব তুমি, হে মন্ত্রী প্রধান।
বিশেষ কার্য্যেতে আমি হব আগুয়ান॥
সত্বর ফিরিব ইথে কোন গোল নাই।
চালাও রাজত্ব তুমি রহি এই ঠাঁই॥’
বলিয়ে বাহির হৈয়া তবে শীঘ্র পড়ে।
যেদিকে দুচক্ষু যায় চলেন সত্বরে॥
একদিন দুইদিন হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে।
উপনীত কোন এক বনমাঝে গিয়ে॥
দেখিলেন বন মাঝে একটি মানুষ।
মৃতপ্রায় পড়ে যেন হইয়া বেঁহুস॥
নিকটেতে গিয়া তারে দেখে ভালরূপে।
কহেন, ‘কে তুমি ভাই কই ত স্বরূপে॥’
পথিক কহিল ‘আমি হয়ে পথশ্রান্ত।
তৃষ্ণায় কাতর অতি, করহ জীবন্ত॥
যদ্যপি পানীয় কিছু দয়া করি দাও।
তবে ত আমারে তুমি পরাণে বাঁচাও॥

একবিন্দু জলাভাবে যায় মোর প্রাণ।
কে তুমি হে মহাশয় সাধহ কল্যাণ॥
শুনিয়া রাজার পুত্র দয়ার্দ্র পরাণ।
শশব্যস্তে জল আনয়নে আগুয়ান॥
কিন্তু কিছু দূর গিয়ে রাজার নন্দন।
জলাশয় কোথা নাহি হয় দরশন॥
তবে বহু হরীতকীবৃক্ষ তথা আছে।
রাশি রাশি হরীতকী তলাতে শোভিছে॥
কুড়াইয়ে পাকা হরীতকী এক সেথা।
লইয়া গেলেন সেই পিপাসিত যেথা॥
চারিখণ্ড করি সেই হরীতকীটীরে।
দিলেন মধুরবাক্যে তৃষ্ণার্ত্তের করে॥
বলিলেন ‘এই চারি খণ্ড হরীতকী।
চোষো তুমি ক্রমাগত দুটীগালে রাখি॥
তা হলে যতেক তৃষ্ণা চলি যাবে দূরে।
পানীয় আনিয়ে পরে দিব হে তোমারে॥

অশ্বপৃষ্ঠে যাইলেও এত দূরে জল।
কাটে তার্দ্ধঘণ্টা কাল যাইতে কেবল॥
অতএব এই চারিখানি হরীতকী।
দুগালে রাখিয়ে রস গেল ধীকিধীকি॥
ঘণ্টার মধ্যেতে তার পর আমি এসে।
দিতেছি পানীয় রহ ক্ষণ হেথা বোসে॥'

এই বলি হরীতকী চারিখণ্ড দিয়া।
চলে রাজপুত্র বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া॥
যথাকালে জল আনি দিল সে ব্যক্তিরে।
খাইয়ে জীবন যেন পায় সে শরীরে॥
পরে সে কহিল,"ভাই, কেবা তুমি হও।
ইচ্ছা করে তুমি মোর সাথে সাথে রও॥
বন্ধু যদি হও তুমি হয় বড় ভাল।
বুঝি বা মনেতে আর নাহি রয় কাল॥"
কহিলা রাজার পুত্র "আমি অভাজন।
করিতেছি এবে এক কর্ম্ম অন্বেষণ॥
চাকরী না হলে মোর দিন চলা ভার।
কেমনে থাকিব আমি সঙ্গেতে তোমার॥
বড়ঘরে জন্ম মম কিন্তু এক্ষণেতে।
কড়ার সম্বলহীন হয়েছি ক্রমেতে॥
দেখি যদি কোন এক বড়লোক মোরে।
চাকরী প্রদান করে, দয়ার্দ্র অন্তরে॥"
কহিল তাহাতে সেই ব্যক্তি তবে তাঁরে।
"চাকরী বাসনা যদি, দিব চাকরী কোরে॥
মোদের দেশের মান্য রাজা হন যিনি।
তাহার সহিত মোর সৌহার্দ্দ এমনি॥
তাঁহারে কহিব যাহা শুনিবেন তাই
নিশ্চয় চাকরী এক হবে তার ঠাঁই॥

কহিব তোমার কথা খুব ভাল কোরে।
যাহাতে নজর তাঁর পড়ে তোমা 'পরে॥
অতএব এস ভাই সঙ্গেতে আমার।
কি ভাবনা চাকরীর বল না তোমার?
করহ বিশ্বাস মোর কথাতে হে তুমি।
নিশ্চয় তোমার কর্ম্ম কোরে দিব আমি॥"
এত বলি সেইব্যক্তি মুখপানে চায়।
রাজপুত্র বলিলেন, "চল মহাশয়॥
চল তবে কোথা লয়ে যাবে হে আমারে।

ফল কথা কর্ম্ম এক দিও মোরে কোরে॥”
বলিয়ে এরূপ কথা ক্রমে অতঃপর।
ধীরে ধীরে সঙ্গে তার হন অগ্রসর॥
এই ব্যক্তি আপনিই সেই সে ভূপতি।
বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এঁর প্রতি॥
তাই কিছু পুরস্কার করিতে ইহারে।
কৌশলে নিকটে আনে সমাদর কোরে॥
যখন বাড়ীতে এসে হন উপস্থিত।
তখন সে রাজপুত্র দেখিয়া স্তম্ভিত॥
দেখিলেন মস্ত বড় রাজা এই জন।
রাখেন কাছেতে বহু করিয়ে যতন॥
ডাকি যত আপনার জনে তদ্দণ্ডেতে।
কহিলেন ধীরে অতি বিনীতভাবেতে॥

“এই যে দেখিছ ব্যক্তি অতি মহাজন।
নাহিক পৃথিবী মাঝে এমন সুজন॥
বনমাঝে জল বিনা গিয়াছিনু প্রায়।
ইনি যদি দয়া নাহি করিতেন হায়॥
এমন দয়ালু ব্যক্তি পাই কি না পাই।
আমার সমান এঁরে দেখিবে সবাই॥
ছিল অতি বড় লোক জনক ইঁহার।
সময়ে পরিবর্ত্তন হ’ল অবস্থার॥
চিরদিন কাহারও না যায় সমান।
কিবা রাজা কিবা প্রজা কি মূর্খ ধীমান্॥
সবাই অদৃষ্টবশে ওঠে কভু পড়ে।
চিরদিন সমভাব নহে কোন কালে॥
সৎকুলে জন্মফলে সৎ কিন্তু সবে।
অসৎকুলজ শুধু রয় অসৎ স্বভাবে॥
শুধু ধন হলে, মন হয় না ত ভাল।
কাল মন সমভাবে রয়ে যায় কাল॥
ঘরোয়ানা ঘরে জন্ম করিয়ে গ্রহণ।
গরীব হয়েও দেখ, এঁর আচরণ॥
এত বলি সমুদয় বৃত্তান্ত ভূপতি।
একে একে সবাকারে করে অবগতি॥
শুনিয়ে সবাই তুষ্ট উপরে তাঁহার।
বিশেষতঃ রাজ-আজ্ঞা নহে অন্যথার॥

সকলেই মান্য ভক্তি করয়ে তাঁহারে।
অতি সুখে রাজপুত্র কিছুদিন তরে॥

রহিলেন সেই সে রাজার প্রাসাদেতে।
কোন কষ্ট নাহি হয় ক্ষণেক তরেতে॥
কিন্তু বাস্তবিক তাঁর, কিবা মনোভাব।
বাস্তবিক কোন তাঁর নাহি ত অভাব॥
রাজা হেথা ম্যানেজার করিয়া তাঁহারে।
মাস মাস শতমুদ্রা দেন সমাদরে॥
কি হবে সে মাহিয়ানা লইয়া তাঁহার।
রাজপুত্র নিজে, কেবা খায় ধন তাঁর॥
পরীক্ষা করিতে শুধু দুটি বিষয়ের।
স্বীকার করেন মাত্র কষ্ট শরীরের॥

একদিন বৈকালেতে, বাহিরিয়ে রাজপথে,
ইতস্ততঃ করেন ভ্রমণ।
বেশ্যাপল্লী যে দিকেতে, ধীরে ধীরে সে দিকেতে,
গিয়ে ক্রমে উপস্থিত হন॥
দেখিলেন সারি সারি, যত সব বিদ্যাধরী,
অবিদ্যা-আলয় আলোকরা।
এলাইয়ে পৃষ্ঠে বেণী, দাঁড়ায়ে ব্রণবদনী,
হেলে ঢলে হয় যেন সারা॥
আয় আয় চাঁদ আয়, করিয়ে শিশু ভুলায়,
যেমতি গৃহস্থ-নারীগণে।
তেমতি নয়নাছুরি, ঘন ইথি উথি ঠারি,
ডাকে যত বখা মূর্খজনে।
কভু দেয় করতালি, কভু ডাকে আয় বলি,
শীষ দেয় কভু ঘন ঘন।
কভু বা দুর্দ্দিন ভেবে, কেহ ক্ষণকাল ভাবে,
মৌনভাবে পথ নিরীক্ষণ।
আবার যদ্যপি দেখে, কেহ তারে চেয়ে দেখে,
স্বর্গ যেন পায় অম্নি হাতে।
ইসারা করিয়ে তায়, গৃহমাঝে লয়ে যায়,
মাতে কত রঙ্গিল খেলাতে।
কোনও ঘরে তাস চলে, কেহ কেহ পাশা খেলে,
ছড়া কাটে কেহ—যেন কবি।
স্বর্গীয় পিতার নামে, কিরে করে মনে মনে,
সভ্যতা দেখাতে কোন বিবি।
হায় রে বিবির পিতা, হায় রে বাবুর পিতা,
কত পুণ্যে গেছ লোকান্তর।
নরম গরম কত, পেট ভোরে অবিরত,

খাও হেন তাই অতঃপর॥—
আহা, রঙকরা মুখে, রঙে গড়া রাঙ্গাচখে,
হোটেলের ভাল ভাল খানা।
যাহা এরা নিজে খায়, তাই তোমারে পাঠায়,
একটুকু বিলম্ব করে না।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে, আসিলেন হেন স্থানে,
চলে খালি নৃত্য আর গীত।
মদমাতুয়ারা প্রাণে, মত্ত হরিসংকীর্ত্তনে,
কালীনাম গানেতে মোহিত॥
দেয়ালে দেবতা-ছবি, দেবগুণ গায় বিবি,
বলি হারি দেবের অদৃষ্ট।
কি সাকার নিরাকার, সবে মিলে একাকার,
অনাচার চক্ষেতে সুস্পষ্ট॥
সেই স্থান সন্নিকটে, কিছু দূর হেঁটে হেঁটে,
উপনীত একটি আলয়।
বারাণ্ডাতে এক বিবি, ঠিক তুলি-আঁকা ছবি,
ভাবিত ভাবেতে বসে রয়॥
কি উদয় হ'ল মনে, রাজপুত্র সেইক্ষণে,
তাহারেই ডাকিল নামিতে।
পরে নেমে এলে পর, গেলেন তাহার ঘর,
অতঃপর—কাজ কি নামেতে!—
নানা আমোদের ভোগ, অথবা সে কর্ম্মভোগ,
করিলেন দুদণ্ড তরেতে॥

এইরূপে সেই দিন আমোদ করিয়ে
যথাকালে পুনর্ব্বার আসেন ফিরিয়ে॥
আবার তাহার পরদিন যথাকালে।
উপস্থিত পুনর্ব্বার হন সেই স্থলে॥

একদিন দুইদিন এমন ক্রমশ।
গিয়ে কিছুদিন তারে দেন দুতিন-শ॥
ক্রমেই জমাট ভাব হ'ল হেনখানা।
একদণ্ড না দেখিলে সে বিবি বাঁচে না॥
সেইকালে রাজপুত্র বলে একদিন।
"তোমার অঙ্গ ত দেখি অলঙ্কারহীন॥
কিছু অলঙ্কার আমি দিব হে তোমায়।
আজি সন্ধ্যাকালে তাহা আনিব হেথায়॥"
বিবি বলে "দয়া যদি এত আপনার।

যা ইচ্ছা দিবেন তাতে কি কথা আমার॥
তবে কথা সাধ্যায়ত্ত হয় ত দিবেন।
নতুবা বিব্রত মিছে কি হেতু হবেন?"
রাজপুত্র বলে, "তাহা যা হয় করিব।
দিতে ইচ্ছা হয়েছে ত অবশ্যই দিব॥"
এরূপ বলিয়া মনসুখে অতঃপর।
রাজবাড়ী অভিমুখে যান বরাবর॥
সম্মুখেই দেখিলেন রাজার নন্দন।
ক্রোড়ে তারে করিলেন করিয়া যতন॥
তার পর নানাবিধ খাবার আনিয়ে।
তাহারে দিলেন পেট ভরে খাওয়ায়ে॥
চারি বৎসরের শিশু ভরিল উদর।
অমনি ঘুমের তরে হইল কাতর॥

কোলে করি দোলা দেন ঘুম পাড়াইতে।
মুহূর্ত্তে বিভোর শিশু হইল ঘুমেতে॥
তার পর শিবালয় আছিল উদ্যানে।
শিশু কোলে উপনীত হন সেই স্থানে॥
অতি অন্ধকার হয় সেই শিবালয়।
বেলাও এদিকে প্রায় অবসন্ন হয়॥
রাশি রাশি বেলপাতা ছিল শিবালয়ে।
রচিলেন শয্যা সেই বেলপাতা দিয়ে॥
শোয়ায়ে দিলেন তারে সেই সে শয্যায়।
মুখ ভিন্ন সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা দেন তায়॥
যত অলঙ্কার তার অঙ্গেতে আছিল।
একে একে সমুদয় খুলিয়া লইল॥
পরে দ্বার রুদ্ধ করি গিয়ে বেশ্যালয়ে।
বেবাক্ দিলেন সেই বেশ্যা-হস্তে গিয়ে॥
বেশ্যা কয়,"কোথা হতে আনিলে এ সব?"
তিনি কন,"এ সকল রাজার বৈভব॥
রাজপুত্রে খুন করি এনেছি গোপনে।
ভয় নাই গলাইয়ে দিব সঙ্গোপনে॥
গলান হইলে কেহ টের নাহি পাবে।"
এত বলি গলাইয়ে দিলেন সে সবে॥
বেশ্যা কহে "চমৎকার তোমার ব্যভার।
আমা লাগি বধ তুমি রাজার কুমার॥

একে ত বধিলে শিশু হয় মহাপাপ।
তাহার উপর প্রভু সাক্ষাতে সে বাপ্॥

তাহার নন্দনে তুমি বধিলে পরাণে।
বল দেখি এ পাপেতে তরিবে কেমনে?
আমি কি তোমার সেই পাপের মোচন।
করিতে পারিব তুমি কর যে এমন?
তীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছ তুমি।
যাহা হোক ব'লে আর করিব কি আমি॥"
এত বলি ভাবে সেই বেশ্যা হয়ে মৌন।
রাজপুত্র ফিরিলেন রাজবাড়ী পুন॥
এদিকেতে খোঁজ পড়ে রাজকুমারের।
পরস্পর হয় কথা সেই সম্বন্ধের॥
কহিলেন রাজপুত্র গিয়ে রাজস্থান।
"বধিয়াছি মহারাজ আমি তার প্রাণ॥
অঙ্গে তার অলঙ্কার অনেক আছিল।
তাহা দেখি মনে মোর বড় লোভ হৈল॥
আছে এক বেশ্যা মোর এই সহরেতে।
নিছি এই অলঙ্কার তাহার তরেতে॥
বড় ভালবাসে সেই আমারে রাজন্।
কাজে কাজে করি তার মানসরঞ্জন॥
অবশ্যই অপরাধী হইয়াছি আমি।
এবে শাস্তি যাহা হয় দাও রাজা তুমি॥"

শুনিয়ে অবাক্ রাজা, চিন্তে মনে মন।
"হায় হায়, কি বিচার করিব এখন?
একদিন প্রাণে রক্ষা করেছে আমারে।
এবে ভ্রান্তিক্রমে বধ করিল কুমারে॥"
পরে ধীরে ধীরে এই বলিলেন তায়।
কেমন সে বেশ্যা তব দেখাও আমায়॥
যার তরে বধিলে হে কুমারে আমার।
দেখিব সুন্দরী সেই কেমন প্রকার॥"
এই কথা বলি পরে গাড়ীতে চড়িয়ে।
বরাবর উপনীত সেই বেশ্যালয়ে॥
দেখেই রাজারে সেই বেশ্যার নন্দিনী।
বুঝিল কি হেতু তথা যান নৃপমণি॥
গলে বস্ত্র দিয়া তবে প্রণিপাত করি।
কহিতে লাগিল সেই বেশ্যা ধীরি ধীরি॥—
"মহারাজ, যত দোষী আমি নিজ হতে।
ওই ব্যক্তি নহে লিপ্ত কিঞ্চিৎ দোষেতে॥
আমিই করেছি খুন পুত্রে আপনার।
কি হেতু ধরেন ওরে কি দোষ উহার?"

নৃপতি বলেন,"এ যে নিজে বলে আর।
তুমি পুনঃ এ আবার বল কি প্রকার?
কি কারণ নিজে হত্যা করিয়াছ বলো।
জান না কি হত্যাকারী কত দোষী ওলো?

ফাঁসী যাবে কিম্বা হবে চড়িবারে শূলে।
সহজে কি অব্যাহতি পাবে খুনী হলে?
অতএব হেন কথা নাহি বল আর।
আপনিই দোষ ইনি করেছে স্বীকার॥
এবে শুধু এক কথা সে গহনা এনে।
তোমারেই দেছে কিম্বা দেছে অন্য স্থানে॥"
বেশ্যা কহে "তব পুত্রে করিয়া নিধন।
আপনিই সেই ধন করেছি গ্রহণ॥"
এ দিকেতে রাজপুত্র এইকালে বলে।
"আমিই বধেছি রাজা আপনার ছেলে॥
যে শাস্তি দানিতে হয় কর মোরে দান।
বিনা দোষে নাহি বধ অবলার প্রাণ॥
বড়ই দয়ালু হয় এই বারাঙ্গনা।
তাই যে বাঁচাতে মোরে করে এ ছলনা॥"
বাস্তবিক কি ব্যাপার কে প্রকৃত খুনী।
কিছুই বুঝিতে আর না পারে নৃমণি॥
অবশেষে বলিলেন, "যে হও সে হও।
বস্তুত ক্রোধের পাত্র কেহই ত নও॥
স্নেহের ভাজন উভয়েই ত তোমরা।
কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব আমরা॥
একদিন মম প্রাণ রাখিয়াছে এই।
মারিতে ইহারে আর না পারি কাজেই॥

পুনঃ দেখ তুমি হও এর মনোরমা।
কাজেই যে তোমারেও করিলাম ক্ষমা॥
তবে এক কথা দেখ অতঃপর আর।
না করো কদাচ হেন কুৎসিত ব্যভার॥
আবশ্যক ধনরত্ন কিম্বা হে গহনা।
যা হইবে চেয়ে লবে কিবা তায় মানা॥
সেইদণ্ডে পাইবে তা সরকার হতে।
কোন দিকে অকুলান না হবে কিছুতে॥"
পরে রাজপুত্র দিকে চাহিয়া ভূপতি।
কহিলেন ধীরে ধীরে এ কথা সম্প্রতি॥
"চারিখণ্ড হরীতকী দেছিলে যা তুমি।

এই এতদিনে তার কিছু শুধি আমি॥
তোমাপরে ক্রোধোদয় কখন না হবে।
তবে যা বলিনু হেন কভু না করিবে॥
যে অর্থের প্রয়োজন হইবে যখন।
বলিও আমারে আমি করিব অর্পণ॥"
তখন সে রাজপুত্র বলে হাসি হাসি।
"মহারাজ, বড় মোরে করিয়াছ খুসী॥
বড় খুসী করিয়াছে এই বেশ্যা আর।
এমন সুন্দর নাহি দেখি ত ব্যভার॥
বাঁচাইতে অন্য লোকে নিজ মৃত্যু চায়।
এমন স্বভাব বল কাহার কোথায়?

বনেদী মাত্রেরি বুঝিলাম এই ভাব।
পরদুঃখে বিগলিত সতত স্বভাব॥
বটে এই বারাঙ্গনা কিন্তু বনিয়াদি।
বারাঙ্গনা-গর্ভে জাত সুকোমল হৃদি॥
কুলটা হইলে হেন কভু হইত না।
বেশ্যাগিরি কি লাঞ্ছনা সে যে তা জানে না॥
বেশ্যার গর্ভজা জানে কত এতে সুখ।
জানে তাহাদের বিধি কতটা বিমুখ॥
সুতরাং অনুতপ্ত সদ্য তারা প্রাণে।
বিষম এ ভবার্ণব লঙ্ঘিবে কেমনে॥
আসুন এখানে সাথে ওহে মহীপাল।
দিতেছি তোমার কোলে তোমার ছায়াল॥
মরে নাই মারি নাই, আছয়ে সে প্রাণে।
কোন খেদ নাহি প্রভু তাহার কারণে॥
জানিতে তোমার মন মন সে ইহার।
কেবল কৌশলজাল বিস্তার আমার॥
এত বলি নৃপে লয়ে পুনঃ নিজ সাথে।
চলিলেন বরাবর সেই মন্দিরেতে॥
তখনো ঘুমায় শিশু দিব্য অঘোরেতে।
তুলিয়া তাহারে দেন রাজার কোলেতে॥
শিশু পেয়ে মহীপাল আনন্দে মগন।
বলিলেন "বল বল তুমি কোন্ জন॥"

রাজপুত্র বলিলেন "জানিবেন পরে।
এবে দিনকত মাত্র ছাড়হ আমারে॥
আছে এক অতিগূঢ় কার্য্য যে আমার।
সাধিয়ে তোমারে দেখা দিব পুনর্ব্বার॥

পরে সেই বেশ্যাকাছে লইতে বিদায়।
আনন্দে করেন তথা গতি পুনরায়॥
বলেন "সন্তুষ্ট বড় আমি তোমাপরে।
নিশ্চয় মনের বাঞ্ছা পূরাব অচিরে॥
সামান্য চাকর আমি নহি লো কাহার।
বিশেষ উদ্দেশ্যে হেন কার্য্য যে আমার॥
যে খুসী করেছ মোরে কি আর কহিব।
নিশ্চয় অভাব তব আমি পূরাইব॥"
বলি তারে এইরূপ তার কাছ হতে।
যাত্রা করি উপনীত অপর স্থানেতে॥
দেখেন পিটিছে ঢোল—এই কথা বলে।
"যিনি নিজ দেহরক্ত প্রতি প্রাতঃকালে॥
পারিবে অর্পিতে এক ছটাক করিয়ে।
পুরস্কার করিবেন বড় খুসী হয়ে॥
যাঁর কার্য্য তিনি হন মস্ত জমিদার।
ভয়ানক ব্যামো এক হয়েছে তাঁহার॥
নর-রক্ত প্রত্যহ ছটাক পরিমিত।
দেহে যদি পুনর্ব্বার হয় প্রবেশিত॥

তা হলে বাঁচেন রোগে তা না হলে নয়।"
রাজপুত্র সেই ঢোল ত্বরায় ধরয়॥
বলেন "ছটাক রক্ত আমি দিব নিতি।
কোথায় সে জমিদার দেখাও সংপ্রতি॥"
তাহারে লইয়া ঢোলওলা তবে যায়।
উপনীত জমিদার আছয়ে যথায়॥
জিজ্ঞাসিল জমিদার, "সত্য কি না বটে।—
পারিবে ছটাক রক্ত দিতে দেহ কেটে॥
বৎসরেক কাল ঢোল পিটাতেছি হেন।
কিন্তু এত দিন নাহি হ'ল ফল কোন॥
কেহ নাহি রাজী হয় এ কর্ম্ম করিতে।
তুমি যে হতেছ রাজী কিসের আশাতে?"
রাজপুত্র কহে "কিছু মম আশা নাই।
স্নেহ কর চিরদিন এইমাত্র চাই॥
ত্রিসংসারে নাহি কেহ আপনার জন।
আপনার ভাবি কেহ করিলে যতন॥
কি ছার সামান্য রক্ত প্রাণ দিতে পারি।
যদি মোরে চিরদিন ভাব আপনারি॥"
কহে জমিদার "ভাল, তাই করা যাবে।
তুমি মম আপনার জন হয়ে রবে॥

যা তোমার আবশ্যক চাহিলেই পাবে।
কি খোরাক কি পোষাক সব দে(ও)য়া যাবে॥

নগদ মাসিকবৃত্তি একশত করি।
করিলাম ধার্য্য আমি তরেতে তোমারি॥"
রাজপুত্র বলিলেন, "যথেষ্ট তাহাই।
এ হতে অধিক আশা কভু করি নাই॥"
এত বলি সেই স্থানে রন অতঃপর।
এই জমিদার হয় আধুনিক নর॥
স্বনামা পুরুষ ধন্য, নহে বনিয়াদি।
দেখি এর কাছে দশা কি ঘটান বিধি॥
প্রতিদিন দেন রক্ত ছটাক ছটাক।
দেখিয়ে যতেক লোক হইল অবাক্॥
একমাস দুইমাস দিলেন এমনি।
আরোগ্য হলেন জমিদার-চূড়ামণি॥
ক্রমেতে এমন হ'ল—নিটোল শরীর।
পূর্ব্বতুল্য স্থূলাকার দৃঢ় ও সুস্থির॥
সকলেই দেখে তাঁয় আনন্দিত অতি।
সকলেই বলে "এই জন মহামতি॥
ইনি না করিলে দয়া—হইত না হেন।
নিশ্চয় দেবতা ইনি হইবেন কোন॥"
জমিদার কিন্তু আর নহেন তেমন।
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণচিত্ত পূর্ব্বের মতন॥
আগে আগে লইতেন সদা সমাচার।
সুখে তিনি রন কিবা দুঃখে কাছে তাঁর॥

পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান চোলে।
ভয়ে করযোড়ে আছিলেন সদাকালে॥
আর ত নাহি সে ভয়—কেন ভয় তবে?
দিব্য নিজ মনে তাই রহিলেন এবে॥
কেবল না দিলে নয় খোরাক পোষাক।
লোকনিন্দা হবে তাই মনে ভাবে—থাক॥
নতুবা গেলেই এবে বেঁচে যেন যায়।
যায় না তা হলে এই টাকাটা বৃথায়॥
যাই হোক,—রেখেছেন আলয়ে আপন।
খরচের নাহি কমি আছিল যেমন॥
রাজপুত্র এইকালে ফিরি পথে পথে।
গৃহস্থের নারী এক ফেলেন পীরিতে॥
অতীব কামুকা নারী স্বামী নাই দেশে।

সম্প্রতি কার্য্যেতে কোন গেছেন বিদেশে॥
সেই নারী রত হলো রাজপুত্র সনে।
দিব্য দিনকত সুখে কাটায় গোপনে॥
মাসেকের মধ্যেতেই হ'ল গর্ভবতী।
স্বামীর দোহাই দিবে—ভাবে মনে সতী॥
বড় যত্ন রাজপুত্রে সেই নারী করে।
ক্ষণকাল অদর্শনে প্রাণে যেন মরে॥
রাজার পুত্রও যত্ন করে ততোধিক।
মনে প্রাণে মিলামিলি হয়ে গেল ঠিক॥

দুই-তিনমাস গত হলে এরূপেতে।
একদিন সংঘটন শুন আচম্বিতে॥
এই সে নারীর বাড়ী হয় যেই স্থানে।
জমিদারীর এক বাগান সে স্থানে॥
সেই বাগানের মধ্যে আছে সরোবর।
এই নারী ছাদে বসি করে তা গোচর॥
বহু রাজহাঁস পাতিহাঁস সেথা চরে।
খাইতে একটী হাঁস বাসনা অন্তরে॥
কহিল রূপসী "ওই হাঁসের মধ্যেতে।
পার কি না পার তুমি একটী আনিতে?
খাইতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।
অতএব দেহ আনি একটী উহার॥"
ছিল একটী হাঁস বিশেষ চিহ্নিত।
দেখাইয়ে সেইটীরে করিল নিশ্চিত॥
কহে রাজপুত্র, "ভাল, আনিব এখনি।"
এত বলি বাগানেতে গেলেন তখনি॥
ধরিলেন সেই হাঁসে করিয়ে কৌশল।
ছাদ হতে নারী তাহা হেরিল সকল॥
পরে গিয়ে একপাশে সেই উদ্যানেতে।
লুকায়ে বসায়ে তারে একটী ঝোপেতে॥
লুকায়ে বসায়ে এক খোলা ভাঙ্গি তার।
চিৎ কোরে রাখিলেন ঝোপের মাঝার॥

হাসের জাতের এই হয় ত ধরম।
রাখিলে এরূপে তারা বড়ই নরম॥
নড়িতে চড়িতে আর শক্তি নাহি থাকে।
মরার মতন দেহ চিৎ কোরে রাখে॥
রাখিয়ে এরূপে সেই হাঁসেরে সেথায়।
বাজার হইতে এক আনি পুনরায়॥

কেটেকুটে ঠিক কোরে নিয়ে তারে দেয়।
কতই আনন্দে সেই হাতে করি নেয়॥
পরে যথানিয়মেতে করিয়ে রন্ধন।
যথাকালে দুইজনে করয়ে ভোজন॥
এ দিকেতে জমিদার বাড়ী গেলে পরে।
জিজ্ঞাসে হাঁসের কথা সবাই তাঁহারে॥
বলে, এইরূপ হাঁস একটী আছিল।
গিয়েছে পুকুরে কিন্তু আর না ফিরিল॥
না জানি কারণ কিবা ঘটিল তাহার।
জান কি আপনি কিছু তার সমাচার॥"
রাজপুত্র বলিলেন, "খাইয়াছি আমি।
মিথ্যা নাহি কহি কথা কহ গিয়া তুমি॥"
শুনিয়ে সকলে তবে কহে জমিদারে।
জমিদার অগ্নিশর্ম্মা রেগে একেবারে॥
কহিলেন "খাবার কি না জোটে তোমার।
বড়ই রাক্ষসপ্রায় দেখি যে ব্যভার॥

হাঁস ধোরে খাও তুমি এত নীচাশয়।
তোমারে রাখা ত আর উচিত না হয়॥"
রাজপুত্র কহে "আছে একটী রমণী।
উপগত মোর সনে হয় সে কামিনী॥
হইয়াছে গর্ভবতী মাংস খেতে সাধ।
তাহাতেই ঘটে প্রভু যতেক প্রমাদ॥"
কহে জমিদার, "কৈ কোথা সেই নারী
চাহি দেখিবারে তারে কি নাম তাহারি॥"
শুনি রাজপুত্র তার কাছে লয়ে যায়।
কিন্তু সেই নারী আর মানিতে না চায়॥
বলে, "ও মা, কোথা যাবো, কে এ সর্ব্বনেশে?
এত বড় কথা বলে কি সাহসে এসে॥
দেখ গো তোমরা আমি গৃহস্থ-রমণী।
জাতিকুল-খেকো কথা বলে এ যে শুনি॥
তোমরা যদ্যপি নাহি শাস্তি দিবে এরে।
তবে ত মজাবে এই আরো কত ঘরে॥"
কহে জমিদার, "ওরে কে আছিস তোরা।
নাহিক দেখি ত পাজী বিশ্বে হেন ধারা॥
মারিতে মারিতে জুতো পিঠেতে ইহার।
শীঘ্র কোরে দিয়ে আয় সহরের বার॥"
রাজপুত্র হেসে হেসে কহেন তখন।
"ভাল ভাল হাঁস আমি করি প্রত্যর্পণ॥

একটা হাঁসের তরে এতটা লাঞ্ছনা।
রক্তদানে বাঁচাইনু সে কথা ভাব না॥"
এত বলি হাঁস আনি দিল সম্মুখেতে।
দেখিয়ে আশ্চর্য্য অতি হয় সকলেতে॥
তখন সে জমিদার কহে, "এ কি হল?
কেমনেতে হাঁস তবে ফিরে পা(ও)য় গেল॥
না-হক্ করিয়ে ইচ্ছা কেন গালি খাও।
বৃথা এ নারীর নামে কেন দোষ দাও॥"
রাজপুত্র কহে, "ক্রমে জানিবে সকলি।"
দ্রুতগতি তথা হতে যান এত বলি॥
উপস্থিত নিজ দেশে গিয়ে বরাবর।
ক্ষণতরে নাহি আর রন অন্যত্তর॥
নহে যে সে রাজপুত্র হয় এই জন।
অধীনে বহুৎ রাজ্য রহে সর্ব্বক্ষণ॥
যেই রাজা জমিদার সঙ্গে ব্যবহার।
দুইজনেতেই রন অধীনে ইঁহার॥
বসিয়ে আপন তক্তে দুজনে ডাকান।
সহিত কুলটা সেই বেশ্যা উচ্চ-প্রাণ॥
সংবাদ পাইবামাত্র সবে উপস্থিত।
দেখিয়া সম্মুখে পরে হয় চমকিত॥
আনন্দে অধীর সেই নৃপতি এক্ষণে।
বলেন "আপনি বঞ্চিলেন হেন দীনে?"

আলিঙ্গনে তুষিলেন রাজপুত্র তাঁয়।
পরে বহু সমাদর করেন বেশ্যায়॥
কিন্তু সেই জমিদার দেখে ভীত অতি।
যথোচিত ভীত আর সেই সে অসতী॥
কিন্তু তিনি শাস্তি কিছু না করি প্রদান।
কহিলেন এই শুধু, রাখি যোগ্য মান॥
"নিজ নিজ স্বভাবের দেহ পরিচয়।
ইহাতে নাহিক মোর হয় ক্রোধোদয়॥
কেবল পরীক্ষা হেতু চরিত্র সবার।
করিলাম এই কষ্ট আমি যে স্বীকার॥
বনেদী মাত্রেই বুঝিলাম উচ্চ-মন।
অবনেদী হলেই সে ব্যভার এমন॥"
এত বলি ভাগিনী হইল নীরব।
নিস্তব্ধ নিরেট কথা শুনি এই সব॥
বলিলেন "ভাল ভাল, তাই তবে হোক্।
তোমার স্বামীর ধন তারি কাছে রোক॥

এত বলি ডাকাইয়ে বেল্লিক রামেরে।
অভাগিনী সমর্পণ করে তার করে॥
আনন্দে বেল্লিকরাম হইল মগন।
বলে "ধন্য এতদিনে তোমার জীবন॥
রাহুগ্রস্ত শশী পুন পাইলাম করে।
এ হতে সৌভাগ্য আর আছে কিবা নরে॥"

বেল্লিকের রামায়ণ অতি মিষ্টরস।
পাঠমাত্রে মিষ্টতায় ভাসে দুই কস॥
যে শুনে এ রামায়ণ সেই স্বর্গে যায়।
পাঠক মাত্রের সুখ না ধরে ধরায়॥
পিলে রোগী পিলে রোগে পায় অব্যাহতি।
পেলেগ পলায় পল্লী হতে দ্রুতগতি॥
কলেরা বসন্ত আর না ঘেঁষে নিকটে।
বন্ধ্যানারী পুত্রমুখ হেরে আঁখিপটে॥
নির্ধনীর ধন হবে—ঘরে না ধরিবে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পাবে॥
না পোড়ে পণ্ডিত যার হইতে বাসনা।
সে যেন রামায়ণ পড়িতে ভুলে না॥
বিনি কণ্ঠে গান গাবে—অতীব রসাল।
বিনা দানে নাম তার হইবে,"দয়াল॥"

সম্পূর্ণ।

Contributor

 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Nettime Sujata
- Bodhisattwa
- Salil Kumar Mukherjee
- Mahir256
- Inductiveload
- Ignacio Rodríguez
- Rehua

 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

Disclaimer

⚠

⚔ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

 The content of the book is publically available in the WikiSource.

 Do Not redistribute in a commercial way.

✓ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

সমাপ্তি

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤

আরও বই

টেলি বই

MOBI